বিজয়িনী

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

১৩৫৫

—প্রকাশক—
শ্রীসুরেশচন্দ্র ধর
বৃন্দাবন ধর বুক হাউস
৩।৮ জনসন্ রোড, ঢাকা,
।।১এ নবীন স্বর লেন, কলিকাতা-৫

দুই টাকা

প্রিণ্টার
শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত
ভারত আর্ট প্রেস, ঢাকা।

গল্পের প্রথম দৃশ্য সুরু হইল ছোট্ট একটি শহরে। শহরটি ছোট, কিন্তু যে সংসার-দৃশ্যে আমাদের যবনিকা উত্তোলন করিলাম, সে সংসারটি নিতান্ত ছোট নয়,—লোকজন বিস্তর। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দাসদাসীতে ঘর একেবারে বোঝাই। প্রকাণ্ড দালান বাড়ী। ফটকের পাশে দেওয়ালের গায়ে মার্ব্বেল-পাথরে লেখা—'লাল-কুঠি'। পশ্চিম অঞ্চলের শহর। রাস্তার ধূলার রং লাল এবং চব্বিশ ঘণ্টা গাড়ীঘোড়া লোকজনের যাওয়া-আসায় প্রচুর লাল ধূলা উড়িয়া দেওয়ালের গায়ে আসিয়া বসে,—সাদা ধপ্‌ধপে চূণকামকরা বাড়ীও দেখিতে দেখিতে লাল হইয়া যায়। সেইজন্যই বোধকরি 'লাল-কুঠি'র মালিক একটুখানি বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। বাড়ীটি আগাগোড়া লাল রঙে রাঙাইয়া নাম দিয়াছেন--'লাল-কুঠি'।

বাড়ীর মালিক যে বুদ্ধিমান্, তাহার পরিচয় আমরা বহুবার পাইয়াছি। বুদ্ধিমান্ না হইলে নিতান্ত হীন অবস্থা হইতে এত বড়লোক কখনও হয় না। ব্যাঙ্কে তাঁহার মজুত টাকা বিস্তর, জমিজমা জমিদারী ত' আছেই, তাঁহার 'রায়-বাহাদুর' খেতাব্।

রায় বাহাদুরের প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা গিয়াছেন—একটি ছেলে ও একটি মেয়ে রাখিয়া। সে আজ অনেকদিনের কথা। ছেলেটি বড় হইয়াছে কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাপের কিছু টাকা চুরি করিয়া গত বৎসর হইতে নিরুদ্দেশ। মেয়েটির বিবাহ দিয়াছিলেন কিন্তু সেও একটি ছেলে রাখিয়া মারা গিয়াছে। সুতরাং রায় বাহাদুরের প্রথম পক্ষের নিদর্শন আছে মাত্র ওই কন্যার ছেলেটি। কুড়ি-একুশ বছরের ছেলে। নাম—অমূল্য। এইখানে থাকিয়াই এন্‌ট্র্যান্স্ ইস্কুলে পড়ে।

রায়-বাহাদুরের প্রথম পক্ষ ত' এইখানেই খতম্। তবে আজকাল যাহাদের লইয়া লালকুঠি গুলজার হইয়া রহিয়াছে—তাহারা তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের।

দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সরোজিনীর কপাল ভাল। গরীবের মেয়ে, বড়লোক স্বামী পাইয়াছে, চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে, অহঙ্কারের আর অন্ত নাই। আরাম পাইয়া পাইয়া অত্যধিক মোটা হইয়া পড়িয়াছে। ঘরের কাজকর্ম্ম, ছেলেমেয়ে দেখাশোনা, নিজকে কিছুই করিতে হয় না। সে-সব ঝঞ্ঝাট ঝি-চাকরের হাতে ছাড়িয়া দিয়া এখন সে একরকম নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

তবে চিন্তার মধ্যে একটিমাত্র চিন্তা এখনও তাহাকে মাঝে মাঝে বড় পীড়িত করিয়া তোলে। সে চিন্তার কথা অবশ্য মুখ ফুটিয়া কাহাকেও বলিবার উপায় নাই—বাবুর প্রথম পক্ষের ছেলেটা ত' টাকা চুরি করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছে। টাকা যায় যাক্, কিন্তু দোহাই ভগবান্,—ছোঁড়া যেন আর ফিরিয়া না আসে! এখন ভাবনা শুধু ওই মেয়ের ছেলে অমূল্যকে লইয়া। একটিমাত্র মেয়ের ওই একটিমাত্র ছেলে। বাপ্ তাহার আবার একটা বিবাহ করিয়া নূতন সংসার পাতাইয়াছে। ছেলেটার খোঁজ খবর সে লইতে চায় না। রায়-বাহাদুরের ইচ্ছা, অমূল্যকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়া ভাল দেখিয়া একটি বিবাহ দিয়া ঘর-বাড়ী জমি-জায়গা এইখানেই করিয়া দেন।

বলেন, 'আমার রয়েছে যখন, তখন একটামাত্র মেয়ের ওই একটিমাত্র ছেলে, কিছু না দিলে অধর্ম্ম হবে। দেওয়াই উচিত, তুমি কি বল?'

সরোজিনী চুপ করিয়া থাকে। মুখের চেহারা দেখিয়া রায়-বাহাদুরের সন্দেহ হয়। জিজ্ঞাসা করেন, 'চুপ করে' রইলে যে?'

সরোজিনী বলে, ' কি বলব? দিতে কি আমি মানা করছি?'

'না তা কেন করবে! তবে কি না, ধর, ওকে যদি কিছু না দিই, লোকে বলবে—

সরোজিনী যেন দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া ওঠে। বলে, স্থাখো, যে রকমভাবে তুমি কথা বলছ, শুনে মনে হচ্ছে, আমিই যেন ওকে কিছু দিতে দিচ্ছি না। তুমি দাও ন' তোমার যা-খুশী। কিন্তু আমায় ওরকম করে' দোষী তুমি সাজিয়ো না বলছি।'

রায়-বাহাদুব ভয়ে একেবারে কাঠ হইয়া যান। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলেন, 'না না তোমায় দোষী কেন সাজাব? তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করছিলাম।'

'থাক্, আর পরামর্শ করে' কাজ নেই।' বলিতে বলিতে অভিমানিনী বালিকার মত সরোজিনীর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসে।

রায়-বাহাদুরের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হয় না।

যে যাহা চায় ভগবান্ তাহাকে তাহা জুটাইয়াও দেন।

দিনকতক পরেই একদিন অপরাহ্নবেলায় রায়-বাহাদুরের জমিদারী বিজনপুর মহল হইতে দুটি মেয়ে আসিয়া গিন্নি-মার খোঁজে সদর লাল-কুঠির অন্দর-মহলে গিয়া ঢুকিল।

সরোজিনী একটা আর্শীর সুমুখে বসিয়া চুল বাঁধিতেছিল। নানান্ রকমের দামী তেল মাখিয়াও চুলগুলা তাহার কিছুতেই বড় হইতেছে না। মুড়ো ঝাঁটার মত খাটো খাটো চুল। লোকজনের সুমুখে

সে-চুল দেখাইতে তাহার লজ্জা করে। তাই সে এই আগন্তুক মেয়ে দুইটিকে দেখিবামাত্র চট্ করিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। বলিল, 'কে ?'

মেয়ে দুইটি মেঝেয় মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বসিল। অনুমানে বোধ হইল তাহারা মা ও মেয়ে। দু'জনেই সুন্দরী,—যেমন গায়ের রং, তেমনি মুখের শ্রী! বয়স্থা মেয়েটি তাহার আঁচলের তলা হইতে গামছায়-বাঁধা একটি পুঁটুলি বাহির করিয়া সরোজিনীর পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া বলিল, 'ক্ষিরের দুটো সন্দেশ এনেছি মা ছেলেদের জন্যে, বলি, আমাদের রাণী-মার কাছে যাচ্ছি যখন, শুধু হাতে কি আর আসতে পারি মা!'

সরোজিনী হাঁ করিয়া ছোট মেয়েটার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। বয়স তাহার পনের-ষোলোর বেশি নয়। দেহে যেন যৌবনের জোয়ার আসিয়াছে। রৌদ্রে হাঁটিয়া আসিয়াই বোধকরি গালদুটা হইয়াছে সিঁদুরের মত লাল, কপালে এবং নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়াছে, হরিণের মত টানা-টানা দুটি চোখ, হাতের আঙুলগুলি ঠিক-যেন চাঁপার কলির মত।

সরোজিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'মেয়েটি কি তোমারই মেয়ে ?'

'হ্যাঁ মা আমারই মেয়ে। ওরই জন্য আসা আপনার কাছে। ক্ষিরো বোষ্টমীকে বিজনপুরে কে না চেনে, মা! আমারই নাম ক্ষিরো। আমার স্বামী বেঁচে থাকতে বাবুর কাছে প্রায়ই আসতো। আমরা আপনার প্রজা।'

'তা কি-দরকারে এসেছ ?' সরোজিনী বলিল, 'আহা বেশ মেয়েটি। কি নাম ?'

মেয়ের প্রশংসায় ক্ষিরো ঈষৎ হাসিল। বলিল, 'নাম—সুনন্দা নন্দ নন্দ বলে' ডাকি। বেশ মেয়ে ত' সবাই বলে মা, কিন্তু আমার কপাল বড় মন্দ।'

এই বলিয়া সে ভণিতা করিয়া এখানে তাহার আসিবার উদ্দেশ্যটি সরোজিনীর কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করিল।

তাহাদের পাশের গ্রামে রামদাস বোরেগীর সঙ্গে মেয়ের সে বিবাহ দেয়, মেয়ের বয়স তখন ন' বৎসর। বিবাহের পর বছরখানেক মেয়ে তাহার শ্বশুরবাড়ীতেই ছিল। তাহার পর কি যে হয়, পুকুরে একদিন জল লইতে আসিয়া জলে কলসী ভাসাইয়া দিয়া মেয়ে তাহার পালাইয়া আসে। দিনকতক পরে রামদাস নিজে আসিয়া খুব খানিকটা মার-ধোর তিরস্কার করিয়া সুনন্দাকে জোর করিয়া লইয়া যায়। লইয়া গিয়া তাহাকে আর পাঠায় না। এক বছর পরে ক্ষিরো একদিন লজ্জা-শরমের মাথা খাইয়া নিজেই তাহার জামাইএর বাড়ী গিয়া দেখে যে, মেয়ের তাহার 'লতিজার' আর বাকি কিছু নাই, সোনার 'বরণ' তাহার কালি হইয়া গেছে এবং পাছে আবার পালাইয়া যায় বলিয়া সুনন্দাকে তাহারা চব্বিশ ঘণ্টা ঘরের ভিতর তালা বন্ধ করিয়া রাখে। যাইবামাত্র রামদাস বলিল, 'ও যে এত বজ্জাত তা জানতাম না, নিয়ে যাও তোমার মেয়ে, আমি আবার বিয়ে করব।' কি বজ্জাতি সে করিয়াছে জানিবার জন্য জামাইএর হাতে ধরিতেও ক্ষিরো কসুর করে নাই, কিন্তু জামাই সে-কথা কিছুতেই বলিল না। সুনন্দাও বলিতে লাগিল, 'নিয়ে চল মা, এখানে থাকলে আমি গলায় দড়ি দেবো।' বাধ্য হইয়া ক্ষিরো তাহাকে লইয়া আসে এবং মাস দুই-তিন পরেই সংবাদ পায় যে, জামাই আবার বিবাহ করিয়া কোথা হইতে একটি

বেশ ডাগর-ডোগর মেয়ে আনিয়া ঘর করিতেছে। সেই অবধি সুনন্দা আর শ্বশুরবাড়ী যায় নাই, যাইতে সে চায়ও না। অথচ একে তাহার বয়স খারাপ, তাহার উপর পোড়া রূপও একটুখানি আছে, তাই তাহাকে কোনও ভদ্রলোকের বাড়ী রাখিয়া দিয়া ক্ষিরো নিজে একটুখানি নিশ্চিন্ত হইতে চায়; এবং সেইজন্যই সুনন্দাকে সে এখানে লইয়া আসিয়াছে। জমীদারের বাড়ী, ভয়-ডর কিছু নাই, রাণীমার কাছে থাকিয়া যদি কাজকর্ম্ম শিখিয়া ভালভাবে দিন কাটাইতে পারে ত' 'আখেরের' ভাবনা তাহাকে আর ভাবিতে হইবে না।

সরোজিনী কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া কি যেন ভাবিয়া বলিল, 'বোরেগীদের মেয়ে—আর একবার বিয়ে দেওয়াও ত' চলে ?'

ক্ষিরো বলিল, 'না মা, সে চেষ্টা করে'ও দেখেছি কিন্তু মেয়ের আমার বর পছন্দ হয় না। বিয়ে ও কিছুতেই করবে না।'

সুনন্দা তাহার বাঁ হাতখানি সোজা করিয়া মেঝের উপর রাখিয়া পা দুইটি পিছনের দিকে ছড়াইয়া হেঁটমুখে বসিয়াছিল, সরোজিনী তাহার মুখের পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁ লা, থাকতে পারবি আমার কাছে ?'

সুনন্দা নীরবে ঘাড় নাড়িয়া তাহার সম্মতি জানাইল।

২

ইস্কুল হইতে ফিরিয়া বইগুলি তাহার নীচের তলায় পড়িবার ঘরে রাখিয়া অমূল্য ধীরে ধীরে বাড়ীর ভিতরে গিয়া ঢোকে। কাহারও কাছে কোনও কিছু চাহিয়া খাইতে তাহার বড় লজ্জা করে, অথচ না চাহিলে রাঁধুনী বামনীটা পর্য্যন্ত ভুলিয়াও একবার খাইবার কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করে না। ক্ষুধায় তাহার পেট জ্বলিয়া যায়, নিজেই একটি গ্লাস লইয়া কোন কোনদিন মাটির কলসি হইতে জল গড়াইয়া এক চুমুক এক চুমুক করিয়া জলটুকু সে দেখাইয়া দেখাইয়া খাইতে বসে। অর্থাৎ—জল খাইতেছে দেখিয়াও যদি কেহ খাইবার কথা জিজ্ঞাসা করে ত' করুক্। সরোজিনীর যদি কোনোদিন নজরে পড়ে ত' চক্ষুলজ্জার খাতিরেও তাহাকে বলিতে হয়—'ওলো ও ভাগীর মা, ইস্কুল থেকে এসে ছেলেটা যে শুধু জল খাচ্ছে দেখতে পাস্ না? গুড় দিয়ে চারিটি মুড়ি দে না, জল দিয়ে ভিজিয়ে খাক্।'

ভাগীর-মা এখানকাব বহুদিনেব পুরাতন রাঁধুনী। থালায় কতকগুলা মুড়ির পাশে খানিকটা গুড ঢালিযা আনিয়া বলে, 'কেন, বোবা ত' নয়, মুখ ফুটে বললেই ত' পারে।'

সরোজিনী বলে, 'বেশ আক্কেল মা তোর, ওই ত' একথালা মুড়ি, ওতে অতটা গুড় কখনও দেয়!'

ভাগীর-মা মুড়ির থালাটা অমূল্যর মুখের কাছে নামাইয়া দিয়া বলে, 'দুবেলা কষ্ট করে' ইস্কুলের ভাত রেঁধে দিচ্ছি, মুড়ি দিচ্ছি,

চাকরি-বাকরি করবি যখন পয়সা রোজগার করবি, তখন যেন মনে থাকে।

অমূল্য এখন আর ছেলেমানুষ নয়, বুঝিবার বয়স হইয়াছে। ইহাদের ব্যাপার দেখিয়া সে মনে-মনে হাসে।

সেদিন অমনি ইস্কুল হইতে ফিরিয়া অমূল্য ঘরের ভিতর যাইতেছিল, ভিতরের উঠানের পাশে দেখিল জানালার একটি গরাদে ধরিয়া সুনন্দা দাঁড়াইয়া আছে। বাড়ীতে যে একজন নূতন ঝি আসিয়াছে, সরোজিনীর বড় মেয়ে বিনুর মুখে সে-সংবাদ সে গত রাত্রেই শুনিয়াছিল বটে, কিন্তু এখনও সে তাহাকে চোখে দেখে নাই।—তবে এই কি সেই? কিন্তু উহাকে ত' ঝি বলিয়া মনে হয় না। এত রূপ এত সৌন্দর্য্য যাহার, সে কি কখনও পরের বাড়ী দাসীর কাজ করিতে আসে? সে যাই হোক, মেয়েটিকে দেখিবামাত্র অমূল্যর বড় ভাল লাগিল। বাল্যকাল হইতে নারীর স্নেহ মমতায় বঞ্চিত হইয়া এমনি একটি সুন্দরী নারীর প্রতিচ্ছবি সে মনে-মনে অঙ্কিত করিতেছিল। ভাবিতেছিল, স্নেহ-ভালবাসা এ পৃথিবীর কোনও নারীর কাছ হইতেই যখন সে পাইল না, এইবার হয়ত তাহার বিবাহ হইবে, এমনি একটি মেয়ে হইবে তাহার স্ত্রী, এবং তাহাকে নিশ্চয়ই ভালবাসিবে, ভালবাসার ভিখারী কাঙাল অন্তঃকরণ তাহার তখন হয়ত সেই একটিমাত্র নারীর অপর্য্যাপ্ত ভালবাসায় ভরপূর হইয়া এতদিনের সঞ্চিত সমস্ত দুঃখই তাহার ভুলিয়া যাইবে।—অমূল্য সেইখানেই থমকিয়া দাঁড়াইল। মেয়েটির মুখের পানে তাকাইতেই দেখিল, সেও তাহার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে।

অমূল্য আর অগ্রসর হইতে পারিল না। মনে হইল তাহার পা দু'টা যেন কাঁপিতেছে। মনে হইল, তাহার পরনের ধুতিটা অতিশয় ময়লা। মনে হইল, নিতান্ত দীনহীনের মত চারটি মুড়ি পাইবার আশায় ছলনা করিয়া নিজেই একগ্লাস জল গড়াইয়া উহার কাছে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খাওয়া তাহার অনুচিত। মনে হইল, ভাগীর মা হয়ত তাহার চোখের সুমুখেই একথালা মুড়ি নামাইয়া দিয়া এমন-সব অপমানজনক কথা তাহাকে বলিয়া বসিবে যাহা শুনিয়া ওই মেয়েটিও হয়ত অবজ্ঞায় মুখ ফিরাইয়া সেখান হইতে চলিয়া যাইবে। তাহার চেয়ে—কাজ নাই, তাহার ফিরিয়া আসাই ভালো, ভাবিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও অমূল্য ধীরে-ধীরে পিছন ফিরিয়া সেইখান হইতেই ফিরিয়া আসিল।

ফিরিয়া আসিয়াও নিস্তার নাই। পড়িবার ঘরটিতে ঢুকিয়াই তাহার মনে হইল, আবার আর-একবার তাহাকে দেখিয়া আসে। আবার আর একবার দেখিতে গেলে পাছে কিছু সে মনে করে ভাবিয়া তাহাও সে পারিল না, অথচ এমন করিয়া ঘরের মধ্যে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকাও তাহার কাছে অস্বস্তিকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তৎক্ষণাৎ সে বাহিরের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। রাস্তার ধারে উঁচু বারান্দার রেলিংএর গায়ে ঝুঁকিয়া পড়িয়া অমূল্য শুধু ওই মেয়েটির কথাই ভাবিতে আরম্ভ করিল।—একটা বইএ সে পড়িয়াছিল, 'প্রথম দৃষ্টিতেই প্রেম।' তাহারও কি ঠিক তাহাই হইল নাকি? কিন্তু ইহা অন্যায়। এখনও সে স্কুলে পড়িতেছে, বিবাহের বয়স এখনও তাহার হয় নাই, আর-একজনের ভরণ-পোষণের ক্ষমতাই বা তাহার কোথায়? তাহা

ছাড়া মেয়েটি যখন ঝিয়ের কাজ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছে তখন সে ব্রাহ্মণের মেয়ে নাও হইতে পারে, বিবাহও হয়ত তাহার হইয়া গেছে······এমনি সব কথা ভাবিতে ভাবিতে মন তাহার আবার উতলা হইয়া উঠিল, মনে হইল, আবার একবার তাহাকে দেখিতে পাইলে যেন ভাল হয়। মনে হইবামাত্র সেখানে আর সে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। যেখানে প্রথমে সে তাহাকে দেখিয়াছিল আবার ধীরে-ধীরে কম্পিতপদে সেইখানে গিয়াই দাঁড়াইল। কিন্তু কোথায় সে? সুনন্দা তখন অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে।

একটু একটু করিয়া আগাইয়া অমূল্য ঘরে গিয়া ঢুকিল। কেহ কোথাও নাই। সকলেই উপরে উঠিয়াছে। ছেলেমেয়েগুলা দোতালায় দাপাদাপি ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। তৃষিতনেত্রে একবার সে উপরের দিকে তাকাইল। বিনা প্রয়োজনে সেখানে সে কি বলিয়াই বা যাইবে! এখন সে নিজেও ত' একবার নামিয়া আসিতে পারে! মনে-মনে সে উপরে উঠিবার ছল খুঁজিতে ছিল, এমন সময় সিঁড়ির উপর পায়ের শব্দ হইতেই বুকের ভিতরটা তাহার দুরু দুরু করিয়া উঠিল। ঐ বুঝি সে আসে! দিনান্তের সূর্য্য তখন অস্ত গিয়াছে। দরজার চৌকাঠের কাছে সে একা দাঁড়াইয়া! হে ভগবান্, আজ তাহার শুভসন্ধ্যা। সমস্ত হৃদয় যেন তাহার এক অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় আনন্দে লুটাইয়া পড়িতে চাহিল। অধীর আগ্রহে উৎসুক উন্মুখ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া সে সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। পদশব্দ সিঁড়ি বাহিয়া ধীরে-ধীরে নীচে নামিয়া আসিল। কিন্তু হায়, অমূল্য দেখিল, সে নয়, যে আসিয়াছে সে সরোজিনীর জ্যেষ্ঠা কন্যা বিনু। ছুটিতে ছুটিতে বিনু

তাহার কাছে আসিয়া বলিল, 'আচ্ছা বল ত' অমূল্য, নতুন যে ঝি এসেছে তা'র নাম কি?'

এ-বাড়ীর তিন-চার বছরের ছোট ছেলেটি পর্য্যন্ত অমূল্যকে নাম ধরিয়া ডাকে।

ডাকুক, ক্ষতি নাই। সম্পর্কে তাহার গুরুজনই বটে।

অমূল্য বলিল, 'তা ত' জানিনে বিনু। কেন? সে কোথায়?'

শেষের প্রশ্নের জবাব না দিয়া বিনু বলিল, 'জানো না?— সুনন্দা।'

বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। সুনন্দা নামটা সে জীবনে বোধ করি এই প্রথম শুনিয়াছে এবং নামটা ভাল নয় ইহাই তাহার ধারণা।

অমূল্য না বুঝিয়া বলিয়া ফেলিল, বেশ নাম।'

বিনু বলিল, 'ছাই নাম।'

বলিয়াই অমূল্যর একখানা হাতে ধরিয়া টানিতে টানিতে বলিল, 'এসো দেখবে এসো। তোমার চেয়েও ফর্সা।'

অমূল্যই যে এ বাড়ীতে সকলের চেয়ে সুন্দর সেকথা সবাই জানে।

অমূল্য তাহার হাতখানা ধীরে-ধীরে ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, 'তার চেয়ে এইখানেই বরং তুমি চুপি-চুপি ডেকে নিয়ে এসো বিনু, আমি যাব না।'

বিনু চলিয়া গেল এবং সিঁড়ির নিকটেই কোথাও সে দাঁড়াইয়া ছিল কিনা কে জানে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে টানিতে টানিতে অমূল্যর কাছে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল। এবং শুধু দাঁড় করাইয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইল না, একহাতে সুনন্দার একখানি হাত

টানিয়া ধরিয়া অন্য হাতে অমূল্যার হাত ধরিয়া দুইজনের দুইটি হাত কাছাকাছি আনিয়া বলিল, 'কই ছাখো ত' কে বেশি সুন্দর ?'

কিন্তু কে বেশি সুন্দর তাহার তুলনা করিবার মত মনের অবস্থা তখন অমূল্যর ছিল না। বিনু যাহাকে তাহার এত কাছে টানিয়া আনিয়াছে, যাহার অঙ্গস্পর্শ করা দূরে থাক, যাহাকে শুধু একটিবার চোখে দেখিবার আশায় অশান্ত মন তাহার এতক্ষণ ধরিয়া ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিল, সেই তাহারই শুভ্র সুকোমল হাতখানি নিজের হাতের মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিতেই অমূল্যর সর্ব্বদেহমন ঠিক যেন বীণার তারের মত ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল! বিহ্বলের মত সে তাহার মুগ্ধ দুটি শান্ত ও সুগভীর চক্ষুর প্রেমার্ত্ত দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া তাহার সম্মুখবর্ত্তী সেই পুষ্পদলকোমল, হাস্যাধরা সৌন্দর্য্য-প্রতিমার দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া কি যে ভাবিতে লাগিল কে জানে, একটি কথাও সে তাহার মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতে পারিল না। সুনন্দাও স্থির দৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখের পানে তাকাইয়া ফিক করিয়া একবার হাসিয়াই হাতখানা তাহার সরাইয়া লইল।

অমূল্য ভাবিল, হয়ত সে রাগ করিয়াছে, হয়ত তাহার হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া এমন করিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া থাকা উচিত হয় নাই। কিন্তু কি বলিয়া রাগ ভাঙ্গাইতে হয় অমূল্য তাহা জানে না। বোকার মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, বুকের ভিতর তাহার তখনও থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।

হঠাৎ কথা বলিয়া বিনু তাহাকে বাঁচাইল। বলিল, 'এবার বল ত' অমূল্য, কে বেশি ফর্সা ?'

অমূল্য হাসিল। বলিল, 'হাঁ, তোমার কথাই সত্যি।'

সুনন্দা কথা কহিল। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি সত্যি?'

অমূল্য দেখিল, তাহার যেমন হাসি, তেমনি কণ্ঠস্বর। এমনটি সে জীবনে কখনও দেখেও নাই, শুনেও নাই। সুনন্দা তাহার কাছে অপূর্ব্ব, অদ্ভুত।

তাহার সঙ্গে কথা কহিবার সুযোগ পাইয়া অমূল্য তাহার হাতে যেন স্বর্গ পাইল, কিন্তু কথা বলিতে গিয়া জড়িতকণ্ঠে সবই যেন আটকাইয়া যাইতে লাগিল। বলিল,—'বিনু বলছিল, তোমার চেয়ে সুন্দর নাকি এ বাড়ীতে কেউ নেই।'

এর প্রশংসাও মুখ দিয়া তাহার আর বাহির হইল না।

সুনন্দার মুখখানি সহসা যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। মুখ টিপিয়া ঈষৎ হাসিয়া আদর করিয়া বিনুর পিঠে এক চড় মারিয়া বলিল, 'যা।'

অমূল্য বলিল, 'মারলে কেন, ও ত' মিছে কথা বলেনি।'

'আপনিও কি তাই বলেন নাকি?'

একটা ঢোঁক গিলিয়া সলজ্জ সঙ্কোচে ঠোঁটের ফাঁকে ঈষৎ হাসিয়া অমূল্য বার একবার ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে, হাঁ সেও বলে।

এমন সময় সিঁড়ির উপর আবার পায়ের শব্দ।—সর্ব্বনাশ! অমূল্যকে এইবার পালাইতে হয়।

পায়ের শব্দ সিঁড়ির শেষ ধাপে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই অমূল্যকে তাহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেখান হইতে চলিয়া যাইতে হইল।

বেশি দূর সে তখনও যায় নাই, শুনিল, সরোজিনী জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'ও কে গেল রে?'

রিনু বলিল, 'অমূল্য।'

অমূল্যর বক্ষের স্পন্দন থামিতে অনেক দেরি হইল। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। এইবার আলো জ্বালিয়া তাহার পড়িবার সময়। চাকর তাহার দরজার সম্মুখে আলো দিয়া গেল। আলোটি তুলিয়া লইয়া সে পড়িতেও বসিল। কিন্তু পড়া তাহার মোটেই হইল না। বই খুলিয়া একটি লাইন সে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দশবার করিয়া পড়িতে লাগিল॥

বইএর পাতার উপর সুনন্দার মুখখানিই ক্রমাগত ভাসিয়া উঠিতে থাকে। ক্রমাগত তাহার মনে হয়, ভগবান্ বুঝি তাহার দুঃখের ভার লাঘব করিবার জন্যই সুনন্দাকে পাঠাইয়াছেন। এতদিন ধরিয়া মনে-মনে সে বুঝি তাহাকেই চাহিতেছিল।

সুনন্দা ব্রাহ্মণের মেয়ে কিনা, তাহার সঙ্গে বিবাহ তাহার হইতে পারে কিনা,—সে-সব প্রশ্ন মন হইতে সে বহুক্ষণ দূর করিয়া দিয়াছে। সুনন্দা যাই হোক্, তাহাকে তাহার ভাল লাগিয়াছে, সুতরাং সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া তাহাকে সে পাইবেই। অন্তত পাওয়া তাহার চাই।—সুনন্দা তাহাকে ভালবাসিবে, সেও সুনন্দাকে ভালবাসিবে,—বাস্, ওই পর্য্যন্তই। আর কিছুই সে ভাবিতে চায় না।

অমূল্য তখন সবেমাত্র কৈশোর অতিক্রম করিতেছে, সর্ব্বসম্ভব রূপকথার রাজ্যের স্বপ্ন তখনও তাহার মন হইতে নিঃশেষে মুছিয়া যায় নাই। এখন সে সুনন্দাকে লইয়া তাহার স্বপ্ন-স্বর্গ রচনা করিতে চায়। রূপকথায় রাজপুত্র পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া তেপান্তরের মাঠ ডিঙাইয়া সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া রাজকন্যাকে জয় করিয়া আনিয়াছিল, সে-কথা এখনও তাহার মনে আছে। অমূল্য চোখ বুজিয়া ভাবে, সে নিজেও যেন সেই রাজপুত্র, মাথায় তাহার সোনার উষ্ণীষ, পরিধানে

বহুমূল্য জরির পোষাক, পায়ে জরি-দেওয়া নাগ্‌রা জুতা, কটিবন্ধে কোষবদ্ধ তরবারি—রূপের জৌলসে যেন চারিদিক্ ঝল্‌মল্ করিতেছে। ঘোড়ায় চড়িয়া সে চলিয়াছে সুনন্দাকে জয় করিতে। আর সুনন্দা? অপরূপ রূপলাবণ্যবতী রাজকন্যা সুনন্দা, পুষ্পাভরণভূষিতা সুনন্দা,—হাতে তাহার চন্দনচর্চ্চিত ঘনসুগন্ধি পুষ্পমালা, রক্তিম ওষ্ঠপ্রান্তে সলজ্জ হাস্যরেখা,— মরালবিনন্দী গ্রীবা বাঁকাইয়া, রূপের ছটায় দশদিক্ আলো করিয়া তাহারই গলায় বরমাল্য পরাইবার জন্য অগ্রসর হইতেছে।—

তাহার পর?

তাহার পর অমূল্য তাহার দুই ব্যাকুল বাহু প্রসারিত করিয়া সেই সৌন্দর্য্য-প্রতিমাকে আলিঙ্গন করিয়া সাদরে সযত্নে তাহার ঘোড়ায় চড়াইয়া হাসিতে হাসিতে লইয়া চলিল।

গিরি-নদী-প্রান্তর ডিঙ্গাইয়া দ্রুতগামী অশ্ব মনের আনন্দে ছুটিয়া চলিয়াছে। চারিদিকে অনুকূল দখিনা বায়ু, মাথার উপর নির্ম্মেঘ নির্ম্মুক্ত নীলাকাশ, রজতধবল চন্দ্রালোকে দশদিক্ আচ্ছন্ন, কোথাও কোনও বাধা নাই, বিপত্তি নাই, পথপ্রান্তের মলিন ধূলিকণাও মনে হইতেছে যেন সুবর্ণরেণু, পুলকচঞ্চলা বাসন্তী ধরিত্রীর যেন নেশা ধরিয়াছে, অনাবিল জ্যোৎস্নার ধারা মনে হইতেছে যেন দেবতার আশীর্ব্বাদ, দুঃখ দুর্ভোগ বলিয়া এ পৃথিবীতে যেন কোন বস্তুই আজ পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয় নাই, চতুর্দ্দিকে আনন্দের স্রোত বহিতেছে আর সেই স্রোতের মাঝে গা ঢালিয়া দিয়া চলিয়াছে তাহারা দুই নবপরিণীত বর ও বধূ,—অমূল্য আর সুনন্দা!

খাবার দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ডাকিতে আসিল বিনু।

অমূল্য খপ্‌ করিয়া তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'সে কোথায়? তোমার সেই সুনন্দা?'

বিনু বলিল, 'ওপরে—মা'র কাছে।'

'হাঁরে তোর মা আমায় তখন কিছু বলছিল?'

বিনু জিজ্ঞাসা করিল, 'কখন?'

'যখন আমি চলে এলাম তোদের কাছ থেকে?'

ঘাড় নাড়িয়া বিনু বলিল, 'কই, না।'

অমূল্য যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ভাবিল সত্যই ত। ইহাতে আবার বলিবার কি আছে?

খাইতে গিয়া অমূল্য তাহার আর দেখা পাইল না। না পা'ক্; ভাবিল, এই বাড়ীরই মধ্যে যেখানে হোক সে আছে, সুযোগ পাইলেই তাহার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইবে।

অন্যদিন আহারাদির পর নিজের পড়িবার ঘরটিতে ফিরিয়া আসিয়া অমূল্য তাহার বিছানাটি পাতিয়া লইয়া শুইয়া পড়ে। সেদিন কিন্তু অত সকাল-সকাল তাহার চোখে ঘুম আসিল না। একবার ভাবিল, শুইয়া শুইয়া তাহারই কথা ভাবে, আবার ভাবিল না, শুইয়া কাজ নাই, তাহার চেয়ে বসিয়া বসিয়া সুনন্দার উদ্দেশ্যে একটি কবিতা লেখা বরং ঢের ভালো।

ভাবিবামাত্র অঙ্কের খাতার একটা সাদা পাতা উল্টাইয়া অমূল্য কবিতা লিখিতে বসিল।

অনেক কষ্টে অনেক ভাবিয়া দু' তিনটা লাইন কাটিয়া কাটিয়া লিখিল—

ওগো সুনন্দা ওগো সুনন্দা, ওগো ও নন্দরাণী!
তুমি ছাড়া মোর কেউ নাই আর—জানি আমি তাহা জানি।

এই দু'টি লাইন লিখিয়া মনে মনে বহুবার আবৃত্তি করিয়া আবার লিখিতে আরম্ভ করিল—

বিয়ে হবে যবে তোমার আমার
সে স্মুখের কথা নহে বলিবার
কত ভালবাসা জমা আছে বুকে
দেখাব তখন আমি।

নিজের লেখা কবিতা তাহার নিজের কাছেই অত্যন্ত ভাল লাগিল। ভাবিল, এইবার ওই ভাগীর মা আর সরোজিনীর কথা কিছু লেখা যাক্। লিখিল—

ওই যে দেখ্‌ছ বিমুর মা আর ভাগীর মা,
ওরা দু'জনেই আমাকে কখনও দেখতে পারে না।
বিমুর মায়ের নাম সরোজিনী,
ওকে আমি ভাল করেই চিনি।
আমরা দু'জনে সুখী হব ওরা চাইবে না কিছুতে।
দুদিন বাদেই দেখো, লাগবে আমাদের পিছুতে।
যদি বেশি কিছু করে বাড়াবাড়ি
তখন মোদের না হয় যেন ছাড়াছাড়ি।
দু'জনাতে তখন আমরা পালাব বরং সটান্।
চীন কিম্বা জাপান—নেপাল কিম্বা ভোটান্॥

এইটুকু লিখিতেই অনেক রাত্রি হইয়া গেল। উপরের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিল। এত রাত্রি সে পরীক্ষার পড়া পড়িবার সময়েও জাগে নাই। কিন্তু আজ সে ইচ্ছা করিলে সমস্ত রাত্রিই এমনি জাগিয়া কবিতা লিখিয়া কাটাইয়া দিতে পারে। খোলা জানালায়

বাহিরে জ্যোৎস্নার আলো। রাস্তায় লোক চলাচল বহুক্ষণ বন্ধ হইয়াছে। চারিদিক্ নিস্তব্ধ।—আচ্ছা, এমনও ত' হইতে পারে, এই সময় বাড়ীর সকলেই ঘুমাইয়াছে, সুনন্দা ধীরে-ধীরে জাগিয়া উঠিল, তাহার পর পা টিপিয়া টিপিয়া সিঁড়ি ধরিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে তাহার ঘরে আসিয়া ঢুকিল। পিছন ফিরিয়া সে নিজে বসিয়া বসিয়া কবিতা লিখিতেছে, সুনন্দা হয়ত' ঠিক তাহার পিছনে কখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা সে জানিতেও পারে নাই! হঠাৎ তাহার দুই চোখের উপর দুইটি নরম হাতের কচি কচি আঙুলের স্পর্শ পাইতেই সে চমকিয়া বলিয়া উঠিল,—'কে?'

সুনন্দা সাড়া দিল না।

অমূল্য বলিল, 'কথা না কইলেও তোমায় আমি চিনতে পারি।'

বলিয়াই সে হাত বাড়াইয়া সুনন্দার হাতে ধরিয়া একরকম জোর করিয়াই তাহাকে তাহার সুমুখে টানিয়া আনিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। সুনন্দাও খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, 'যাঃও!'

অমূল্যর বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল। কল্পনায় যাহাকে এত ভাল লাগে, বাস্তবে না জানি তাহাকে আরও কত ভালই না লাগিবে! একবার সে এদিক্-ওদিক্ তাকাইয়া দেখিল। দেখিল, কেহ কোথাও নাই।

আলো নিবাইয়া দিয়া সে শুইয়া পড়িল এবং সেই নির্ব্বাপিত-দীপ অন্ধকার গৃহের নির্জ্জনতায় সুনন্দাকে তাহার মনের মত করিয়া ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ কোন্ সময় সে ঘুমাইয়া গেল তাহা বুঝিতেও পারিল না।

৩

একে পশ্চিমের শহর, তাহার উপর জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি, তখনও বৃষ্টির নামগন্ধ নাই, ভয়ানক গরম পড়িয়াছে। রোজ দু'বেলা স্নান করিতে হয়।

সেদিন সন্ধ্যায় গিন্নি-মার স্নান শেষ হইলে সুনন্দা স্নান করিতে যাইতেছিল, সরোজিনী ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় যাস্?'

হেঁটমুখে সুনন্দা কহিল, 'গা ধুয়ে আসি। বড্ডো গরম।'

সরোজিনীর হঠাৎ কি যেন মনে হইতেই বলিল, 'তোর সাবান আছে ত?'

সুনন্দা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না।'

সরোজিনী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, আমাব কেমন আক্কেল দ্যাখ্। সাবান তোকে না দিলে তুই পাবি কোথায়? অথচ জিজ্ঞেস্ করছি সাবান তোর আছে কি না!—আয়, শোন্!'

এই বলিয়া সরোজিনী তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া ঘরের ভিতর ছোট একটা হাত-বাক্স খুলিয়া আনা-চারেক পয়সা বাহির করিলথ বলিল, 'নে, ধর্।'

পয়সাগুলি হাতে লইয়া সুনন্দা জিজ্ঞাসা করিল, 'কি করব? নিজে বাজারে গিয়ে নিয়ে আসব?'

সরোজিনী বলিল, হ্যাঁ, তা আবার যাবি না! কেন, একা তোকে কেনোদিন আমি বাজারে যেতে দিয়েছি যে যাবি?'

সুনন্দা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সরোজিনী তাহার মুখের

পানে 'অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকাইয়া ঈষৎ হাসিয়া চোখ টিপিয়া কি যেন বুঝাইয়া দিল।

তাহার পর বলিল, 'নীচে গিয়ে ছাখ্—অমূল্য কোথায়। পয়সাগুলি অমূল্যর হাতে দিয়ে বল্—ভাল দেখে একটি সাবান এক্ষুণি সে কিনে এনে দিক্। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নিয়ে আসবি,—বুঝলি ? আমার নাম করিসনে, চুপি চুপি, বুঝলি, নইলে এক্ষুণি হয়ত' সব ঝি-চাকরই বলবে—দাও, আমাদের সবাইকেই একখানা করে' সাবান দাও।'

সুনন্দা ধীরে-ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

ঘরে তখনও আলো জ্বালা হয় নাই, দিনের আলো তখন নিবিয়া আসিয়াছে এবং সেই প্রায়ান্ধকার ঘরে একাকী বসিয়া বসিয়া ঘাড় নীচু করিয়া অতিকষ্টে একটি পেন্সিল লইয়া একাগ্রমনে অমূল্য তাহার অসমাপ্ত কবিতাটি শেষ করিতেছিল। পা টিপিয়া টিপিয়া অতি সন্তর্পণে অত্যন্ত সাবধানে সুনন্দা কখন যে তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা সে টেরও পায় নাই। হঠাৎ পেন্সিলটা ফস্ করিয়া হাত হইতে কাড়িয়া লইতেই অমূল্য চমকিয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইতেই 'দেখে, সুনন্দা! হাসিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'তুমি ?'

সুনন্দা ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল। সেই পুষ্পদল-কোমলা সুনন্দা, সেই মুখ, সেই হাসি ? একাকিনী সে তাহার এত কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে! অথচ কেমন করিয়া কি যে বলিতে হয়, মানুষে কেমন করিয়া প্রেম নিবেদন করে কিছুই সে জানে না। তাহার মনের কথা সুনন্দাকে জানাইবার ইহাই উপযুক্ত সময়। অমূল্যর

বুকের ভিতরটা তোলপাড় করিতে লাগিল, আনন্দে তাহার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, কিন্তু কোনও কথাই সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না, মাত্র তাহার কম্পিত হস্তখানি প্রসারিত করিয়া সুনন্দার হাত হইতে পেন্সিলটি লইতে গিয়া হাতে হাতে একবার ঠেকাঠেকি হইয়া গেল। তাহাকেই তাহার চরম পুরস্কার ভাবিয়া, এই স্পর্শের আনন্দটুকু লইয়াই অমূল্যর কিশোর মন হয়ত' সেদিনের মত সন্তুষ্ট থাকিতে পারিত, কিন্তু সুনন্দা সেদিন নিজে তাহাকে তাহার চেয়ে অনেক বেশিই দিল।

অমূল্যর একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহার সেই হাতের মুঠির মধ্যে পয়সা চার-আনা গুঁজিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, 'ধরো।'

অমূল্য অবাক্ হইয়া গিয়া একবার তাহার মুখেব পানে তাকাইল। বলিল, 'কেন? কি হবে এতে?'

আবার হাসিয়া সুনন্দা তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি-চুপি বলিল, 'তোমায় ভালবাসি কিনা, তাই তোমায় দিলাম।'

কথাটা বলিতে গিয়া লজ্জায় সে রাঙা হইয়াও উঠিল না, মুহূর্তের জন্য এতটুকু দ্বিধা-সঙ্কোচও দেখা গেল না, বরং দেখা গেল ঠিক তাহার বিপরীত। কথাটা এমন কিছু হাসির কথা নয়, অথচ মুখে কোনোরূপ শব্দ না করিয়া হাসিতে হাসিতে সুনন্দা একেবারে অমূল্যর গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িল এবং দুই হাত দিয়া অমূল্যর দুইটি হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'বিশ্বাস হলো না? আচ্ছা বেশ, তবে ওই পয়সা দিয়ে বাজার থেকে আমার জন্যে ভাল একটি সাবান এনে দাও।'

'তাই বল।' বলিয়া অমূল্য তৎক্ষণাৎ বাজারে যাইবার জন্ত দরজার কাছে আগাইয়া গিয়া পিছন ফিরিয়া বলিল, 'কিন্তু তুমি এইখানে দাঁড়াও, আমি যাব আর আসব।'

সুনন্দা বলিল, 'বেশ।' বলিয়া সে হাতছানি দিয়া তাহাকে আবার তাহার কাছে ডাকিয়া চুপি চুপি শিখাইয়া দিল, 'একথা কাউকে বলো না যেন, আমি লুকিয়ে তোমায়—'

'জানি।' বলিয়া বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িয়া অমূল্য চলিযা গেল।

৪

আশ্চর্য্য ? সুনন্দা যে এমন করিয়া এত সহজে তাহাকে ধরা দিবে অমূল্য তাহা ভাবে নাই। নিশ্চয়ই সে তাহার মনের কথা টের পাইয়াছে এবং মেয়েরা বোধ হয় তাহা অতি সহজেই পায়। তাহা ছাড়া সে নিজে তাহাকে ভালবাসে। ভালবাসাব কথা নাকি কাহাকেও কোনোদিন বুঝাইয়া বলিতে হয় না।

অমূল্যর চোখের সুমুখে সমস্ত পৃথিবী যেন রঙিন হইয়া উঠিয়াছে। রাস্তা দিয়া লোকজন পার হইয়া যায়,—তাহাদের প্রত্যেককেই তাহার ভাল লাগে। লাল-কুঠির পাশের বাড়ীতে বিদেশী একজন ফটোগ্রাফাব আসিয়াছে। রোজ সন্ধ্যায় ভদ্রলোক তাঁহার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া পায়ে হাঁটিয়া বেড়াইতে বাহির হ'ন। রাস্তার ধারে রেলিং-দেওয়া বারান্দায় দাঁড়াইয়া অমূল্য রোজ তাহা দেখে। দেখিয়া তাহার এত ভাল লাগে যে, এক একদিন এই দুই দম্পতির উদ্দেশে কাঠের রেলিংএ মাথা ঠেকাইয়া মনে মনে সে প্রণাম করে। প্রত্যহ প্রভাতে দেখে, অন্ধ এক বৃদ্ধা ভিখারিণী ভিক্ষা চাহিয়া চাহিয়া পথের উপর দিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া পার হইয়া যায়। এতদিন সেদিক্ পানে সে লক্ষ্যই কবিত না, আজকাল তাহারই সেই কাতর ক্রন্দনের শব্দে তাহাব ঘুম ভাঙে, বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে থাকে, অথচ তাহাকে দিবার মত কোনও সম্পদই তাহার নাই। ভাবে, এই যে তাহার মাতামহ রায়-বাহাদুর, শহরের উপব এত বড় লালকুঠি বানাইয়া সুখে

স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছেন, তাঁহার কানে নিশ্চয়ই এই অসহায়া ভিখারিণীর কান্নার শব্দ গিয়া পৌঁছে, তাঁহার স্ত্রী—এ-বাড়ীর গিন্নি-মা সরোজিনীও তাহা শুনিতে পায়, ইচ্ছা করিলে তাহারা এ দুঃখিনীর দুঃখ এক মুহূর্ত্তেই ঘুচাইয়া দিতে পারে, কিন্তু তাহা দেয় না কেন ?

এ-বাড়ীর ছেলে-মেয়ে-গুলার মধ্যে এক বিনু ছাড়া আর কেহই তাহাকে দেখিতে পারে না। মণি, টুণি ও খোকাবাবুর অহঙ্কার দেখিলে আগে তাহার কেমন যেন রাগ হইত, আজকাল আর তাহা হয় না। এমন-কি যে ভাগীর-মাকে আগে সে মোটেই সহ্য করিতে পারিত না, এখন যেন তাহাকেও সহ্য হয়। আহা বেচারী, পেটের দায়ে পরের বাড়ী চাকরী করিতে আসিয়াছে, গিন্নির মন না জোগাইলে তাহার আর উপায় নাই।

সরোজিনী তাহার কথায়-বার্ত্তায় আচারে ব্যবহারে অমূল্যকে প্রায়ই বুঝাইয়া দিত যে, এ-সংসারে নিতান্ত কৃপা করিয়াই তাহাকে রাখা হইয়াছে, মেয়ের ছেলেকে এত আদর-যত্ন করিয়া কেহ কোথাও রাখে না, সুতরাং থাকিতে যদি তাহাকে একান্তই হয় ত' এমনি অবজ্ঞাত অবহেলিত হইয়া নিতান্ত একটি উদ্বৃত্ত প্রাণীর মত বোঝা হইয়াই থাকিতে হইবে। সে কথা বলা যে তাহার বন্ধ হইয়াছে তাহা নয়, এখনও বলে। কিন্তু এই সব শুনিয়া আগে এক-একদিন অমূল্য সারাদিন ঘুমাইতে পারে নাই, বিছানার উপর পড়িয়া ছটফট করিয়াছে আর ভাবিয়াছে—মামার মত এ-বাড়ী ছাড়িয়া কোনও দূর বিদেশে সেও পালাইয়া যায়, কিম্বা বুকে ছুরি বসাইয়া আত্মহত্যা করে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুই সে করিতে পারে না।

এখন মনে হয়, না করিয়া সে ভালই করিয়াছে। সুনন্দার সঙ্গে দেখা তাহা হইলে তাহার হইত না।—সুনন্দার মত মেয়ে যাহাকে ভালবাসে, তাহার আবার দুঃখ কিসের? দুঃখের দিনে সুনন্দাকে যদি সে তাহার কাছে পায়, যদি তাহার বুকে মাথা রাখিয়া একটি মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার সেই সুন্দর মুখখানির পানে তাকাইয়া থাকে, তাহার দুঃখে এতটুকু সহানুভূতি যদি সে জানায়, তাহা হইলে মানুষের দেওয়াই হোক্ আর বিধাতার দেওয়াই হোক্, নিষ্ঠুরতম দুঃখবেদনাকেও সে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারে।

সন্ধ্যায় এক-একদিন তাহার পড়িবার ঘরে হাস্তাধরা সুনন্দা হেলিতে দুলিতে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। ভয়ে-ডরে অমূল্য তাহার হাতের ইসারা করিয়া ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিতে বলে। সুনন্দা বলে, 'থাক্, তোমার ভয় কি?'

অমূল্য উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিজেই দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া বলে, 'আমার এখানে চব্বিশ ঘণ্টাই ভয় করে নন্দ! কেউ যদি দেখে ত' কিছু বাকি রাখবে না।'

সুনন্দা বলে, 'তুমি ভারি বোকা কিন্তু।'

বলিয়া সে বন্ধ দরজা আবার তাহার নিজের হাতে খুলিয়া দেয়। অমূল্যর হাতখানা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া চুপি চুপি বলে, 'বন্ধ থাকলেই লোকে যা তা বলবার সুবিধে পাবে। তার চেয়ে খোলাই থাক্।

নিজের ভুল এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়া অমূল্য তাহার মুখের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া বলে, 'তোমায় ভালবাসলে মানুষ সত্যিই হয়ত' বোকা হয়ে যায়।'

সুনন্দা বলে, 'যাঃও। চব্বিশ ঘণ্টা ভালবাসা আর ভালবাসা। ভাল লাগে না, আমি চললাম।'

অমূল্য খপ্ করিয়া তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরে। চোখে তাহার সকাতর মিনতির চিহ্ন সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া ওঠে।

সুনন্দা হাসিয়া বলে, 'ভয় নেই গো, যাব না।'

অমূল্য বলে, 'যেতে দিলেই ত!'

সুনন্দা কিয়ৎক্ষণ অমূল্যর বইগুলা নাড়াচাড়া করিয়া মুখ তুলিয়া তাকাইতেই দেখে, অমূল্যর প্রেমার্ত্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি তাহারই মুখের উপর স্থির নিবদ্ধ। ঈষৎ হাসিয়া বলে, 'অমন করে' কি দেখছ?'

জবাব দিতে গিয়া অমূল্যব গলার আওয়াজ যেন বন্ধ হইয়া আসে! বলে, 'তোমায়।'

'দেখে কি হবে? আমি ত' এবাড়ীব ঝি।'

একটা ঢোঁক গিলিয়া অমূল্য বলে, 'তা হোক্।'

বলিয়াই সে সাহস করিয়া সুনন্দার একখানি হাত নিজের কোলেব কাছে টানিয়া আনিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিয়া বসে, 'তুমি যে আমার কি, তা তুমি জানো না সুনন্দা, জানলে আর এ-কথা……'

কথাটা সে শেষ করিতে পাবে না। সুনন্দা বলে, 'জানি। কিন্তু কি হবে ভালবেসে?'

ভালবাসিয়া কি যে হইবে, কেন সে তাহাকে এত ভালবাসিয়াছে, —এ-সব প্রশ্নের জবাব সে নিজেও খুঁজিয়া পায় না। ভালবাসিয়াই তাহার সুখ—এইটুকুমাত্র সে জানে। তাহারই মত সুনন্দাও তাহাকে ভালবাসুক।—বাস্, আর কিছুই না।

সুনন্দা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করে, 'আমাদের বিয়ে হবে?'

ঘাড় নাড়িয়া অমূল্য বলে, 'হ্যাঁ। কেন হবে না?'

'হ্যাঁ, না হ'লেই নয়! তুমি কি ক্ষেপেছ নাকি? ঘাড়ে ধরে' বাড়ী থেকে বের করে' দেবে না?'

লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল, অমূল্যর চোখ দুইটি চিক্ চিক্ করিতেছে। কথা বলিতে গিয়া গাল দুইটা তাহার লাল হইয়া উঠিল। বলিল, 'তুমি ত' সবই বুঝতে পার সুনন্দা! আমার বাড়ী কোথায় যে, তার জন্যে আমি দুঃখু করব!'

এই বলিয়া একটা ঢোঁক গিলিয়া সুনন্দার হাতখানি সে আরও জোরে চাপিয়া ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিল, 'তুমি যদি আমায় ভাল না বাসো সুনন্দা, তাহ'লে আমি মরব এই ঠিক করেছি। মরা ত' খুব সহজ! কেমন করে' মরব আগে আমি তা ঠিক বুঝতে পারতাম না, এখন তা ঠিক হয়ে গেছে। সন্ধ্যেবেলা ষ্টেশনে যাব বেড়াতে, ডাক-গাড়ীটা এখানে দাঁড়ায় না, খুব জোরে পেরিয়ে যায়; যেই দেখব গাড়ী আসছে আর অমনি গিয়ে লাইনের ওপর শুয়ে পড়ব। বাস্, দেখতে না দেখতে—'

সুনন্দা চমকিয়া উঠিল।—'ছি! না—তুমি, ছি, ও কি কথা?'

অমূল্যর চোখ দুইটা এইবার জলে ভরিয়া আসিয়াছিল। বলিল, 'কি সুখে বাঁচব সুনন্দা, বলতে পার?'

বলিয়াই চট্ করিয়া সে তাহার চোখ দুইটা মুছিয়া লইয়া খুব খানিকটা চেষ্টা করিয়া নিজেকে দমন করিল। বলিল, 'তার চেয়ে আমি কি ভেবেছি জানো সুনন্দা? আমি খুব মন দিয়ে পড়ছি, এই বছরই ত' এখান থেকে পাশ করব, তারপর চল—আমরা দু'জনে পালাই। পালিয়ে গিয়ে তোমায় বিয়ে করি, বিয়ে

করে' যেমন করে' পারি······মাটি কেটে হোক্, কুলির কাজ করে, হোক্—'

—'কে মাটি কাটছিস্ রে ?'

কণ্ঠস্বর সরোজিনীর !

অমূল্য শিহরিয়া উঠিল।

সলজ্জ একটুখানি হাসিয়া সুনন্দা উঠিয়া দাঁড়াইল। এবং হাসিতে হাসিতে আগাইয়া গিয়া ধীর নম্র কণ্ঠে কহিল, 'অমূল্যবাবুর কাছে ইংরেজি শিখছিলাম মা।'

শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে সরোজিনী বলিল, 'বাংলা পড়া বুঝি তোর শেষ হয়ে গেছে, এবার ইংরেজি শিখলেই হয় !'

বলিয়া দরজার কাছে একবার মুখ বাড়াইয়াই আবাব তৎক্ষণাৎ সে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

যাইবার সময় দরজার কাছে চট্ করিয়া একবার পিছন ফিরিয়া চোখ টিপিয়া ঈষৎ হাসিয়া অমূল্যকে সুনন্দা জানাইয়া গেল যে, সেও যাইতেছে।

৫

গ্রীষ্মের ছুটি। অমূল্যকে এখন আর ইস্কুলে যাইতে হয় না। ধরিতে গেলে একরকম সারাদিনই সে বাড়ীতে বসিয়া থাকে। আগে সে তাহার সহপাঠী কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ইস্কুলে ছুটির পর বৈকালে প্রায় প্রত্যহই বেড়াইতে বাহির হইত। আজকাল বন্ধুরা মাঝে-মাঝে তাহাকে ডাকিতে আসিয়া ফিরিয়া যায়। অমূল্য কোনদিন বলে, কাজ আছে। কোনদিন বলে, শরীর খারাপ।

পড়াশুনাও তাহার একরকম বন্ধ বলিলেই হয়। হঠাৎ এক-এক সময় যখন মনে হয়, তাহাকে এবৎসর পরীক্ষা দিতে হইবে এবং ম্যাটি-কুলেশন পরীক্ষাটা অন্তত পাশ না করিতে পারিলে আজকালকার বাজারে একটা লোক চাকুরি করিয়া দু'জনের খাওয়া-পরার সংস্থান করিতে পারে না, তখন একবার সংস্কৃত-সাহিত্যের বইখানি খুলিয়া পড়িতে বসে। আর সব বিষয়ে ফেল্‌ সে কিছুতেই করিবে না, শুধু এই সংস্কৃতটার জন্যই যা ভয়!

যাই হোক্‌, পড়াশুনায় সে চিরকালই ভালো, মনে-মনে ভরসা আছে—পাশ সে করিবেই। এবং পাশ করিবার পর—আপন মনেই সে ভাবিতে থাকে, সুনন্দাকে লইয়া কেমন করিয়া কি অবস্থায় কোথায় গিয়া উঠিবে! রায় বাহাদুরের সঙ্গে বাল্যকালে সে বার-দুই কলিকাতায় গিয়াছিল। প্রকাণ্ড শহর,—চারিদিকে অসংখ্য নরনারীর ভিড়! দুজন লোককে সহজে সেখান হইতে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। সুতরাং

যাইতে হয় ত' প্রথমে সেইখানেই যাওয়া তাহাদের উচিত।—সুনন্দার হাতে আছে কয়েকগাছা সোনার চুড়ি, গলায় আছে একছড়া সোনার হার। চাকরি যতদিন সে না পায়, উহাই বন্ধক দিয়া চালাইবে, তাহার পর চাকরি জোগাড় করিয়া আবার তাহা ছাড়াইয়া দিবে।

এক-একদিন বসিয়া বসিয়া সে তাহার ভবিষ্যৎ সংসারের ছবি আঁকে। সুনন্দার আদরে যত্নে স্নেহে সোহাগে দিন তাহার মন্দ কাটিবে না। পাড়া-পড়শী যে তাহাদের দেখিতে আসিবে—দেখিয়া হিংসা হইবে। সুনন্দার মত সুন্দরী মেয়ে জীবনে হয়ত তাহারা খুব কমই দেখিয়াছে; তাহাদের দু'জনকে মানাইবেও চমৎকার!

সেদিন বৈকালে অমূল্যকে তাহার সহপাঠী এক বন্ধু ডাকিতে আসিল। অমূল্য তখন সুনন্দার আগমন-প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া বসিয়া আছে। বলিল, 'আজ আর যাব না ধীরু, কাল যাব।'

ধীরু বলিল, 'জানি তুই যাবিনে, তবু একবার এইদিক্ দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম ডেকেই যাই।'

বলিয়াই সে তাহার কাছ ঘেঁসিয়া একটুখানি সরিয়া বসিল। বসিয়া বলিল, 'আচ্ছা, কেন তুই আজকাল আর বেরোস্‌নে অমূল্য? আমায় বল্‌বিনে? অবিনাশ কি বল্‌ছিল জানিস্?'

অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল, 'কি বল্‌ছিল?'

ধীরু একটুখানি হাসিয়া বলিল, 'তুই নাকি একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছিস্?'

অবিনাশ তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু। সেদিন সে সুনন্দার কথাটা তাহাকে বলিয়াছে সত্য, কিন্তু এমন করিয়া এখন হইতে ইহা প্রচারিত হওয়া উচিত নয়। হাসিয়া বলিল, 'ধেৎ!'

ধীরু বলিল, 'বেশত', তাতে দোষ কি? Love is Heaven, Heaven is Love!

ঠিক কথা! Love is Heaven! ধীরু ঠিকই বলিয়াছে! সুতরাং তাহার কাছে গোপন করিয়া লাভ নাই। গোপন সে করে শুধু এইজন্য যে, সকলে ইহার মাধুর্য্যটা ঠিক ধরিতে পারে না, হয়ত' হাসিয়াই উড়াইয়া দেয়, কিম্বা এমন পবিত্র বস্তুর এমন একটা বিশ্রী মানে করিয়া বসে যাহা শুনিলে রাগ হয়। তাহা না হইলে আর বলিতে দোষ কি? এক-একদিন এমনও তাহার মনে হইয়াছে যে, বন্ধুবান্ধবকে ডাকিয়া সুনন্দাকে দেখায়। দেখায়—সে কত বড় সম্পদ্ লাভ করিয়াছে!

অমূল্য চুপি-চুপি বলিল, 'দেখ্‌বি? দেখ্‌বি তাকে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখা না ভাই, একবার দেখেই যাই। আমি কাউকে বলব না, মাইরি বল্‌ছি।' বলিয়া সে ভাল করিয়া চাপিয়া বসিল।

অমূল্য বলিল, 'দাঁড়া সে এক্ষুণি আসবে। ততক্ষণ আমি কেমন পদ্য লিখেছি ছাখ।'

বলিয়া অমূল্য তাহার অঙ্কের খাতাটি বাহির করিয়া সুনন্দার উদ্দেশে যে-কয়টি কবিতা লিখিয়াছে তাহাই তাহাকে শুনাইতে বসিল।

কবিতা শোনানো তখনও শেষ হয় নাই, এমন সময় বিনু আসিয়া বলিল,

'মা তোমায় ডাকছে অমূল্য!'

অমূল্য বলিল, 'বিনু, শোন্!'

বিনু তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, 'হাঁরে, সুনন্দা কোথায়?'

'ঘর ঝাঁট দিচ্ছে।'

অমূল্য বলিল, 'তাহ'লে আজ আর হ'লো না ধীরু, কাল একবার আসিস্ যেন।'

ধীরুকে বিদায় দিয়া অমূল্য উপরে উঠিয়া গেল।

রায়-বাহাদুর বসিয়া বসিয়া কি যেন লিখিতেছিলেন, আর সরোজিনী তাঁহার কাছেই একটা বালিসে মাথা দিয়া গড়াগড়ি দিতেছিল।

অমূল্যকে দেখিবামাত্র সরোজিনী বলিল, 'একটা সাবান এনে দে না ভাই!'

অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল, 'বাজার থেকে? কিনে?'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, কিনে নয় ত' কি চুরি করে'? সুনন্দাকে সাবানটা কি তুই চুরি করে' এনে দিয়েছিস্?'

অমূল্য কেমন যেন একটুখানি অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। সাবানের কথা কাহাকেও বলিতে সুনন্দা বারণ করিয়াছে, সরোজিনীকেও নিশ্চয়ই সে বলে নাই, ইহা তাহার ধাপ্পাবাজি। এমন মিথ্যা কথা সরোজিনীকে সে বহুবার বলিতে শুনিয়াছে।

অমূল্যকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া সরোজিনী বলিল, 'চুপ করে' রইলি যে বড়? সাবান এনে তুই সুনন্দাকে দিস্‌নি?'

সুনন্দাকে বাঁচাইবার জন্যই অমূল্য হয়ত' মিথ্যা বলিল। ঘাড় নাড়িয়া বলিল—'কই, না।'

সরোজিনী তৎক্ষণাৎ হাত নাড়িয়া বলিল, 'যা তুই যা তাহ'লে। সাবান আমার কাল এনে দিস্।'

সুনন্দাকে এই সময় একবার সাবধান করিয়া দিলে ভাল

হয়—ভাবিয়া সে সুনন্দার সঙ্গে একবার দেখা করিবার জন্যই বোধকরি এদিক-ওদিক তাকাইতে তাকাইতে অগ্রসর হইতেছিল। পিছন ফিরিতেই দেখিল, সরোজিনী তাহার পিছু পিছু সেখান হইতে উঠিয়া দরজার কাছে অসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং নিরুপায়। ম্লানমুখে চোরের মত ধীরে-ধীরে অমূল্য নীচে নামিয়া গেল।

সরোজিনী ডাকিল, 'বিনু!'

বিনু তাহার কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। বলিল, 'ডাক্ ত' মা সুনন্দাকে, বল্—তোর সাবানটা হাতে নিয়ে আয়।'

সাবান হাতে লইয়াই সুনন্দা আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'কি হবে সাবান?'

বাবুকে শুনাইয়া শুনাইয়া সরোজিনী বলিল, 'তোর মাথা হবে হতভাগী।'

সুনন্দা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সরোজিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'এ সাবান তোকে কে এনে দিয়েছে বাজার থেকে?'

সুনন্দা বলিল, 'অমূল্যবাবু।'

'আর কিছু জিজ্ঞেস্ করিনি। যা।' বলিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া সরোজিনী হেলিতে দুলিতে রায়-বাহাদুরের কাছে গিয়া থপাস্ করিয়া বসিল। বলিল, 'শুনলে?'

লিখিবার নামে এতক্ষণ তিনি সবই শুনিতেছিলেন। নাকের চশমাটা এইবার কপালে তুলিয়া সরোজিনীকে তারিফ করিয়া বলিলেন, 'ধরেছ ত' ঠিক!'

সরোজিনী বলিল, 'আমি ত' আর তোমার মত চোক-কান

বন্ধ করে' টাকা টাকা করে' মরি না। সংসারে আমায় অনেক-কিছু দেখতে হয়।'

রায়-বাহাদুর কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া কি যেন ভাবিয়া বলিলেন, 'তাহ'লে এখন উপায় ? ছেলেটার বিয়ে দিয়ে দেওয়া উচিত। কি বল ?'

সরোজিনী বলিল, 'কেন, সেকথা ত' অনেকদিন আগেই বলেছিলাম! গরীবের কথা বাসি না হ'লে মিষ্টি লাগে না।'

রায়-বাহাদুর বলিলেন, 'সেই চাঁপুইএর বাবুদের বাড়ীর মেয়েটি ত ? আরে দূর! সে ত' শুনলাম—মেয়েটি নাকি দেখতে খারাপ, তাছাড়া—'

বলিয়াই তিনি চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন!

সরোজিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'তাছাড়া কি ?'

বলিবার ইচ্ছা রায়-বাহাদুরের ছিল না, তবু তাঁহাকে বলিতেই হইল বলিলেন. তাছাড়া শুনলাম নাকি মেয়েটির মা নেই, বাপ. আবার বিয়ে করেছে......'

এ-কথা যে তিনি উত্থাপন করিবেন সরোজিনী তাহা জানে। বিস্মিত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'তা শ্বশুর আবার বিয়ে করেছে ত' হয়েছে কি ? শাশুড়ী নিয়ে ত' আর কথা নয়, কথা হচ্ছে বৌ নিয়ে।'

রায়-বাহাদুর তাঁহার কপাল হইতে চশমাটা খুলিয়া নীচে নামাইয়া রাখিলেন। বলিলেন, 'তা ঠিকই বলেছ। কিন্তু অমূল্যর নিজেরও মা নেই, শেষে শ্বশুরবাড়ী গিয়েও যদি শাশুড়ীর আদর-যত্ন না পায়···· .'

'কেন, সৎ-শাশুড়ী বুঝি আদর-যত্ন করে না ? আমি বুঝি তোমার পাঁচুর বৌকে ধরে' ধরে' ঠ্যাঙাব!'

রায়-বাহাদুর বলিলেন, 'আরে তোমার কথা ছেড়ে দাও! তোমার মত মেয়ে ক'টা আছে?'

গর্ব্বে-অহঙ্কারে সরোজিনীর মুখ দিয়া কিয়ৎক্ষণ কথা বাহির হইলনা। পরে বলিল, 'তবে মেয়ে হয়ত পরমা সুন্দরী নাও হ'তে পারে!—কেন, তোমার মনে নেই? সেই ত' ঘট্‌কী-মেয়েটি তোমার কাছেই বললে গো! বললে, গেরস্তঘরের উপযুগী বৌ; তার ওপর বড়লোকের মেয়ে। দ্যাখো তুমি, আমার কথা শোনো! সুন্দরী বৌ একটি ওর গলায় তুমি ঝুলিয়ে দিয়ো না, বেচারার দুঃখু-কষ্টের আর সীমে থাকবে না তাহ'লে। চিরজীবন সেই বৌ নিয়ে পুড়বে আর তোমায় গাল দেবে।'

রায়-বাহাদুর ঘাড় নাড়িলেন। বলিলেন, 'হাঁ, সে কথা সত্যি।'

সরোজিনী আবার বলিল, 'আর এক কথা। তোমার কাছে রয়েছে তোমার নাতি, তাই না অত বড় লোকের বাড়ী থেকে সম্বন্ধ এলো! নইলে অমূল্যর সঙ্গে বিয়ের কথা ওরা তুলতো কি?'

চাঁপুইএর বাবুরা বড়লোক সেকথা সত্য, তাহাদের বাড়ী অমূল্যর বিবাহ হওয়া সত্যই সৌভাগ্যের কথা।

'তাছাড়া—' সরোজিনী বলিল, 'আমরা চোখ বুজলে অমূল্যর তাহ'লেও দেখবার-শোনবার লোক থাকবে। ওখানে বিয়ে হ'লে বেচারার যাহোক্ একটা ছিল্লে হয়ে যাবে।'

অমূল্যর ভবিষ্যৎ রায়-বাহাদুর নিজেও হয়ত এমন করিয়া ভাবিয়া দেখেন নাই। হাসিয়া বলিলেন, 'না, তোমার বুদ্ধি আছে। বিয়ে আমি ওর ওইখানেই দেবো। শাশুড়ী সৎ হ'তে পারে, শ্বশুর ত' আর সৎ নয়! আর সুন্দরী বৌএর কথা ঠিকই বলেছ তুমি। তোমাদের সেই কামাখ্যাবাবুর মেয়েটার কথা মনে আছে?'

সরোজিনী বলিল, 'হ্যাঁ, ওই ত' সুন্দরী! শেষ পর্য্যন্ত বাপ-মা'র মুখ পুড়িয়ে কুলে কালি দিয়ে বেরিয়ে গেল। আর আমাদের এই সুনন্দারই স্থান না!'

সুনন্দার নাম করিতেই রায়-বাহাদুর একটুখানি বিচলিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'বিয়ে কিন্তু এই আসছে মাসেই......নইলে কখন কি করে' বসে......কিন্তু হ্যাঁ, চাঁপুইএর বাবুদের বাড়ী আমি ত' আর নিজে লোক পাঠাতে পারি না, তোমার সেই ঘটকী মেয়েটির সন্ধান তাহ'লে—'

সরোজিনী বলিল, 'সে আমার জানা লোক। আজই তাকে আমি আনতে পাঠাচ্ছি।'

৬

মেয়েটিকে আনিতে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। আনিবার জন্য লোক পাঠাইবার মত দূরে সে থাকে না। লাল-কুঠির খান দুই-তিন বাড়ীর পরেই সরকারী হাসপাতালের ডাক্তারের বাসা। সেই বাসাতেই সে রান্না করে। নাম ক্ষ্যান্তবালা। ক্ষেন্তিবামনী বলিলেই সারা শহরের লোক তাহাকে চিনিতে পারে।

শহরের এমন বাড়ী নাই যে-বাড়ীতে সে যায় না। লাল-কুঠিতে সে আগে খুব ঘন-ঘনই আসিত, আজকাল দু'চারদিন পরে-পরে হঠাৎ হয়ত' এক-আধদিন তাহার আবির্ভাব হয়। মেয়েটাকে সরোজিনীর মন্দ লাগে না। মস্ত লম্বা পাৎলা ছিপ্‌ছিপে মেয়েটি, মুখ-চোখের গড়ন বড় চমৎকার, ফর্সা গায়ের রং, বয়স এখন প্রায় তিরিশের ওপর। এককালে সে পরমা সুন্দরী ছিল তাহা দেখিলেই বুঝা যায়। বলে, 'বড়লোকের মেয়ে ছিলুম মা, আমার কি আর এই দশা হবার কথা!'

বলিয়াই একটুখানি থামিয়া হাত দিয়া নিজের কপালটি দেখাইয়া দিয়া বলে, 'অদেষ্ট মা, সবই অদেষ্ট।'

সে যাই হোক্, লাল-কুঠিতে থাকিয়া কাজ কবিবার চেষ্টা সে কম করে নাই, কিন্তু একজনকে ছাড়াইয়া আর একজনকে রাখা চলে না, তাই সে নিরুপায় হইয়া ডাক্তারবাবুর বাড়ী গিয়াই ঢুকিয়াছে।

প্রথম যখন সে এখানে আসে, কথায় কথায় সরোজিনী একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, 'এর আগে কোথায় তুমি ছিলে?'

ক্ষ্যান্ত বলে, 'চাঁপুইএর বাবুদের বাড়ী।'

রায়-বাহাদুরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যদি পারিয়া ওঠে ত' এ-অঞ্চলে একমাত্র ওই চাঁপুইএব বাবুরা। কাজেই তাহাদের ভিতর-সংসারের কথা জানিবার আগ্রহ থাকা সরোজিনীর স্বাভাবিক। বলে, 'সেখান থেকে এখানে কেন এলে মা তুমি? শুনেছি চাঁপুইএর বাবুরা নাকি—'

ঘাড় নাড়িয়া একটা ঢোঁক গিলিয়া ক্ষ্যান্ত বলে, 'হ্যাঁ মা, খুব বড়লোক। ঠিকই শুনেছ। কিন্তু ভিতর-ঘরের খবর ত' আর তুমি জানো না, বুঝবে কেমন করে' বল! দূরে থেকে পর্ব্বতের শোভা!'

'কেন, ওদের অবস্থা কি খারাপ হয়েছে?'

ক্ষ্যান্ত চুপি চুপি বলে, 'হয়নি এখনও, তবে হ'তে আব দেরিও নেই।'

'কি রকম?'

'রকম আর কি মা, সৎ-সতীনের সংসাব হ'লে যা হয় ওখানেও তাই হয়েছে।'

ক্ষ্যান্ত জানিত না যে, সরোজিনীরও সৎ-সতীনের সংসার। তবে সুখের বিষয় এই যে, সরোজিনীর সতীন বাঁচিয়া নাই, সতীনের যে ছেলেটা ছিল সেটাও পালাইয়াছে, সুতরাং সেদিক দিয়া একরকম নিষ্কণ্টক।

সরোজিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবুর বুঝি দুটি স্ত্রী?'

ক্ষ্যান্ত বলিল, 'প্রথমটি মারা গেছে, কিন্তু তার একটি ছেলে আছে আর একটি মেয়ে। ছোটটি ছোট লোকের ঘরের মেয়ে মা, তার কথা আর বোলো না। অত অত বিষয় সম্পত্তি, অত অত টাকাকড়ি,

কিন্তু প্রথম পক্ষের ছেলেমেয়ে দুটোর কষ্ট দেখলে চোখে জল আসে। অপরাধের মধ্যে আমি যা ওই ছেলেটাকে একদিন ভাল করে' খেতে দিয়েছিলাম, তা আমার হ'লো জবাব। হ'লো ত' বয়েই গেল। আট্‌কাবে না ত' কিছু! গিন্নির বাপের বাড়ীর লোকে লোকে বাবুর বাড়ী একেবারে ছেয়ে গেছে।'

আরও কি যেন সে বলিতে যাইতেছিল, সরোজিনী জিজ্ঞাসা করিল:

'কেন, বাবু কি এসব দেখেন না, ক্ষ্যান্ত?'

দুই ঠোঁটের সংঘর্ষে একপ্রকার শব্দ করিয়া ক্ষ্যান্ত বলিল, 'আ! বাবুর হয়েছে সেই বুড়ো বয়েসে ছুকরী··· '

বলিয়াই সে ঈষৎ হাসিয়া চুপ করিল। বাকিটা বলিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। সরোজিনীও তাহাব ঠোঁটের ফাঁকে ইষৎ হাসিল।

ক্ষ্যান্ত চুপ করিল না। বলিতে লাগিল, 'তাও যদি মা সুন্দরী হ'তো। রংটা ফবসা, আর বয়েস কম। তাইতেই রক্ষে নেই।'

এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া সে আবার বলিল, 'ওপক্ষের ছেলেটা ভারি বোকা। মা মা করে' অস্থির, আর মা এদিকে নোখে হয় ত' আর বঁটি চায় না। ছেলেটার বিয়ে কিছুতেই দেবে না, পাছে সৎ-বৌ এসে ঝগড়া করে। যতগুলো সম্বন্ধ এলো সব দিলে ভাঙিয়ে। তবে মেয়েটা একটু সেয়ানা। তাই মেয়েটার তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে তাকে শ্বশুরবাড়ী বিদেয় করে' দিতে চায়। কিন্তু কপাল যাদের মন্দ হয় তাদের সব দিক্ দিয়েই মন্দ। মেয়েটার চেহারা আবার এম্‌নি যে, কারও পছন্দ হচ্ছে না।'

সরোজিনী বলিয়া উঠিল, 'কেন, চেহারা কি খুব খারাপ নাকি ?'

ক্যান্তু বলিল, 'তা মা, খারাপ বই-কি! রং ফরসা হ'লে কি হয়, হাত পা সরু সরু, বেঁটে, তার ওপর মুখটা যেন কি-রকম!'

সরোজিনীর মাথায় কি কুবুদ্ধি যে ঢুকিল কে জানে, ক্যান্তুকে সে আর সহজে ছাড়িল না। বলিল, 'আবার এসো। তোমার সঙ্গে দরকার আছে মা।'

এবং তাহার পরদিন হইতে সময় নাই অসময় নাই—ক্যান্তুর সঙ্গে সরোজিনীর দিবারাত্রি পরামর্শ চলিতে লাগিল। দু'জনের হাসাহাসি ঢলাঢলির আর অন্ত রহিল না।

শেষে একদিন স্থির হইল যে, চাঁপুইএর বাবুদের ওই মেয়েটির সঙ্গেই রায়-বাহাদুরের প্রথম পক্ষের সন্তান পঞ্চাননের বিবাহ হইবে।

কিন্তু বিধি বাদ সাধিলেন। ভিতরের ব্যাপার পঞ্চানন টের পাইয়াছিল কিনা কে জানে, রায়-বাহাদুরের জমিদারীর মহলে মহলে তখন আদায় চলিতেছিল; সেই আদায়ের তহবিল হইতে হাজার-পাঁচেক্ টাকার নোট চুরি করিয়া একদা গভীর রাত্রে পঞ্চানন ত' অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইল।

বিবাহের কথা সেই অবধি একরকম বন্ধই ছিল।

অমূল্যর সঙ্গেও বিবাহ তাহার চলিতে পারে তাহাও সরোজিনীর অজানা ছিল না, তবে সুযোগ-সুবিধা অভাবে কথাটি এতদিন সে উত্থাপন করিতে পারে নাই।

এইবার আবার আর-একটি সুযোগ তাহার মিলিয়াছে।

রায়-বাহাদুরের কাছে বসিয়া থাকিতে থাকিতে সরোজিনী হঠাৎ একটা স্বস্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া ওঠে, 'যাক্, এতদিন পরে তবু একটা কাজের মত কাজ করলাম।'

হাসিয়া রায়-বাহাদুর মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'কি কাজ গো ?'

সরোজিনী বলে, 'কি কাজ তা তুমি কেমন করে' জানবে বল! দ্বিতীয় পক্ষের গিন্নি হয়ে এসে অবধি মন থেকে ভয় আর আমার গেল না। কোনও একটা কাজকর্ম্ম করি আর চব্বিশ ঘণ্টা মনে হয়—ওই রে! কে কি বলুলে স্থাখো! বলে, সৎ সম্পর্ক, সহজেই লোকে কত-কি ভাবে! ভাল কাজ করলেও ভাবে বুঝি মন্দ করছে।'

রায়-বাহাদুর তাহাকে আশ্বাস দেন। বলেন, 'না গো না, অন্য কেউ হ'লে ভাবতো কিন্তু তোমার বেলা ও-সব কথা ভাবতে কেউ পারে না।'

সরোজিনী বলে, 'না গো না, তুমি জানো না। দুষ্টু লোকে কি আর আমি তুমি বোঝে? সৎ-সম্পর্ক হ'লেই হ'লো—ব্যাস্! এই ধরো, পাঁচু চলে' গেছে, আমি সেদিন পাঁচুর জন্যে কাঁদছিলাম, ভাগীর মা বললে, সৎ-ছেলের জন্যে কাঁদে এমন মেয়ে আমি দেখিনি- মা। তা লোকে কি আর তা বিশ্বাস করে? ভাবে বুঝি মাগী 'কাপ্‌টি-কলা' করছে। এই যে চাঁপুইএর বাবুদের বাড়ী অমূল্যর বিয়ের ব্যবস্থা করছি, লোকে ভাবছে হয়ত' মেয়ের ছেলে, বিষয় সম্পত্তি কিছু দিতে হবে বলে' বড়লোকের বাড়ী ওর বিয়ে দিচ্ছি!'

রায়-বাহাদুর বলেন, 'তা কেন ভাববে? বাঃ! আমার যা দেবার তা আমি অমূল্যকে দেবো। আমার মেয়ের ছেলের জন্যে চাঁপুইএর বাবুদের প্রত্যাশা কেন করতে যাব? বাঃ।'

বলিয়াই তিনি কি যেন ভাবিয়া হঠাৎ আবার কাগজপত্র হইতে মুখ তুলিয়া সরোজিনীর হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলেন, 'তার চেয়ে আর-এক কাজ করলে সব চেয়ে ভালো হয়। আমার বিষয় সম্পত্তি ত' অর্দ্ধেকের বেশী তোমার নামে! সেকথা জানে সবাই। বাস্—অমূল্যকে যা দিতে হয়—তুমি দিও। তোমার হাত দিয়ে সে যদি পায় ত' তখন আর লোকের মুখে একটি কথাও ফুটবে না। অবাক্ হয়ে যাবে।'

উচ্ছ্বসিত আনন্দের বেগ আর সম্বরণ করিতে না পারিয়াই সরোজিনী বোধ করি ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, 'সে মান তুমি আমার রাখো—তবেই ত!

সরোজিনীর কান্না দেখিয়া রায়-বাহাদুর অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন।

বলিলেন, 'চুপ কর, তোমার মান আমি রাখব না—সে আবার কি কথা! অমূল্যকে যা দেবার তা তুমি দিও, সে আমি অনেকদিন থেকেই ভেবে রেখেছি।'

সরোজিনী তাহার গোল গোল চোখ দুইটি মুছিয়া অতিকষ্টে তাহার কান্না থামাইল। বলিল, 'তাহ'লে এক কাজ কোরো। চাঁপুইএর বাবুদের কেউ হোক্—দু'একদিনের মধ্যেই এসে পড়বে, বিয়ের খরচ ছাড়া তাদের কাছে তুমি টাকাকড়ি কিছু চেয়ো না, বোলো, আমার একটি মেয়ের ওই একটি ছেলে, ওকে যা দেবার

তা আমি দেবো, আপনাদের মেয়েকে গয়না-গাঁটি তাই দিন ;—বাস্, আর কিছু চাইনে।'

রায়-বাহাদুর স্বীকৃত হইলেন। বলিলেন, 'বেশ ত'! তাই বলব। কিন্তু ছাখো, বিয়ের কথা অমূল্যকে এখন না জানানোই ভালো। আর তোমার ওই সুনন্দাটিকে তাহ'লে তাড়াও বাপু এখান থেকে! ওকে দেখলে আমারই ভয় হয়।'

বলিয়া তিনি বোধহয় নিজের রসিকতায় নিজেই মুগ্ধ হইয়া হাসিলেন।

সরোজিনীও হাসিয়া বলিল, 'তোমার ভয় হয়? 'তাহ'লে ত' কিছুতেই তাড়াব না।'

৭

রূপের অহঙ্কার সুনন্দার যথেষ্টই ছিল।

তা অহঙ্কার করিবার মত রূপ বটে!

পোড়া এই রূপের জন্য জীবনে তাহার যে-সব কাণ্ড ঘটিয়া গেছে, এত কম বয়সে কাহারও জীবনে এত ঘটনা সচরাচর ঘটে না।

গ্রীষ্মের দুপুর। পশ্চিমের শহরে অসহ্য গরম। আহারাদির পর ঠাণ্ডা সিমেণ্টের মেঝের উপর শুইয়া সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ একসময় জাগিয়া উঠিল। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর। প্রখর রৌদ্র চারিদিকে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। মেঝের উপর তেমনি শুইয়া শুইয়াই সুনন্দা দেখিল, দেওয়ালের কাছে প্রকাণ্ড আলমারিটার গায়ে লম্বালম্বি যে-আর্শীটা লাগানো আছে, তাহারই উপর তাহার নিজেরই সম্পূর্ণ দেহখানি প্রতিফলিত হইয়াছে। শুইয়া শুইয়াও বেশ দেখা যায়—ঘরে কেহ কোথাও নাই, ওদিকে ছেলেদের খাটে বিন্টু না কে শুইয়া আছে, আর সে নিজে রহিয়াছে উপুড় হইয়া মেঝের উপর শুইয়া! চোখ মেলিয়া বারে-বারে সে নিজেকেই ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। মুখখানা একবার এদিকে ফিরাইয়া একবার ওদিকে ফিরাইয়া, নিটোল সুন্দর হাত দুইটিকে নানান্ ভঙ্গীতে নানারকম করিয়া রাখিয়া, দেহের কিয়দংশ অনাবৃত করিয়া আবার তৎক্ষণাৎ ঢাকা দিয়া, হাসিয়া, মুখভঙ্গী করিয়া তৃপ্তি যেন তাহার আর কিছুতেই হয় না!

এত সুন্দরী করিয়া এত রূপ দিয়া ভগবান্ তাহাকে এ-পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন কিসের জন্য? এ-কথা সে অনেকদিন অনেকরকম করিয়াই ভাবিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু তাহার কূল-কিনারা কিছুই সে পায় নাই।

যে-কথা বলিয়া তাহার মা তাহাকে এখানে রাখিয়া গেছে, তাহার এক বর্ণও সত্য নয়—ক্ষীরো বোষ্টমীর বানানো গল্প মাত্র।

তাহাদেরই পাশের গ্রামে রামদাস বোরেগীর সহিত বিবাহ তাহার হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সেখান হইতে স্বামীর অত্যাচারে পুকুরে কলসি ভাসাইয়া তাহার পলায়ন করা মিথ্যা। পলাইয়া সে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু স্বামীর অত্যাচারেও নয়, কলসি ভাসাইয়াও নয়। স্বামী তাহার অত্যাচার কখনও করে নাই, বরং ভালই বাসিয়াছে! তবে সে বার্দ্ধক্যজীর্ণ কদাকার কুৎসিত স্বামী তাহার ভাল যদি তাহাকে নাও বাসিত তাহাতেও তাহার আপত্তি বিশেষ কিছুই ছিল না। ও স্বামীকে যে সে উপেক্ষা করিয়াছিল—তাহাও নয়। সে চাহিয়াছিল, স্বামীও থাক্, সঙ্গে-সঙ্গে তাহার মনের আকাজ্ক্ষাও যেন অপূর্ণ না থাকে। অপূর্ণই থাকিত কিনা তা-ই বা কে বলিতে পারে, কিন্তু মাঝখান হইতে স্বামীর এক দূর সম্পর্কের খুড়তুতো ভাই আসিয়াই সব গোলমাল করিয়া দিল। প্রিয়দর্শন ভাইটি তাহার দেখিতে চমৎকার—ঠিক ওই অমূল্যর মতই। সন্ধ্যায় সেদিন স্বামী তাহার ঘরে ছিল না, সন্ধ্যায় সে কোনোদিনই থাকিত না; সেই ঝোপ-জঙ্গলের মাঝখানে রামদাস বোরেগীর প'ড়ো আখ্ড়া-ঘর সুনন্দা আগ্‌লাইতেছিল একাই। একে পল্লী-সন্ধ্যার নিস্তব্ধ নির্জ্জনতা, সঙ্গীর জন্য মনটা কেমন যেন সর্ব্বদাই হাহাকার করিতে থাকে, তাহার উপর ভালবাসার বাঁধন-ছাদন কোথাও কিছুই নাই, ভিন্ন গ্রাম হইতে দেবরটি আসিয়া তখন কয়েকদিন হইতে

সেইখানেই বসবাস করিতেছে। সুযোগ বুঝিয়া সেদিন সে সুনন্দার কাছে আসিয়া হাতখানি তাহার চাপিয়া ধরিল, কত ভালবাসিল, আদর করিল, সোহাগ করিল, বলিল, 'এখানে মরতে কি জন্যে প'ড়ে আছ সুনন্দা, চল—আমার সঙ্গে। পালাই।' বাস্। সেই যে পলায়ন, ছ'মাসের মধ্যে কাহারও আর কোনও পাত্তা নাই!—কোথায় সুনন্দা আর কোথায় সুদাম!

দুনিয়ার আর-সকলকে ফাঁকি দেওয়া হয়ত সহজ, কিন্তু ক্ষীরো বোষ্টমীর চোখ বড় তীক্ষ্ণ! ভানুকুমারার আখ্ড়ায় তখন তাহারা পরমানন্দে বাস করিতেছে। কণ্ঠিবদল তখনও হয় নাই, কিন্তু সুদাম ও সুনন্দা দু'জনে স্বামী-স্ত্রী বলিয়াই পরিচয় দিয়াছে। প্রথম প্রথম বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী দুজনে একসঙ্গেই ভিক্ষায় বাহির হইত। একদিন সুদামের হইল জ্বর। সুনন্দাকে একাই ভিক্ষায় বাহির হইতে হইল। ওই রূপ লইয়া একাকিনী দ্বারে দ্বারে খঞ্জনি বাজাইয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা করা কেমন নিরাপদ নয়। তবে আপদ-বিপদের ভাবনা যে ভাবে না, তাহার আবার ভয় কিসের? বৈকালে ভিক্ষা করিয়া সুনন্দা ফিরিয়া যখন আসিল সুদাম দেখিল, অন্যদিন দু'জনে একসঙ্গে গিয়া যাহা না রোজগার করে, একাকিনী সুনন্দা তাহার চতুর্গুণ রোজগার করিয়াছে। অন্য সময় হইলে সুদাম হয়ত তাহাকে সন্দেহ করিত এবং একা তাহাকে কোন দিনই আর বাহির হইতে দিত না, কিন্তু সুদাম এই মাস-দুই-তিনের মধ্যেই প্রচুর গাঁজা খাইতে শিখিয়াছে এবং তাহার জন্য রাত্রে তাহার একটুখানি দুধ না হইলে চলে না, খরচ যাহা হয়, মাত্র দুজনের ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল দিয়া তাহা পূরণ করা শক্ত। সুদাম দেখিল—এ মন্দ নয়। জ্বর অতি সামান্যই। দুদিন পরেই সে উঠিয়া বসিল।

সকালে সেদিন স্নান করিয়া, একপিঠ ভ্রমরকৃষ্ণ কালো চুলের গোছা চূড়ার মত করিয়া মাথার উপর তুলিয়া দিয়া, নাকে কপালে তিলক কাটিয়া, নূতন গোপীযন্ত্রটি হাতে লইয়া সে এক অপূর্ব্ব অপরূপ রমণীর বেশে সাজিয়া সুনন্দা বলিল, 'চল, আজ ত' বেরোবে, না আজও শুয়ে থাকবে?'

সুদাম একবার সুনন্দার মুখের পানে তাকাইল। বলিল, 'বাঃ, বোষ্টমীকে আজ বেড়ে মানিয়েছে ত!'

ঈষৎ হাসিয়া সুনন্দা বলিল, 'কোন্‌দিন মানায় না?'

সুদাম বলিল, 'কিন্তু এ-বেশে তোমায় একা ছেড়ে দিতে আমার ইচ্ছে হয় না সুনন্দা!'

'একা যেতে চাইছে কে? তুমি চল না গো গোসাঁই-ঠাকুর, পাহারা দেবে।'

'নাঃ!' বলিয়া সুদাম কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া কি যেন ভাবিয়া বলিল, 'তুমিই যাও। আমি যদি যাই ত' অন্যদিকে যাব।'

'কেন? লুকিয়ে পাহারা দেবে বুঝি?'

বলিয়া সুনন্দা আবার হাসিল।

সুদাম বলিল, 'না রে না, সেরকম মন আমার নয়। তুই যা, কিন্তু সকাল-সকাল ফিরিস্‌ যেন।'

সুনন্দা একা গেলে যে বেশি রোজগার হয় সে কথাটা সুদাম আর তাহার কাছে ভাঙিয়া বলিল না।

সেইদিন হইতে সুনন্দা একাই যায়। বেশি দূরের গ্রামে যাইতে ভরসা করে না। কাছাকাছি দু' চারটা গ্রাম ঘুরিয়া যাহা পায়, দু'জনের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

গ্রামের ছোক্‌রাগুলা তাহাকে জ্বালাতন করিয়া মারে। প্রস্ফুটিত পদ্মের চতুর্দ্দিকে ভ্রমরের মত তাহারা যেন সুনন্দাকে ঘিরিয়া গুঞ্জন সুরু করে, কিন্তু সুনন্দা তখন সুদামকে লইয়া মশ্‌গুল! কোনোদিকে ফিরিয়া তাকাইবার অবসর তাহার নাই। মনে-মনেই হাসে আর বলে, 'মরণ-আর-কি?'

রোজগার মন্দ হয় না। গৃহস্থ-বাড়ীর মেয়েরা ত' তাহাকে কাছে পাইলে আর ছাড়িতে চায় না। নানারকম করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া প্রশ্নের পর প্রশ্নে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। গান শুনিয়া হাসিয়া গল্প করিয়া ভিক্ষা দিয়া বিদায় করিবার সময় কেহ কেহ তাহাকে সাবধান করিয়া দেয়—'একা-একা এমন করে' কোন্ সাহসে ফিরিস্ বল ত? মরবি যে কোন্‌দিন!'

সুনন্দা মুচ্‌কি হাসিয়া নীরবে চলিয়া যায়। মনে মনেই বলে—মরতে আর বাকি নেই দিদি! ভাবে,—সাঁতার দিতে জলে যখন সে নামিয়াছে তখন হাত-পা ছড়াইয়া ভাল করিয়া সাঁতার দেওয়াই ভালো!

আর-সবকে বরং পারা যায়, কিন্তু ঈর্ষ্যা জয় করা বড় শক্ত। বেশি রোজগার হইবে বলিয়া সুদাম তাহার সঙ্গেও যায় না, অথচ আখ্‌ড়ায় ফিরিলে সুনন্দাকে আজকাল সে দু'এক কথা বলিতেও ছাড়ে না।

বলে, 'কিগো রাধারাণী! আজ যে বড় হাসি-হাসি ভাব?'

সুনন্দা বলে, 'হাসি-হাসি ভাব তুমি আমার রোজই ছাখো! যাও!'

সুদাম বলে, 'কিন্তু এই হতভাগাকে মনে রেখো যেন। হৃদয়ে না হোক্ শ্রীচরণে ঠাঁই দিয়ো। বুঝলে?'

সুনন্দার মুখখানি গম্ভীর হইয়া ওঠে। কথাগুলার ধারা যেন অন্যদিক্ দিয়া যাইতেছে। বলে, 'কি যে বল ছাই! কেন, কি অপরাধ করেছি বল ত!'

'অপরাধ?' সুদাম জিব কাটিয়া বলে, 'রাধাকৃষ্ণ! অপরাধ কিসের? তুমি কি অপরাধ করতে জানো, না অপরাধ করবার মত তোমার বয়েস আছে?'

সুনন্দা আর কথা বলে না। গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া রান্না-বান্না করিতে বসে।

পরদিন ভিক্ষায় বাহির হইবার সময় বহিয়া যায়, তবু সে স্নানও করে না, তিলকও কাটে না,—যাইবার ইচ্ছা যেন তাহার আর নাই!

সুদাম হাসিয়া বলে, 'কিগো রাণী, রাগ হলো নাকি? ভিক্ষেয় যাবে না?'

ঘাড় নাড়িয়া সুনন্দা বলে, 'না।'

'ছি ছি, ও-কথা কি বলতে আছে?' বলিয়া সুদাম তাহার খোসামুদি সুরু করিয়া দেয়।

সুনন্দা শেষে জেদ্ ধরিয়া বসে, যে, সে একা আর কিছুতেই ভিক্ষায় বাহির হইবে না, যাইতে যদি একান্তই হয় ত' তাহাকেও সঙ্গে যাইতে হইবে।

অথচ সুদাম জানে যে, দু'জনে একসঙ্গে বাহির হইলে ভিক্ষা যাহা পাইবে তাহাতে পেট ভরিবে না। শেষ পর্য্যন্ত অনেক করিয়া অনেক বুঝাইয়া সুনন্দাকে সে একাই পাঠায়। নিজে যায় অন্যদিকে।

কিন্তু এম্‌নি মজা, সুদাম এত চেষ্টা করিয়াও নিজেকে আর থামাইয়া রাখিতে পারে না। আখ্ড়ায় ফিরিবার পর কথার গঞ্জনায়

সুনন্দাকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। গাঁজা টানিয়া টানিয়া চোখ দুইটাকে লাল করিয়া বলে, 'জানি জানি, নিজের গলায় নিজেই ফাঁসি লটকাচ্ছি, তা আমি জানি অনেকদিন থেকেই। কিন্তু কি করি বল, মানুষের যে একটু দয়া-বিবেচনা নেই, ছুঁড়ি একা গেলে যা দেবে, দু'জনে গেলে তার সিকিভাগও দেবে না। —তা, তোর ধর্ম্ম তোরই কাছে, না কি বল সুনন্দা ?'

সুনন্দা হাসিবে কি কাঁদিবে কিছুই বুঝিতে পারে না। কিন্তু এইবার সে মনে মনে চটিয়া যায়। বিনা অপরাধে মানুষকে বারে বারে দোষী সাজাইলে মানুষ আর কতকক্ষণ নির্ব্বিকার থাকিতে পারে ?

এমনি করিয়া ঈর্ষার বহ্নি ভিতরে ভিতরে ধোঁয়াইতে ধোঁয়াইতে হঠাৎ একদিন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

পডাসুকোলের রায়দের বাড়ীর মেয়েরা সুনন্দাকে বরাবরই ভালোবাসে, তাহার উপর সেদিন তাহাদের বাড়ী নূতন-বৌ আসিয়াছে। পূব-দেশে বৌএর বাপের বাড়ী। লেখাপড়া জানা বেশ সভ্যভব্য সুন্দরী মেয়ে। সুনন্দাকে কাছে পাইয়া এই বৌটিই সেদিন তাহাকে আর ছাড়িতে চাহিল না। যত্ন করিয়া খাওয়াইয়া বসিয়া বসিয়া গান শুনিয়া গল্প করিয়া অনেকক্ষণ বসাইয়া রাখিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। সুনন্দা বলিল, 'এবার আমি উঠি দিদি, আমায় আবার অনেকখানি পথ—'

বৌ বলিল—'তা হোক্ না অনেকখানি ভাই! তোমার ত' একলা যাওয়া অভ্যেস আছে!'

কে একটি মেয়ে যেন বলিল, 'বাঃ, গোসাঁইটি বক্‌বে না তাহ'লে ? না বৌ, দাও তুমি ওকে ছেড়ে দাও।'

বৌ বলিল, 'বল তুমি কাল আবার আসবে ?'

'রোজই ত' আসি দিদি !'

বৌ বলিল, 'না, একা নয়। তোমার গোসাঁইকে সঙ্গে আনতে হবে। আমরা দেখব তাহ'লে।'

অন্যান্য মেয়েরা বলিল, 'আমরা দেখেছি। নিতান্ত ছোক্‌রা বয়েস্‌। বেশ মানিয়েছে দু'জনে।'

সুনন্দা খুশী হইয়া একটুখানি হাসিল মাত্র।

বৌ বলিল, 'আমি ত' দেখিনি ভাই, কাল সঙ্গে এনো।'

ঘাড় নাড়িয়া সুনন্দা বলিল, 'আনব।'

বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বৌটি শিক্ষিতা মেয়ে—অবুঝ নয়। ভিক্ষাই যাহার উপজীবিকা, সারাদিন ধরিয়া তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া খালি-হাতে বিদায় সে তাহাকে করিতে পারিল না। বলিল, 'আসছি। দাঁড়াও সুনন্দা।'

কিয়ৎক্ষণ পরে বৌ ফিরিয়া আসিল। হাসিতে হাসিতে কাছে আসিয়া ভিখারিণীর শূন্য ঝুলির মধ্যে একটি টাকা ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'চাল ডাল ওইতেই কিনে নিয়ো ভাই। আর এই কাপড়-জোড়াটি তোমায় দিলাম। পোরো।'

সুনন্দা দেখিল, বৌএর নিজেরই পরিবার আন্‌কোরা নূতন একজোড়া চওড়া-পাড় শাড়ী—হয়ত' সে বাক্স হইতে এইমাত্র বাহির করিয়া আনিয়া তাহাকে দান করিল।

হাসিমুখে হাত পাতিয়া তাহাই গ্রহণ করিয়া সুনন্দা বলিল, 'আসি দিদি।'

বলিয়া সে সেখান হইতে একাকিনী বাহিরে আসিয়া আখ্‌ড়ার পথ ধরিল। সবে তখন সূর্য্যাস্ত হইতেছে। অন্যদিন এমন সময় সে আখ্‌ড়ায় গিয়া পৌছে। আজ হয়ত দেরি হইয়া যাইবে। তা হোক্‌ দেরি। আজ যাহা সে পাইয়াছে, দেখিলে সুদাম খুশী নিশ্চয়ই হইবে।

গ্রাম পার হইয়া ফাঁকা মাঠের পথ ধরিয়া ছোট একটি নদীর পুলের উপর দিয়া তাহাদের আখ্‌ড়ায় পৌছিতে অনেকখানি পথ! ভয়ে ভয়ে একাকিনী সুনন্দা পথ চলিতেছিল। পুলের কাছাকাছি আসিতেই সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিকে ঘনাইয়া আসিল। এবার সত্যই সুনন্দার বুকের ভিতরটা আতঙ্কে ঢিপ্‌ ঢিপ্‌ করিতে লাগিল। এতখানি পথ নিরাপদে অতিক্রম করিয়া আখ্‌ড়ায় পৌছিতে তাহার রাত্রি হইবে এবং রাত্রি হইলে সুদাম তাহাকে বলিতে হয়ত' কিছু আর বাকি রাখিবে না! সুনন্দা ভাবিল, যাহাই 'বলুক, কাল সে সুদামকে সঙ্গে লইয়া রায়দের বাড়ী আসিলেই তাহার সন্দেহ ভঞ্জন হইয়া যাইবে। বলিয়া তখন হয়ত' শেষে তাহাকে অনুতাপ করিতে হইবে। এমনি-সব নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে সুনন্দা আখ্‌ড়ার কাছাকাছি আসিতেই দেখিল, তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরটিতে তখন আলো জ্বলিতেছে। সুদাম হয়ত' মনে মনে তাহাকে তিরস্কার করিয়া তাহারই অপেক্ষায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

হাসিতে হাসিতে সুনন্দা দরজায় গিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, ঘরের মধ্যে একা সুদাম নয়, আরও দু'তিনজন বৈরাগী-বাবাজি বসিয়া বসিয়া

গাঁজা টানিতেছে। সুনন্দা ঘরের মধ্যে আর ঢুকিতে পারিল না, বাহিরে চালার উপব চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ওই একটিমাত্র ঘর। যাইবেই বা কোথায় ?

সুদামের নজর সেদিকে পড়িতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে আসিয়া রুক্ষ কর্কশকণ্ঠে কহিল, 'কে ? সুনন্দা ?'

তাহাব এরূপ কণ্ঠস্বর সুনন্দা খুব কমই শুনিয়াছে। অন্ধকার চালার একটা বাঁশেব খুঁটি ধরিয়া সুনন্দা যেমন দাঁড়াইয়া ছিল তেমনি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুদাম তাহার কাছে গিয়া আবার ডাকিল, 'সুনন্দা ?'

'কি !' বলিয়া সুনন্দা ফিরিয়া তাকাইল।

'ডাক্‌লে সাড়া দাও না যে ?'

'এই ত' সাড়া দিচ্ছি। কি বলবে বল।'

'হুঁ।' বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সুদাম আবার ঘরে ঢুকিল। বাবাজি তিনজন তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সুদামের চেয়ে তাহারা সকলেই বড়। খড়মজোড়াটা পায়ে দিতে দিতে তাহাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল,

'কেন, ওকে বক্‌ছিলে কেন সুদাম ? আহা, মা আমার বড় লক্ষ্মী মেয়ে।'

সুদাম তেমনি বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, 'হুঁ, লক্ষ্মী মেয়ে ! লক্ষ্মী মেয়ের গুণ কত ? এই যে এই এতক্ষণে এলেন ভিক্ষে থেকে। বেরিয়েছিলেন সেই কোন্‌ সকালে।'

সমবেত তিনজনেই একটুখানি বিস্মিত হইয়া এ উহার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিল, কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্য। প্রেমদাস বাবাজি

বলিল, 'কেন, তোমরা একসঙ্গে বেরোও না? ওকে একা ছেড়ে দাও নাকি?'

আর একজন বলিল, 'না না—এই কাঁচা বয়েস্—একলা ওইটুকু মেয়ে—তোমারও ত' বেশ আক্কেল হে!'

প্রেমদাস্ তখন খড়ম্ পায়ে দিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সঙ্গী দুজনকে ডাকিয়া বলিল, 'চলো।' এবং 'চলো' বলিয়া অন্ধকার উঠানটা পার হইয়া নিজের নিজের ঘবে গিয়া ঢুকিবার আগে, সুদামকে সকলেই একবার করিয়া এই বলিয়া উপদেশ দিয়া গেল—যে, এ বয়েসে ও রকম সুন্দরী মেয়েকে একা একা ছাড়িয়া দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। এ রকম করিলে তাহাদের এতদিনের প্রসিদ্ধ আখ্ড়ার বদ্‌নাম হইয়া যাইবে। ইত্যাদি।

তাহারা চলিয়া যাইবার পরেই সুনন্দা ঘরে ঢুকিল। সুদামকে কোনও কথাই না বলিয়া দেওয়ালের পেরেকে প্রতিদিনেব মত ভিক্ষার ঝুলিটি টাঙাইয়া রাখিল, গোপীযন্ত্রটি টাঙাইল, এবং নূতন কাপড়-জোড়াটি বাঁশের আল্‌নার উপর রাখিয়া দিয়া আবার সে বাহিরে আসিয়া অন্ধকার চালার উপরেই দেওয়াল ঠেস্ দিয়া চুপ করিয়া বসিল।

সুদাম এতক্ষণ ধরিয়া তাহার কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতেছিল, বলিল, 'বাইরে এসে বসলে যে?'

সুনন্দা বলিল, 'গাঁজার গন্ধে কি ঘরের ভেতর দাঁড়াবার জো আছে নাকি?'

সুদাম বলিল, 'বটে! আমি গাঁজা খাই সেইটে হ'লো দোষের, আর তুমি এই যে যা-তা' করে বেড়াচ্চ সেটা দোষের নয়।—কেমন?'

সুনন্দা সোজা হইয়া বসিল। বলিল, 'কি যা-তা' করে' বেড়ালাম শুনি ?'

সুদাম বলিল, 'ওই শুনলে ত'—ওরা কি বলে গেল।'

'না শুনিনি। তুমি বল আগে—আমি কি করেছি!'

'জানি না।' বলিয়া সুদাম ঘরে ঢুকিয়া গো হইয়া চুপ করিয়া বসিল। আল্‌নার ওপর কাপড়-জোড়াটার দিকে নজর পড়িতেই সে একবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত দিয়া কাপড়টি বেশ ভাল করিয়া উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দেখিল, ভিক্ষার ঝুলিটি একবার নাড়িল, তাহার পর আবাব যথাস্থানে আসিয়া সেইখান হইতে জিজ্ঞাসা করিল, 'বলি—রান্নাবান্না আজ কিছু হবে, না নিজের পেট ভরেছে বলেই...'

কথাটা তাহাকে আর শেষ করিতে হইল না। বাহির হইতে সুনন্দাব জবাব আসিল। 'ঘরে চিড়ে আছে, দুধ আছে, পাকা কলা, গুড়—সবই আছে, ওই দিয়েই আজকার রাতটা চালাও। আমি আর পারছিনে।'

'পারবে না তা জানি।'

অভিমানী সুনন্দা এইবাব কাঁদিয়া ফেলিল।—'আবার চিম্‌টি কেটে কথা বলছ ? কেন, তোমায় আমি আমার সঙ্গে যেতে বলিনি ?'

'বলেছিলে বটে একবার! তুমি চালাক কত!'

'ওতেও আমার চালাকি দেখলে ?'

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সুদাম ঘরের ভিতর হইতে ডাকিল, 'সুনন্দা শোনো!'

সুনন্দা ধীরে ধীরে ঘরে গিয়া ঢুকিল।

'এইখানে বোসো!'

সুনন্দা বসিল।

সুদাম তাহার মুখের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, 'কা'র চোখে ধুলো দেবে? আমার?' বলিয়াই ঘাড় নাড়িয়া কহিল, 'উহুঁ, পারবে না।'

সজল চক্ষে সুনন্দা হেঁটমুখে বসিয়া রহিল।

সুদাম তাহার হাতখানা বাড়াইয়া সুনন্দার একটি হাতের উপর সজোরে চাপিয়া ধরিয়া প্রবলবেগে একবার ঝাঁকানি দিয়া বলিয়া উঠিল, 'শয়তানী! শয়তানী করবার আর জায়গা পাওনি। না?'

সুনন্দা মুখ তুলিয়া সুদামের মুখের পানে একবার তাকাইল। চোখের জল তখনও শুকায় নাই, তবু সে রাগিয়া জবাব দিল।—'শয়তানী আমি করিনি।'

'না করোনি!' বলিয়া বিদ্রূপের ভঙ্গীতে মুখখানা বিকৃত করিয়া সুদাম বলিল, 'ভিক্ষের ঝুলিতে একমুঠো চাল নেই, তার বদলে টাকা দেখেই আমি বুঝেছি। আর ওই কাপড়-জোড়াটা কোন্ নাগরেব দেওয়া শুনি?'

রায়েদের বৌএর কথাটা মুখ দিয়া তাহার আর বাহির হইল না। কথার বদলে তাহার চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া খানিকটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

সুদাম বলিল,—'কান্না কিসের শুনি, কান্না কিসের? যা মর্ তবে কাঁদ্ এইখানে!'

বলিয়া সে তাহাকে এমন এক ঝাঁকানি দিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল যে, সুনন্দা সেইখানেই গড়াইয়া পড়িল। তবু সে তাহার মুখ দিয়া একটি কথাও বলিল না।

কিন্তু সুদামের সেদিন কি যে হইল কে জানে, সুনন্দাকে শুধু মুখের কথায় অপমান করিয়া তাহার তৃপ্তি হইল না, সাপের মত আঁকাবাঁকা একটা তমালের মোটা ডাল কাটিয়া যে ছড়িটা সে তৈরি করিয়াছিল, হাতের কাছে তাহাই পাইয়া সে তৎক্ষণাৎ সেটা তুলিয়া লইল এবং তাই দিয়া সুনন্দার পিঠের উপর এত জোরে সে বারে বারে প্রহার করিতে লাগিল যে, তাহার যন্ত্রণায় সুনন্দা ঘরের মধ্যে ছটফট করিতে করিতে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

রাত্রি তখনও বেশি হয় নাই। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা গেল, আখড়াব অনেকেই সেখানে আসিয়া জড়ো হইয়াছে এবং সমবেত কৌতূহলী নরনারীর চোখের সুমুখেও সুদামের নির্মম প্রহার তখনও থামে নাই। রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া সুদাম তখনও চেঁচাইতেছে—'তোর জন্যে আমি এত করলাম হারামজাদী, আর তুই কিনা শেষে······আজ আমি তোকে এইখানে মেরেই ফেলব।'

মেয়েটাকে মারিযাই ফেলিত কিনা তাই বা কে জানে। প্রেমদাস বাবাজি তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া সুদামের হাত হইতে ছড়িটা কাড়িয়া লইয়া বলিল, 'ছি সুদাম, দোষ-অপরাধ মানুষে করে, তাই বলে' কি তাকে এমনি করে' মারতে হয়?'

সুদামের তখন মাত্রাবোধ বিলুপ্ত হইয়াছে। তাই সে ওই অতগুলি লোকের সুমুখে সুনন্দার নামে কোনও কথা বলিতেই আর বাকি রাখিল না এবং তাহার অপরাধের গুরুত্ব যে কত বড় জোর গলায় বারে-বারে শুধু সেই কথাটাই প্রচার করিতে আরম্ভ করিল আর নিরপরাধা সুনন্দা এই-সবের মাঝখানে নীরবে নতমুখে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল।

পরদিন সকালে দেখা গেল, সুনন্দার কাপড়-জোড়াটি আলনার উপর তেমনি ঝুলিতেছে, ভিক্ষার ঝুলিও আছে; ঝুলির মধ্যে টাকাটিও রহিয়াছে, গোপীযন্ত্রটিও তেমনি দেওয়ালের গায়ে টাঙানো, অথচ সুনন্দা নাই!

এদিক ওদিক তন্ন তন্ন করিয়া সুদাম অনেক অনুসন্ধান করিল কিন্তু সুনন্দার কোন চিহ্নই সে তাহাদের আখড়ার ত্রিসীমানায় দেখিতে পাইল না।

তবে সে গেল কোথায়?

কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রী নয়, চুরি করিয়া লইয়া আসা মেয়ে। সুদামেরও এই লইয়া বেশি বাড়াবাড়ি করা চলিল না। তাহারই ফিরিয়া আসিবার অপেক্ষায় সারাদিন সে ঘরের মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া গাঁজা টানিতে লাগিল।

কিন্তু বৃথা প্রতীক্ষা!

সুনন্দা তখন তাহার মা'র কাছে।

ভালুক-মারার আখড়া হইতে অতি প্রত্যূষে প্রথমে সে যায় পড়াস্‌-কোলে রায়েদের বাড়ীর সেই বৌটির কাছে; তাহার পর সেখান হইতে সেই বৌটিই তাহার মায়ের কাছে যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে।

এতদিন পরে তাহার হারানো মেয়েকে পাইয়া ক্ষীরো বোষ্টমী ত অবাক্!—'হ্যাঁলা পোড়ারমুখী, কোথায় ছিলি এদ্দিন?'

সুনন্দা হাসিয়া বলিল, 'পালিয়েছিলাম।'

'পালিয়েছিলি কি লা? কা'র সঙ্গে পালিয়েছিলি?'

সুনন্দা বলিল, 'তুমি তাকে চেনো না মা, সে এক পাজি নচ্ছারের

সঙ্গে পালিয়ে আমার এই দুর্দ্দশা! আবার সেখান থেকেও পালিয়ে এলাম। আর যাব না।'

ক্ষীরো একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তবু ভালো, তুই ফিরে এলি! রামদাস দুদিন তোর খোঁজে এসেছিল, ভাগ্যিস্ বলেছিলাম—তুই মামার বাড়ী গেছিস্। চল্ দিয়ে আসি।'

'কোথায়?'

'কোথায় আবার! শ্বশুরবাড়ী। রামদাসের কাছে।'

সুনন্দা বলিল—'হুঁ, না গেলেই নয়।'

বলিয়াই সে তাহার ডাগর-ডাগর চোখদুইটি তুলিয়া মা'র মুখের পানে তাকাইয়া সজল চক্ষে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন, তুমি কি আমায় এখানে ঠাঁই দেবে না মা?'

ক্ষীরো বলিল, 'বালাই, ষাট! কেন দেবো না? তাহলেও স্বামীর ঘর—বিয়ে যখন দিলাম……'

সুনন্দা চুপ করিয়া রহিল।

দিনকতক পরে ক্ষীরো একদিন ভিক্ষায় বাহির হইয়া ভিন্ন গ্রাম হইতে সংবাদ লইয়া আসিল যে, রামদাস বাবাজি আবার আর একটি মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে, সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত সুনন্দাকে সেখানে আর যাইতে হইল না।

খুশী হইয়া সুনন্দা হাসিয়া বলিল, 'বেশ হয়েছে।'

সুনন্দা তাহার মা'র কাছেই থাকে। সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটায়। এক-একদিন মা তাহাকে সঙ্গে লইয়া ভিক্ষায় বাহির হয়, আবার কোনো-কোনোদিন বলে, 'না মা তুই

বাড়ীতেই থাক্। রোদ্দুরে তেতে-পুঁড়ে মুখখানি তোর সিঁদুরের মত লাল হয়ে ওঠে আমি দেখেছি।'

কাজেই অধিকাংশ দিন সুনন্দাকে বাড়ীতেই থাকিতে হয়। উঠানে তাহাদের মাধবী ও মালতীর দুইটি লতা একটি শিউলি গাছের তলায় পরস্পরকে জড়াইয়া উপরে উঠিয়াছে। ছায়াশীতল তাহারই তলায় বসিয়া সুনন্দা আপন মনেই কোনো-কোনোদিন ঝরা ফুলের মালা গাঁথে, গাঁথিয়া নিজের গলায় পরিয়া মাথায় গুঁজিয়া নিজেকেই কতরকম করিয়া সাজাইয়া সাজাইয়া আর্শী লইয়া দেখে, তাহাকে কেমন মানাইতেছে; আবার কোনোদিন-বা ক্ষীরোর গোপীযন্ত্রটি বাজাইয়া আপন মনেই গুন্ গুন্ করিয়া গান গায়।

রাত্রে এক-একদিন মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া হয়।

মা বলে, 'না মা, আর আমি পারছিনে, তোর আবার বিয়ে দিই।'

মেয়ে বলে, 'দাও না! আবার পালিয়ে যাব। এবার আর তাহ'লে তুমি আমায় দেখতে পাবে না মা।'

ক্ষীরো রাগিয়া ওঠে। বলে, 'পালিয়ে কি অমনি গেলেই হ'লো নাকি? ঝেঁটিয়ে বিষ নামিয়ে দেবো। রামদাসকে ভালমানুষ পেয়েছিলি তাই, নইলে—'

সুনন্দা এমন ভাবে হাসিতে সুরু করে যে মাকে বাধ্য হইয়া অপ্রস্তুত হইয়া গিয়া চুপ করিতে হয়। বলে, 'আচ্ছা মেয়ে হয়েছিস্ মা তুই! তোর দোষ নাই, আমার অদৃষ্টের দোষ। ছোটবেলা থেকে মেয়েকে যে এত আদর করতে নেই।'

সুনন্দা বলে, 'কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল মা, আদর তুমি না করলেই পারতে!'

ক্ষীরোর চোখদুইটা জলে ভরিয়া আসে। আঁচলে চোখ মুছিয়া বলে, 'তোর মুখ দিয়ে এমন কথা শুনব তা আমি ভাবিনি সুনন্দা।'

সুনন্দা বলে, 'ছাখো মা, কেঁদো না বলছি। দিনরাত যদি অমনি করে' খামোখাই কাঁদবে ত' আবার আমি পালাব বলে' দিচ্ছি।'

'হ্যাঁলা, তোর কি মায়াদয়া কিছু নেই?'

ঘাড় নাড়িয়া সুনন্দা বলে, 'না।'

বছর-খানেক্ কোনোরকমে কাটিল। কিন্তু আর বুঝি কাটে না!

ক্ষীরো দুঃখ করিয়া রাত্রে তাহার মেয়েকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া বলে, 'এবার আমি মরি তাহ'লে। কি বলিস্?'

সুনন্দা বলে, 'তুমি কেন মরবে মা, আমি মরব।'

ক্ষীরো রাগিয়া ওঠে। বলে, 'তুই মরেছিস্ না মরতে কিছু বাকি আছে? লোকের কাছে আমার মুখ দেখানো ভার হয়ে উঠলো যে!'

সুনন্দা বলে, 'আমায় কি করতে হবে শুনি?'

কি করিতে হইবে সেকথাটি মা'র মুখ হইতে সহজে বাহির হইতে চায় না। তবু শেষ পর্য্যন্ত না বলিলে চলে না। বলে, 'বিয়ে যখন করবিনে, তখন একজনকে নিয়েই থাক্। একটি মানুষকে ভালবাসার চেষ্টা কর্ নইলে হয়ত অনেক কষ্ট কপালে তোর লেখা আছে।'

সুনন্দা বলে, 'ভাল ত' একজনকেই বেসেছিলাম মা, কিন্তু ভাখো, পুরুষজাতটা ভালবাসার ধার ধারে না। নইলে সুদামের জন্যে আমি এত করলাম আর সেই সুদাম কিনা শেষে—'এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া সুনন্দা আবার বলে, 'না মা, ভাল আমি আর কাউকে বাসব না। আমার যখন যাকে খুশী—'

মা কিন্তু কথাটা তাহাকে আর শেষ করিতে দিল না। বলিল, 'ওই জন্যেই ত' সব জানাজানি হ'লো! ছি! লোকে আমায় কি বলছে শুনেছিস?'

সুনন্দা বলিল, 'বেশ ত' এ গাঁ থেকে চল আমরা চলে' যাই তাহ'লে।'

ক্ষীরো তাহাকে এইবার অনেক করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বলিল,—'ছি মা, অমন দস্যিগিরি আর করিস্‌নে। বয়েসকালে অনেক করেছি, অনেক ভুগেছি, তাইতে তোর বিয়ে দিলাম বাছা, ভাবলাম, তুই যেন আর ও কষ্ট না পাস্‌, কিন্তু—না, তোর দোষ কিছুই নেই মা, সব আমার অদৃষ্টের দোষ। আমার পাপের ফল ত' আমায় ভোগ করতে হবে।'

সুনন্দা বুঝিল কিনা কে জানে, কিন্তু দেখা গেল, কোনও প্রতিবাদ না করিয়া সে মুখ বুজিয়া চুপ করিয়া শুইয়া শুইয়া কি যেন ভাবিতেছে।

শেষ পর্য্যন্ত কিছুতেই কিছু হইল না।

এই সুনন্দাকে লইয়াই গ্রামের কয়েকজন ছোকরার মধ্যে একটা গণ্ডগোল বাধিল এবং সেই গণ্ডগোল ধোঁয়াইতে ধোঁয়াইতে শেষে

একদিন এমন প্রচণ্ড ভাবে দপ্‌ করিয়া জলিয়া উঠিল যে, আদালত ছাড়া তাহার আর মীমাংসা হইল না। ব্যাপারটা অবশ্য আদালতে গিয়া পৌঁছিল অন্য আকারে।

মুখুজ্যেদের ব্যোমকেশ বেশ অবস্থাপন্ন, চেহারাটিও চমৎকার, বিবাহও করে নাই। প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ব্যোমকেশের সঙ্গে পারিয়া ওঠা শক্ত। কাজেই গ্রামের আরও দুজন ছোকরা একদিন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল যে, ব্যোমকেশকে যদি তাহারা কোনোদিন সুনন্দার বাড়ীর ত্রিসীমানায় দেখে ত তাহারা নির্ম্মমভাবে প্রহার করিবে।

ব্যোমকেশও প্রতিজ্ঞা করিল যে, শশধর ও জীবনকে যে-কোনো প্রকারে জব্দ করা তাহার চাই-ই।

সেদিন রাত্রির অন্ধকারে ব্যোমকেশ একা বাড়ী ফিরিতেছিল, পথের মাঝখানে কে যে তাহার মাথায় ও পিঠে লাঠি মারিল তাহা সে বুঝিতেই পারিল না। লাঠিটা অবশ্য খুব জোরে আসিয়া লাগে নাই, লাগিলে সে বাঁচিত কিনা সন্দেহ।

ব্যোমকেশ সে মারের কথা কাহাকেও কিছু না বলিয়া দিন পাঁচ ছয় পরে একদিন ঠিক সন্ধ্যার সময় তাহার বাড়ীর একজন চাকরকে হুকুম করিয়া শশধরকে এমন গুরুতর ভাবে জখম্ করাইল যে, শশধর প্রায় মাসাবধিকাল আর শয্যাত্যাগ করিতে পারিল না।

এমনি করিয়াই হইল ঝগড়ার সূত্রপাত এবং ইহারই কিছুদিন পরে একদিন প্রকাশ্য দিবালোকে জীবন, শশধর ও ব্যোমকেশ সামান্য কথার ছুতা ধরিয়া প্রথমে গালাগালি, তারপর হাতাহাতি, তারপর মারামারি সুরু করিল। লোকজন জমিয়া গেল বিস্তর এবং সেই অতগুলা লোকের মাঝখানেই মার খাইল ব্যোমকেশই সকলের চেয়ে বেশি।

মার খাইয়া নিজের সম্মান বাঁচাইবার জন্য তৎক্ষণাৎ সে আদালতে নালিশ করিয়া আসিল। বিচারে হইল জীবনের কুড়ি টাকা জরিমানা এবং শশধরের একমাস জেল।

ক্ষীরো দেখিল ব্যাপার সাংঘাতিক। এই অবসরে মেয়েটিকে তাহার এখান হইতে সরাইতে না পারিলে ভবিষ্যতে কে কোন্‌দিন হয়ত সুনন্দাকেই খুন করিয়া বসিবে।

তাই সে আর কাহারও কথা না শুনিয়া মেয়েকে লইয়া সেদিন জমিদারের বাড়ী রাখিয়া আসিয়াছে।

এইত' গেল সুনন্দার লাল-কুঠিতে আসার ইতিহাস!

লাল-কুঠি হইতে বাড়ী ফিরিয়া যাইবার সময় সুনন্দাকে কাছে ডাকিয়া ক্ষীরো বলিয়া গিয়াছে,—'এখানেও যদি ওইরকম কিছু করেছিস্ শুনতে পাই সুনন্দা, তাহ'লে জানবি, মা তোর মরেছে।'

কিন্তু নিজে কষ্ট করিয়া এখানে তাহাকে কিছুই করিতে হয় নাই।

প্রথম দেখিবামাত্র অমূল্যকে তাহার ভাল লাগিয়াছিল সত্য, তাহার ওপর এ বাড়ীর গৃহিণী সরোজিনী স্বয়ং তাহাকে সাহায্য করিয়াছে। কেন করিয়াছে ব্যাপারটা প্রথমে সে ভাল বুঝিতে পারে নাই, পরে সেদিন সেই সাবানের কথাটা বাবুর কাছে তাহার মুখ দিয়া প্রকাশ করাইবার কারণটা অনুসন্ধান করিতে গিয়াই ভিতরের রহস্য তাহার কাছে স্পষ্ট পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে।

সরোজিনীর উদ্দেশ্য ভাল নয় তাহা সে জানে। এবং এ-বাড়ীর দাসদাসী হইতে আরম্ভ করিয়া রাঁধুনী-বামনী ভাগীর-মাও যে অমূল্যকে একটুখানি ঘৃণার চক্ষে দেখে তাহাও সে লক্ষ্য করিয়াছে।

বেচারা অমূল্য! পিতামাতা আত্মীয় স্বজন ভাই বন্ধু কেহ কোথাও নাই, এই বাড়ীতেই সে বাল্যাবধি মানুষ হইয়াছে, ইহারাই তাহার নিকটতম আত্মীয়, তবু এইখানেই তাহাকে অবহেলায় অযত্নে কোনোরকমে দিন কাটাইতে হয়, একটুখানি স্নেহ মমতা, একটুখানি সত্যিকার ভালবাসার জন্য প্রাণ তাহার

দিবারাত্রি হাহাকার করে, তাই সে তাহাকে দেখিবামাত্র মুগ্ধ হইয়াছে, তাই সে তাহাকে এমন করিয়া চায়!

কয়েকদিন মাত্র কথা বলিয়াই অমূল্যকে সুনন্দার যত ভাল লাগিয়াছে এত ভাল তাহার কাহাকেও লাগে নাই। সরোজিনী চায়, সুনন্দাকে দিয়া অমূল্যর সর্ব্বনাশ করিয়া অধঃপতনের চরম সীমায় তাহাকে টানিয়া আনিয়া ফেলিতে। কিন্তু সুনন্দার দ্বারা তাহা সম্ভব হইবে কিনা কে জানে।

সবেমাত্র কৈশোব অতিক্রম করিয়া অমূল্য যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। চোখে এখনও তাহার কৈশোবের স্বপ্নের ঘোর! নাবীকে এখনও সে তাহার মহিমময়ী দেবীব সিংহাসন হইতে টানিয়া আনিয়া ভোগেব পঙ্কিল আবিলতায় ডুবাইয়া ফেলিতে পাবে নাই। সুনন্দার এতটুকু স্পর্শ অমূল্যব সর্ব্বশরীবে এখনও বোমাঞ্চ জাগায়! সুনন্দাকে একটিবাব চোখে দেখিলেও বীণাব তাবের মত সমস্ত দেহ যেন এখনও তাহাব ঝন্ ঝন্ কবিয়া বাজিযা ওঠে! নাবী কখনও তাহাব পূজার বস্তু,—সুনন্দা যেন পবমাবাধ্যা প্রতিমা!

সুনন্দা সেদিন তাহার সেই মধ্যাহ্ননিদ্রা হইতে সহসা জাগিযা উঠিয়া এই অমূল্যর কথাই ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল, তাহার সেই অকলঙ্ক সুন্দর মুখশ্রী, সুকোমল সুগঠিত দেহ, আয়ত উজ্জ্বল দুটি চক্ষু, আব সেই আবেগকম্পিত কৃষ্ণবর্ণ দুইটি চক্ষতাবকার অতলস্পর্শ গভীরতা!

রূপোন্মত্তা নাবী—যৌবনগর্ব্বিতা সুন্দরী নিজেকে কোনোদিনই কলঙ্কিনী বলিয়া ভাবে নাই কিন্তু অমূল্যর সংস্পর্শে আসিয়া অবধি এখন সে যেন তাহার গৌরবের অতীতটাকে মুছিয়া ফেলিতে চায়—অতীতের কথা ভাবিতে গিয়া শিহরিয়া শিহরিয়া ওঠে। মনে হয়, অমূল্যকে

ভালবাসিয়া, তাহাকেই সে তাহার যথাসর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া অর্জ্জিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অমূল্যর আবাল্য-বঞ্চিত হৃদয়ের ক্ষুধা সে মিটাইবে, অসুখী অমূল্যকে সুখী করিবে—ইহাই যেন তাহার জীবনের ব্রত !

সুনন্দা উঠিয়া দাঁড়াইল। আর্শীর সমুখে দাঁড়াইয়া কাপড়খানা সে ভাল করিয়া পরিল, তাহার পর পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

অমূল্যর পড়িবার ঘরে কাঠের একটা তক্তপোষে পাতা বহুদিনের পুরাতন সেই ময়লা সৎরঞ্চের উপরেই অমূল্য ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হাতের কাছে খাতা, পেন্সিল ও কয়েকখানা বই ইতস্তত ছড়ানো রহিয়াছে, মাথায় বালিশ নাই।

সুনন্দা চুপিচুপি আগাইয়া গিয়া বই খাতা সরাইয়া অমূল্যর শিয়রের কাছে চুপ করিয়া বসিল, তাহার পর একাগ্র মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার সেই ঘুমন্ত মুখখানির দিকে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কোনোপ্রকারেই আর যখন নিজেকে সংবরণ করিতে পারিল না, তখন সে ঈষৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া অমূল্যর মুখের কাছে নিজের মুখখানি আগাইয়া লইয়া গেল। কিন্তু সুনন্দার মৃদু একটুখানি নিশ্বাসের স্পর্শই অমূল্যর পক্ষে যথেষ্ট। তৎক্ষণাৎ তাহার ঘুম ভাঙ্গিতেই চোখ মেলিয়া যাহাকে সে সর্ব্বাগ্রে তাহার চোখের সুমুখে দেখিল, এমন অসময়ে তাহাকে যে দেখিতে পাইবে অমূল্য তাহা ভাবে নাই। ধড়মড় করিয়া সে উঠিতে গিয়া দেখিল, সুনন্দা তাহার সুকোমল সুন্দর একখানি হাত দিয়া তাহার কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে। বলিল, 'না তুমি শোও। অসময়ে ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিলাম, আবার ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি, ঘুমোও।'

বলিয়া তাহাকে আবার শোয়াইয়া দিয়া নিতান্ত সলজ্জ সঙ্কোচে অত্যন্ত সন্তর্পণে সুনন্দা ধীরে ধীরে তাহাকে একটি চুম্বন করিল।

ইহার পরে আর অমূল্যর চোখে ঘুম আসা শক্ত। একরকম জোর করিয়াই সে উঠিয়া বসিল এবং সুনন্দার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহাকে আরও কাছে টানিয়া আনিয়া তাহার সেই সুন্দর মুখখানির পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ এক সময় আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, 'চল সুনন্দা চল, আর আমাদের এখানে থেকে কাজ নেই, চল—পালাই দু'জনে।'

সুনন্দাও বলিল, 'চল।'

বলিয়াই একটুখানি থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কিন্তু কোথায় যাবে?'

কোথায় যাইবে অমূল্য কি ছাই তাহা জানে! বলিল, 'যেখানে খুশী। যেদিকে দু'চোখ যায়—সেই দিকে।'

সুনন্দা বলিল, 'তাছাড়া আর ভাল লাগছে না—সত্যি, আর কোন উপায় নেই।'

হঠাৎ কি যেন মনে হইতেই অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা সুনন্দা, আমি যদি রোজগার করতে না পারি? তোমার যদি কষ্ট হয়?'

সুনন্দা হাসিল। বলিল, 'হয়—হবে।'

বলিয়াই সে তাহার মুখের কাছে মুখখানি সরাইয়া আনিয়া চুপি চুপি বলিল, 'না গো না, কষ্ট হবে না তোমার, চল। আমি ত বোরেগীর মেয়ে, গোপীযন্ত্র বাজিয়ে গান গেয়ে দোরে দোরে ভিক্ষে করেও কিছু আনতে পারব—চল।'

'তুমি গান গাইতে জানো সুনন্দা?'

সুনন্দা হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'জানি।'

অমূল্য বলিল, 'বেশ হবে। গান আমি বড় ভালবাসি সুনন্দা। আচ্ছা কবে তাহলে আমরা যাব?'

সুনন্দা হঠাৎ কেমন যেন একটুখানি অন্যমনস্ক হইয়া গেল। বলিল, 'যেদিন খুশী।'

বলিয়াই সে চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

'কি ভাবছ সুনন্দা?'

'কিছুই ভাবিনি।' বলিয়া সুনন্দা একটুখানি থামিয়া নিজের শাড়ীর আঁচলটা একবার ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়া লইয়া বলিল, 'আগে কোথায় যাব সেই কথাই ভাবছি।'

অমূল্য বলিল, 'সে কি আমি ঠিক করে' রাখিনি ভেবেছ সুনন্দা? আগে যাব কলকাতায়। মস্ত শহর, বিস্তর লোক, কেউ কা'রও খবর রাখে না, প্রথমে আমরা সেইখানে যাব। গিয়ে আমি দিনরাত ঘুরে ঘুরে একটি চাক্‌রীর চেষ্টা করব। বাস, মাসে পঁচিশ ত্রিশটে টাকা হলেই আমাদের দু'জনের চলে' যাবে। তা ত্রিশটে টাকা রোজগার করতে পারব না? খুব পারব। কোনও কাজ করতে আমি লজ্জা করব না সুনন্দা, ভাল কাজ না পাই, যে কোনও কাজ, মুটে মজুরের কাজ থেকে আরম্ভ করে'——'

সুনন্দা আবার বাধা দিল, 'না গো না, মুটে-মজুরের কাজ করতে তোমায় আমি দেবো না।'

অমূল্যর তরুণ কল্পনা তখন বহুদূর প্রসারিত হইয়া গেছে। সুনন্দাকে লইয়া সুখে বাস করিবার জন্য কি তাহার করা প্রয়োজন তাহা সে বহুবার বহুপ্রকারেই কল্পনা করিয়াছে। লেখাপড়া বেশি শিখিতে পাইল না, তাহা সে না পা'ক্, লেখাপড়া শেখার সঙ্গে অর্থোপার্জ্জনের

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়ত থাকিতে পারে, কিন্তু জীবনের সুখশান্তি যে কোথায় তাহা সে সুনন্দাকে পাইয়া বেশ বুঝিতে পারিয়াছে। সুনন্দাকে লইয়া সে পথে-পথে ভিখারীর বেশে ঘুরিয়াও যদি বেড়াইতে পায়, দিনান্তে একটি গাছের তলায় দুজনে যদি ভিক্ষালব্ধ আহার্য্য বণ্টন করিয়া খাইতে পায়, তাহা হইলেও সে সুখী!

এই সুখের কল্পনায় অমূল্যর সর্ব্বশরীর আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। চোখ দুইটি ছল্ ছল্ করিতে লাগিল। ভগবানের উদ্দেশে কি বলিয়া যে কৃতজ্ঞতা জানাইবে ভাবিয়া পাইল না। জীবনের এত দুঃখের পর এত আনন্দ যে-বিধাতা তাহার জন্য সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন, সেই বিধাতার পায়ের তলায় মাথা যেন তাহার লুটাইয়া পড়িতে চায়! হে ভগবান্! তোমায় নমস্কার! তোমায় কোটি কোটি নমস্কার!……

'সুনন্দা! সুনন্দা! রাণী আমার!'—উচ্ছ্বসিত আবেগ আর দমন করিতে না পারিয়া অমূল্য তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া তাহার সেই সুন্দর মুখখানির পানে তাকাইয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সুনন্দা বলিল, 'ছি! কাঁদে নাকি?' বলিয়া সে তাহার আঁচল দিয়া অমূল্যর চোখের জল মুছাইয়া দিতে লাগিল।

সমস্ত রাত্রি সুনন্দার চোখে ঘুম নাই। বিছানায় পড়িয়া সে ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। মনে হয়, এতদিন পরে সে পাইয়াছে। পাইয়াছে সে ঠিক তাহাকেই, যাহাকে সে তাহার সমস্ত প্রাণমন দিয়া চাহিয়াছিল। অমূল্যর মত এমনি ভালবাসাই সে চায়।—এমনি পবিত্র, এমনি প্রখর এবং প্রচুর ভালবাসা! বিনিময়ে তাহাকেও সে ঠিক তেমনি করিয়াই

ভালবাসিবে! ভাল সে এখনও বাসে। কিন্তু হে ভগবান্, দিলেই যদি ত' এত দেরি করিয়া দিলে কেন? সে যে অপরাধিনী, সে যে অপবিত্রা, এই কথাটি কোনোপ্রকারেই সে যে ভুলিতে পারিতেছে না! ভুলিবার জন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে, ক্রমাগত মনে করিতেছে, অতীত জীবনে যে সব ঘটনা ঘটিয়া গেছে তাহা সত্য নয়, তাহা স্বপ্ন। কয়েকজন দুর্ব্বৃত্ত পাষণ্ড তাহাকে ভুলাইয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিবার জন্য কিছুদিন ধরিয়া তাহার উপর নির্ম্মম অত্যাচার করিয়াছে মাত্র, স্বার্থপর সে অত্যাচারীর দল আজ আর নাই, আজ সে তাহার পূজার দেবতাকে সম্মুখে পাইয়াছে, ইহারই পদপ্রান্তে স্বেচ্ছায় সে তাহার প্রাণমন যথাস্বর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া নিজেকে ধন্য করিবে। অমূল্যর জন্য তাহাকে যদি প্রাণান্তকর লাঞ্ছনাও সহ্য করিতে হয় তাহাও সে করিতে প্রস্তুত! এমনি করিয়াই সে তাহার অর্জ্জিত পাপের প্রায়শ্চিত করিতে চায়!

তাহাব সম্বন্ধে অমূল্য কিছুই জানে না। সে জানে—সুনন্দা ঠিক তাহারই মত নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র! সুনন্দা ভাবিতেছিল, অমূল্যকে তাহার বিগত জীবনের কাহিনী শুনাইবে কিনা! আজ হোক্, কাল হোক্, দশদিন পরেই হোক্, একদিন তাহাকে বলিতেই হইবে। না বলিলে মনে হইবে, যাহাকে সে প্রাণ দিয়া ভালবাসে তাহারই কাছে তাহার বিগত জীবনের কলঙ্কের ইতিহাস গোপন করিয়া তাহাকে সে প্রতারণা করিতেছে। কিন্তু অমূল্য যদি এ কলঙ্কিনীকে তখন সহ্য না করে! সহ্য যদি না করে, ত' সে-জীবন সে আর রাখিবে না,—তখন সে আত্মহত্যা করিবে।

পরক্ষণেই আবার সুনন্দা ভাবে, কেনই বা সহ্য করিবে না? হোক্

তাহার দেহ কলঙ্কিত, কিন্তু তাহার ভালবাসা ত' কলঙ্কিত নয়! যাহাকে ভালবাসি তাহার সব-কিছু জানিয়া শুনিয়াই ভালবাসি! এ উদারতাটুকু যদি অমূল্যর না থাকে ত' তাহার ভালবাসাই বা বড় কেমন করিয়া!

এম্‌নি-সব চিন্তার পর চিন্তার সূত্র গাঁথিতে গাঁথিতেই রজনী প্রভাত হইয়া যায়। অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়াই সুনন্দা প্রথমে নীচে নামিয়া আসে, অমূল্য হয়ত ও-পাশের কূয়া-তলায় বসিয়া তখন মুখ হাত ধুইতেছে, দু'জনের চোখাচোখি হইবামাত্র দু'জনেই হাসিয়া ফেলে। পাছে সে হাসি কেহ দেখিতে পায় ভাবিয়া চোরের মত আবার তাহারা গম্ভীর হইয়া মুখ ফিরাইয়া লয়।

অমূল্যর পড়াশুনা এখন সবই গিয়াছে। প্রথম যখন ভাবিত পরীক্ষায় পাশ করিয়া সুনন্দাকে লইয়া সে চলিয়া যাইবে তখন মন দিয়া রাত্রি জাগিয়া পড়িত, কিন্তু গত কয়েকদিন হইতে ততদিনের সবুর তাহাদের আর সহিতেছে না, আজকালের মধ্যেই তাহারা চলিয়া যখন যাইবে—তখন আর শুক্‌নো বইয়ের পাতার পর পাতা মুখস্থ করিয়া কিই-বা লাভ! তাহা ছাড়া এখন আবার হইয়াছে আর এক মুস্কিল! বই খুলিয়া পড়িতে বসিলেই বইএর পাতার উপর সে আর কালির অক্ষর দেখিতে পায় না, তাহার পরিবর্ত্তে দেখে একখানি প্রস্ফুটিত পদ্মের মত সুন্দর সুকুমার মুখচ্ছবি, দীর্ঘায়ত দুটি বেদনা-পরিম্লান চক্ষু, রক্তিমাভ ওষ্ঠাধর······দেখে, হাস্যাধরা সুন্দরী সুনন্দাকে!

আর দেরি নয়। অহেতুক বিলম্ব তাহাদের আর সহ্য হয় না। স্থির হইল, আগামী সপ্তাহেই তাহারা চলিয়া যাইবে। রাত্রির শেষ

প্রহরে সকলেই যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া থাকে, ঠিক সেই সময় সুনন্দা প্রথমে পা টিপিয়া টিপিয়া নীচে নামিয়া আসিবে, আসিয়া সে চুপিচুপি অমূল্যকে তুলিয়া দিবে, তাহার পর তাহারা দুজনে যেমন আছে ঠিক তেমনি অবস্থায় বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িবে।

বড় রাস্তা ধরিয়া গেলে পাহারাওয়ালায় ধরিতে পারে, তাই যাইবে তাহারা বাড়ীর পিছন দিক্ দিয়া একটা বাগান পার হইয়া কয়েকটা গলির ভিতর দিয়া একটা পুকুরের পাড়ের উপর সোজা যে-রাস্তাটা ষ্টেশনে গিয়া পৌঁছিয়াছে, সেই পথে। ঠিক সেই সময় কলিকাতা যাইবার একখানা ট্রেণ আসিয়া দাঁড়ায়, সেই ট্রেণে চড়িয়া তাহারা প্রথমে কলিকাতায় যাইবে। তাহার পর—যেখানে হোক্ যত কষ্ট সহ্য করিয়াই হোক্—বিধাতা যেদিকে তাহাদের লইয়া যায় সেইখানেই যাইবে, ' যেমন করিয়া রাখিতে চায় তেমনি করিয়াই থাকিবে।

দশটাকার দুইখানি নোট সুনন্দার কাছে অনেকদিন হইতেই আছে। বিজনপুর হইতেই সে-দুইটি সে সঙ্গে আনিয়াছে। তাই দিয়াই এখন তাহাদের চলিয়া যাইবে। যতদিন চলে চলিবে, তাহার পর হাতে তাহার সোনার চুড়ি আছে, গলায় সোনার হার !

৯

এদিকে চাঁপুইএর বাবুদের সেই মেয়েটির সঙ্গে অমূল্যর বিবাহের কথাবার্ত্তা সবই একরকম পাকাপাকিই হইয়া গেছে। কাহাকেও কিছুই করিতে হয় নাই, সরোজিনী ও ক্ষ্যান্ত-বাম্‌নী দু'জনে মিলিয়াই সব ঠিক করিয়া ফেলিয়াছে। দেনা পাওনা এবং বিবাহের দিন স্থির করিবার জন্য চাঁপুইএর প্রসন্নবাবুর প্রকাণ্ড মোটর সেদিন রায়-বাহাদুরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল।

রায়-বাহাদুর প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। বলিলেন, 'দেনাপাওনা আবার কিসেব প্রসন্নবাবু? ও-পক্ষের আমাব একটি মাত্র মেয়ে ছিল, সে-ত' মরেছে, তার ওই একটি মাত্র ছেলে অমূল্য, ওকে আমাব বিষয়-সম্পত্তির অর্দ্ধেক লিখে দিয়ে যাব, সুতরাং বর-পণের কথা ছেড়েই দিন, আপনি যা দেবেন আপনার মেয়েকে দেবেন, বাস্—আব আমার কিছুই বলবার নেই।'

প্রসন্নবাবু হাতে যেন চাঁদ পাইলেন। কিন্তু তখনও তাঁহাব ভাবনা ঘুচে নাই। এমন অনেক বড়লোকের বাড়ী মেয়েটির বিবাহের সমস্ত কথাবার্ত্তাই ঠিক হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু মেয়ে দেখিয়া শেষ পর্য্যন্ত কাহারও পছন্দ হয় নাই। ইহাদের যদি তাহাই হয়—শুধু সেই ভাবনা!

রায়-বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ছেলে দেখবেন?'

প্রসন্নবাবু প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া 'না' 'না' করিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—'ছেলে আবার দেখব কি! আপনার নাতি—সে কি আবার দেখতে হবে নাকি আমাকে?'

বলিয়া তিনি হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

ছেলে তিনি দেখিতে চাহিলেন না তাহার একমাত্র কারণ ইহারাও যদি মেয়ে দেখিতে না চায় ত' ভালই।

প্রসন্নবাবু বলিলেন, 'আসছে মাসে আমার একটি মস্তবড় মাম্‌লা আছে, তাই বলছিলাম, বিয়ে যদি এই মাসেই দয়া করে' দিতে পারেন ত' বড় ভাল হয়।'

কথাটা রায়-বাহাদুরকে আর বলিতে হইল না। প্রসন্নবাবু নিজেই বলিলেন দেখিয়া রায়-বাহাদুর তৎক্ষণাৎ রাজি হইয়া গেলেন। বলিলেন, 'তা বেশ। আমার নিজের ত' সময় নেই দেখতেই পাচ্ছেন, আমার নায়েব ওই গোবিন্দবাবুই যাবে আপনার মেয়েকে আশীর্ব্বাদ করতে, কি বলেন? বিবাহের দিন সেই দিনই ধার্য্য করে' বলে দেবেন।'

'তথাস্তু।'—বলিয়া প্রসন্নবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ভাবিলেন, মেয়ে দেখা বন্ধ যখন কিছুতেই হইল না, তখন ছেলেটিকে একবার দেখিতেই বা দোষ কি!

তাই পুনরায় তিনি বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, 'ডাকুন একবার আপনার নাতিকে। আমি আশীর্ব্বাদ করে' একেবারে পাকাপাকি ঠিক করেই যাই।'

রায়-বাহাদুর অমূল্যকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

অমূল্য ধীরে-ধীরে তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রসন্নবাবু তাহার মুখের পানে একবার তাকাইয়া তাঁহার পকেট হইতে একখানি গিনি বাহির করিয়া অমূল্যর হাতে দিয়া বলিল, 'মিষ্টি খেয়ো বাবা, ধরো।'

বলিয়াই তিনি আর অপেক্ষা করিলেন না। রায়-বাহাদুরকে একটি প্রণাম করিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িলেন। আহারাদির জন্য অনেক অনুরোধ করা হইল, কিন্তু তিনি কাজের মানুষ, বসিবার অবসর তাঁহার মোটেই নাই।

প্রসন্নবাবু চলিয়া যাইবামাত্র সরোজিনী সেই ঘরের দিকেই আসিতেছিল, সিঁড়ির কাছে অমূল্যর সঙ্গে দেখা! হাসিয়া বলিল, 'গিনিটা কোথায় রাখ্‌লি?'

হাতের মুঠা খুলিয়া গিনিটি দেখাইতেই সরোজিনী সেটি তাহার হাত হইতে তুলিয়া লইয়া বলিল, 'থাক্ আমার কাছে। ছেলে-মানুষ কোথায় হারিয়ে ফেলবি শেষে। গিনিটা ও-মিন্‌ষে কেন দিয়ে গেল বল্ দেখি?'

অমূল্য আন্দাজি খানিক্‌টা টের পাইয়াছিল, কিন্তু কিছু না বলিয়া সে হেঁটমুখে চুপ করিয়া রহিল।

সরোজিনী বলিয়া দিল, 'তোর বিয়ে যে রে অমূল্য! জানিসনে? এই মাসেই, ওই অতবড় লোকের বাড়ী।'

বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে আবার কহিল, 'আর ভাবনা কি ভাই তোর। তুই ত' বড়লোকের বাড়ীর সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করে' বড়লোক হয়ে যাবি, তখন যেন আমাদের মনে রাখিস্।

বিবাহের নাম শুনিয়া অমূল্যর বুকের ভিতরে কেমন যেন ধ্বক্ করিয়া একটা আঘাত লাগিল। তাহার পরেই ভাবিল সে ত' সুনন্দাকে লইয়া দু'চারদিনের মধ্যেই এখান হইতে পলাইবে, সুতরাং বিবাহ করিবেই বা কে, আর বিবাহ ইহারা দিবেই বা কাহার সঙ্গে?

তবু অমূল্য একবার মাথা হেঁট করিয়া বলিয়া ফেলিল, 'না, বিয়ে আমি করব না।'

একথা বলিবার হেতু যে কি, সরোজিনী তাহা বুঝিল এবং বুঝিয়াই বোধকরি তাহার মুখের উপরেই হো হো করিয়া হাসিয়া বেচারাকে একেবারে অপ্রস্তুত করিয়া দিয়া বলিল, 'সে কি রে! বিয়ে করবি না কিরকম? অত বড়লোকের বাড়ী, তোর দাদামশাই নিজে তাদের কথা দিলে, শেষে কথা রাখতে না পারে যদি—শোন্ শোন্...'

বলিয়া সরোজিনী তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে জোর করিয়াই একরকম টানিতে টানিতে রায়-বাহাদুরের কাছে গিয়া দাঁড় করাইয়া দিল। বলিল, 'শোনো, ছেলে কি বলে শোনো! এত কাণ্ড করে' কি শেষে এর দায়ে কলঙ্কের বোঝা ঘাড়ে নেবে? কথা রাখতে না পারলে মুখ যে তোমার পুড়ে যাবে গো!'

কথাগুলা রায়-বাহাদুর কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। মুখ তুলিয়া বলিলেন, 'কি?'

'কি—ওই শোনো অমূল্য কি বলে। বলে, বিয়ে আমি করব না।'

রায়-বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন?'

অমূল্য হেঁটমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

সুনন্দা ও অমূল্য সম্বন্ধে যে-কথাটা সরোজিনী সেদিন তাঁহাকে বলিয়াছিল হঠাৎ সেই কথাটা রায়-বাহাদুরের মনে পড়িয়া গেল। তাই তিনি একটুখানি তিরস্কারের ভঙ্গীতে বেশ রুষ্টকণ্ঠেই কহিলেন, 'এঁঃ, বিয়ে করবে না ফাজিল ছেলে। গোল্লায় যেতে বসেছে যে!'

বলিয়াই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'যা নীচে যা! পাকামি করতে হবে না।'

অমূল্য ধীরে-ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ভাবিল, এখানে আর এক মুহূর্ত্ত নয়। আজ রাত্রেই তাহারা পলায়ন করিবে।

সরোজিনীর কাছে সুনন্দার প্রয়োজনের দিন অতীত হইয়াছে। এখন তাহাকে তাড়াইয়া দিতে পারিলেই হয়! আবার যদি ভবিষ্যতে কোনোদিন প্রয়োজন হয় ত' আবার ধরিয়া আনিবে।

সেদিন দুপুরে সরোজিনীর চোখে আর ঘুম আসিল না। জানালাটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া ঠিক চোরের মত, সুনন্দা যে-ঘরে শোয়, সেই ঘরের দিকে মিট্‌মিট্‌ করিয়া তাকাইতে লাগিল। হঠাৎ একসময় দেখিল, সুনন্দা পা টিপিযা টিপিয়া এদিক্ ওদিক্ তাকাইযা সরাসর নীচে নামিয়া যাইতেছে। কোথায় যাইতেছে, সেকথা বুঝিতে তাহার আর বাকী রহিল না। রায়-বাহাদুর খাটের উপর শুইযা শুইয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। সরোজিনী তাঁহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। হাসিতে হাসিতে বলিল, 'এসো, দেখবে এসো!'

'কি দেখব?' বলিয়া রায়-বাহাদুর খবরের কাগজেব পাতা উল্‌টাইলেন।

সরোজিনী তাঁহার হাত হইতে কাগজখানা টানিয়া লইয়া ভাঁজ করিয়া বিছানার একপাশে নামাইয়া রাখিয়া বলিল, 'কিজন্যে অমূল্য বিয়ে করতে চাচ্ছে না. এসো তুমি স্বচক্ষে দেখবে এসো।'

রায়-বাহাদুর বলিলেন, 'আমি ত' সেইদিনই বলেছিলাম, মেয়েটাকে তাড়িয়ে দাও। তুমিই ত' দিলে না।'

'হুঁঃ!' বলিয়া একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া সরোজিনী বলিল, 'সে চেষ্টা কি আর আমি করিনি ভেবেছ? তাড়ালে কি

সহজে যেতে চায় নাকি? হাতে পায়ে ধরে' কান্নাকাটি করতে থাকে, বলে, এই তোমার পা ছুয়ে দিব্যি করছি, এবার থেকে আর অমূল্যবাবুর সঙ্গে আমি কথা বলব না। কিন্তু আজ দেখছি, দিব্যি কেমন চোরের মত পা টিপে টিপে হারামজাদী নীচে নেমে গেল।—চল—ওঠো। কিন্তু খালি-পায়ে যেতে হবে।'

রায়-বাহাদুর বলিলেন, 'থাক্। আজই আমি ওকে গাড়ী করে' বিদেয় করে' দিচ্ছি।'

সরোজিনী জেদ ধরিয়া বসিল, 'তা না হয় দেবে, কিন্তু চল—নিজের চোখে একবার দেখে আসবে চল। আমি ত' মিছে কথাও বলতে পারি!'

বলিয়া সে ঈষৎ হাসিল।

রায়-বাহাদুরও একটুখানি হাসিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিলেন। জানেন যে, সরোজিনী ধরিয়াছে যখন, তখন তাঁহাকে যাইতেই হইবে।

খালি পায়ে, জুতা পায়ে না দিয়াই কোনোপ্রকার শব্দ না করিয়া রায়-বাহাদুরকে শেষ পর্য্যন্ত নীচে নামিয়া যাইতে হইল। কিন্তু ব্যাপারটা যে এতদূর গড়াইবে সরোজিনিও তাহা ভাবিতে পারে নাই।

অমূল্যর ঘরের দরজার কাছে কিয়ৎক্ষণ কান পাতিয়া থাকিয়া রায়-বাহাদুর কি যে শুনিলেন কে জানে, একেবারে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সরোজিনীর হাতে ধরিয়া তৎক্ষণাৎ উপরে উঠিয়া আসিলেন।

সরোজিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হলো? হ্যাঁ গা, কি শুনলে? অমন করছ যে?'

রায়-বাহাদুর কপালে করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'ছি ছি, ছি ছি, আমার অদৃষ্ট! ছেলেটা পালালো, শেষে আবার এটাও হ'লো এম্‌নি' ছি ছি!'

এই বলিয়া কিয়ৎক্ষণ নতমুখে কি যেন ভাবিয়া তিনি আবার বলিলেন, 'এখন কি করা যায় বল দেখি?'

সরোজিনী বলিল, 'বিয়ে দেওয়া ছাড়া আর উপায় কি! সে ত' তোমায় আগেই বলেছি।'

রায়-বাহাদুর চটিয়া উঠিলেন।—'কিন্তু বিয়ে তুমি দেবে কা'র সঙ্গে? কি ওদের পরামর্শ হচ্ছে শুনলে?'

'কি পরামর্শ?'

'পালিয়ে যাবে। এখান থেকে আজই ওরা দুজনে চলে' যাবে।'

সরোজিনী একটুখানি জোরে-জোরেই হাসিয়া উঠিল।

রায়-বাহাদুর বলিলেন, 'হেসো না। আমার দেখছি কেলেঙ্কারীর আর বাকি কিছু রইলো না শেষ পর্য্যন্ত।'

সরোজিনী বলিল, 'হাসব না ত' কি! এত ভাবনা কিসের? মেয়েটাকে আজই আমি বিদেয় করে' দিচ্ছি, ত্থাখো। তারপর পঞ্জিকায় ত্থাখো কবে বিয়ের দিন আছে। তাড়াতাড়ি যেদিন হোক্ সেইদিনই অমূল্যর বিয়ে দিয়ে দাও। মেয়ে আর আমাদের দেখ্‌তে হবে না। ক্ষ্যান্ত বলেছে—মেয়ে চমৎকার। অমূল্যর সঙ্গে মানাবে ভালো।'

রায়-বাহাদুর কি যেন ভাবিতেছিলেন। বলিলেন, 'তা না হয় হলো। মেয়েটাকে বিদেয় করে' দিলেই ভেবেছ সব চুকে যাবে!' ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'বোধহয় যাবে না।—তার চেয়ে এক কাজ

কর। সুনন্দাকে ডাকো তুমি আমার কাছে। আমি ওকে বুঝিয়ে বলব। টাকা দেবো। যত টাকা চায়!'

সরোজিনী বলিল, 'তুমি কি পাগল হ'লে নাকি?'

'না না, পাগল হইনি সরোজিনী, পাগল আমায় সবাই মিলে করতে বসেছ তোমরা।'

এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া অস্থির ভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারী করিতে লাগিলেন।—'ছেলেটা পালিয়ে গেল। কোথায় গেল!—মরেছে না বেঁচে আছে, কে জানে! তার ওপর আবার এও যদি অমনি করে' পালায়,—তখন—তখন কি আর ভেবেছ আমি কা'রও কাছে মুখ দেখাতে পারব? না না, তুমি ডাকো—ডাকো সুনন্দাকে, একবার আমার কাছে ডেকে দাও। আমি ওকে বুঝিয়ে বলি।'

মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে হাসিতে সরোজিনী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুনন্দা নতমুখে ধীরে-ধীরে রায়-বাহাদুরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—'আমায় ডেকেছেন?'

রায়-বাহাদুর মুখ তুলিয়া চাহিলেন।—'হ্যাঁ মা, ডেকেছি। এসো।'

এই বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সুনন্দার কাছে আসিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া পিঠে হাত বুলাইয়া বলিলেন, 'বোসো মা বোসো, এইখানে। অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া সুনন্দা একটুখানি দূরে সরিয়া বসিতেছিল। রায়-বাহাদুর আবার তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিলেন, 'না না ওখানে কেন মা, ওখানে অত দূরে কেন? আমায় তুই বাবা বলে' ডেকেছিস

মা, তুই আমার মেয়ের মত। আয়, আমার কাছে বোস্ মা, এইখানে বোস্!'

বলিয়া তিনি তাহাকে একরকম জোর করিয়াই তাঁহার নিজের ফরাসের ওপর বসাইয়া নিজেও তাহার পাশে গিয়া বসিলেন। বলিলেন, 'আমার একটি কথা রাখবি মা? তোর এই বুড়ো বাপ্ কখনও তোকে কিছু বলেনি, আজ একটি ভারি দরকারী কথা বলব মা, রাখবি ত?'

এত প্রাণ খুলিয়া এমন দরদ দিয়া কথা তিনি কখনও বলেন না। অন্ততঃ সুনন্দা ত' কখনও শোনে নাই। সুনন্দার মনে হইতে লাগিল, এ যেন সে রায়-বাহাদুর নয়, এ যেন অন্য মানুষ! তাহা ছাড়া শৈশবে পিতৃহীন্ সুনন্দা, পিতা যে কেমন, পিতার স্নেহ যে কি পদার্থ, তাহা সে জানে না। পৃথিবীর কোনও পুরুষের কাছেই বাৎসল্য সে পায় নাই, কোনও বয়সের কোনও পুরুষই আজ পর্য্যন্ত তাহাকে 'মা' বলিয়া ডাকে নাই, তাই তাহার সে স্নেহ-বুভুক্ষু হৃদয়ে আজ রায়-বাহাদুরের এই সস্নেহ মাতৃসম্বোধনটি অত্যন্ত তৃপ্তিকর বলিয়াই বোধ হইল। সুনন্দা তাহার সেই সুন্দর চোখদুইটি একবার তুলিয়া পরক্ষণেই দৃষ্টি অবনত করিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ রাখব, বলুন।'

রায়-বাহাদুর একবার এদিক্-ওদিক্ তাকাইয়া দেখিলেন, তাহার পর নিতান্ত অপরাধীর মত স্থির ধীর কণ্ঠে কহিলেন, 'আমার অবস্থা তুই ত' জানিস মা! এই যে এত বিষয়-সম্পত্তি, সম্মান প্রতিপত্তি,—বাইরে থেকে দেখলে লোকে ভাবে বুঝি এই সব পেয়ে আমি খুব সুখী, কিন্তু তা নয় মা, আমার মত দুঃখী, আমার মত—'

বলিতে বলিতে সেই কঠোর তপস্বীর মত স্তব্ধ গম্ভীর মানুষটিরও চোখদুইটি অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল, ঠোঁটদুইটি ঘন-ঘন নড়িতে লাগিল এবং নিতান্ত ভাবপ্রবণ ছেলেমানুষের মতই সমস্ত অন্তঃকরণ তাঁহার কি যেন এক দুঃসহ বেদনায় ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিল। অতি কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া তিনি তাঁহার হাতখানি বাড়াইয়া সুনন্দার একখানি হাত চাপিয়া ধরিলেন। বলিলেন, 'ছেলে আমার পালিয়ে গেছে—বোধ হয় আমারই অপরাধে। একটিমাত্র মেয়ে ছিল আমার, ওই অমূল্য তার স্মৃতি। ছেলেটা যদি-বা কোনদিন ফিরে আসে, কিন্তু সে মেয়ে আমার আর ফিরবে না, আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তা'কে শ্মশানে পুড়িয়ে এসেছি। তাই তোকে আমার একটি অনুরোধ—আমার ওই অমূল্যকে নিয়ে তুই যেন কোথাও পালাস্ না মা। কাল আমি তোদের পরামর্শ নিজে শুনেছি।'

সুনন্দার হাতখানা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। রায়-বাহাদুর কিন্তু তখনও তাহার সেই কম্পিত হাতখানি করতলে চাপিয়া ধরিয়া কিয়ৎক্ষণ থামিয়া অনুচ্চকণ্ঠে আবার বলিতে লাগিলেন, 'অমূল্যর সঙ্গে বিয়ে তোর কোনদিনই ত' হবে না মা সুনন্দা, হ'তে পারে না। যেখানেই যাবি, ঠিক চোরের মত, খুনে আসামীর মত দুজনকে লুকিয়ে লুকিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে, সত্যিকারের পরিচয় যে পাবে সে-ই তোদের মনে মনে ঘৃণা করবে, তারপর—তারপর অমূল্যর ভাল যেদিন লাগবে না, তোকে সেদিন নিষ্ঠুরভাবে পথের মাঝখানে ফেলে দিয়ে পালাবে। ভালবাসার যে যতই বড়াই করুক না মা, আমি অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি, আমার অমূল্যকে তুই আমার হাতে ফিরিয়ে দে, দুঃখ কষ্টকে মিছিমিছি ডেকে আর আনিসনে।'

এই বলিয়া রায়-বাহাদুর কিয়ৎক্ষণ থামিলেন। সুনন্দা তখনও ঠিক তেমনি ভাবে মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া ছিল। হাতখানি তাহার ছাড়িয়া দিয়া তিনি তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, 'বয়সে যদিও অমূল্য তোর চেয়েও বড়, তবু সে তোর চেয়েও ছেলেমানুষ, তাই তোকেই আমি বলছি মা, ওকে কোন কথা আর বলে' কাজ নেই। ও ত' এখনও দুধের ছেলে মা, ও জানে কি! উপার্জ্জন করা দূরে থাক্, পথ ঘাট চেনে না। আর তুই? তোর এই—'

বলিয়া বোধকরি তাহার বিপজ্জনক রূপ-যৌবনের ইঙ্গিত করিতে গিয়াই সহসা তিনি থামিয়া গেলেন।—বলিলেন, 'জীবনে তোর যদি কোনদিন কানো কষ্ট হয় সুনন্দা ত' আমাকে জানাস্, আমি তার ব্যবস্থা করে' দেবো।'

এই বলিয়া রায়-বাহাদুর থামিলেন। দেখিলেন, সুনন্দার দুই চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতেছে। বলিলেন, 'ছেলেটা চলে গেছে, কত লোক কত কথা বলছে তা'র আর ইয়ত্তা নেই, তার ওপর এই কাণ্ড যদি ঘটে ত' আমার মান যাবে, সম্মান যাবে, অপমানের কোথাও কিছুই বাকি রহিবে না মা, আমায় তাহ'লে হয়ত' আত্মহত্যা করতে হবে।—তোকে আর বেশি-কিছু বলবার নেই মা, বুঝে দ্যাখ্!'

সুনন্দা মনে-মনে কি যে বুঝিল কে জানে, নিদারুণ বেদনায় কণ্ঠ তাহার রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, তবু সে অতিকষ্টে উচ্চারণ করিল, 'এক্ষুণি আমায় পাঠিয়ে দিন।'

রায়-বাহাদুর বোধকরি কথাটা ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। বলিলেন, 'কোথায় পাঠিয়ে দেবো মা?'

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সুনন্দা কহিল, 'আমার মা'র কাছে। বিজনপুরে।'

'আজই ? এক্ষুণি ?'

মুখে মাত্র 'হুঁ' বলিয়া সুনন্দা ঘাড় নাড়িল।

'আমার কথা রাখ্‌বি বল, কোথ ও পালাবি না ?'

না'।

'বেশ।' বলিয়া একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া রায়-বাহাদুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দেওয়ালের কাছে একটা আলমারি খুলিয়া অতি সন্তর্পণে কি-একটা জিনিস বাহির করিয়া ধীরে-ধীরে আবার সুনন্দার কাছে আসিয়া বলিলেন, 'ধর্‌ মা, এইটে নে !,

সুনন্দা দেখিল, পুরাতন একছড়া সোনার হার !

ধীরে-ধীরে মুখ তুলিয়া রায় বাহাদুরের মুখের পানে অশ্রুসজল ম্লান দৃষ্টিতে একবাব সে তাকাইল।

রায় বাহাদুর বলিলেন, 'অনেক দুশ্চিন্তা থেকে তুই আজ আমায় নিষ্কৃতি দিয়েছিস্‌ মা, তাই এটি আজ আমি তোকে দিলাম। ও হারটি আমি অমূল্যর মাকে গড়িয়ে দিয়েছিলাম, তা সে হতভাগী দু'দিনও পরতে পায়নি। ওই হারছড়া গলায় দিয়েই সে মরেছিল।'

বলিতে বলিতে দেখা গেল, তাঁহার চোখদুইটি আবার ছল্‌ ছল্‌ করিয়া আসিয়াছে। বলিলেন, 'ভেবেছিলাম, থাক্‌, ও-হার ওর গলা থেকে আর খুলে কাজ নেই। কিন্তু কে যেন শ্মশান থেকে এনে ওটি আমার হাতে দিলে, ঠিক মনে নেই। সেই থেকে অমনিই আছে। অমূল্যকে ভাল যদি বেসে থাকিস্‌ মা, ত' ওটি তুইই নে।'

তাহার পর সেইদিনই সন্ধ্যার অন্ধকারে অতি সন্তর্পণে একখানি বন্ধকরা ঘোড়ার গাড়ী ডাকাইয়া খিড়কি দরজা দিয়া বাড়ীর সকলকে লুকাইয়া কখন্ যে সুনন্দাকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে কেহই তাহা জানে না।

সন্ধ্যায় অমূল্য তাহাকে অনেক খোঁজাখুজি করিল, কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিল বুঝি-বা সরোজিনীর পাল্লায় পড়িয়া নীচে সে নামিতে পারে নাই। গোয়েন্দাগিরি করিয়া খবর আনিয়া দিবার জন্য বিনুরও দেখা পাইল না।

পরদিন প্রত্যূষে বিনুর মুখ দিয়াই অমূল্য শুনিল যে, সুনন্দা চলিয়া গেছে। কোথায় গিয়াছে সে জানে না, তবে বাড়ীতে যে নাই এ-কথা সত্য।

অমূল্য প্রথমে বিশ্বাস করিল না। পরে লজ্জা-সরম পরিত্যাগ করিয়া নানান্ অছিলায় উপরে নীচে সে বারে-বারে তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়াও যখন সুনন্দাকে দেখিতে পাইল না, তখন সমস্ত লালকুঠিটাই তাহার কাছে মনে হইল যেন কালো অন্ধকার, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই যেন ফাঁকা!

কিন্তু কোথায় গেল, কেন গেল, যাইবার সময় একটিবারের জন্যও তাহাকে জানাইয়াই-বা গেল না কেন, কিছুই সে বুঝিতে পারিল না।

কত রকমের কত কথাই তাহার মনে হইতে লাগিল। ভাবিল, হঠাৎ হয়ত সে বিজনপুর হইতে সংবাদ পাইয়াছে—তাহার মায়ের

অসুখ, তাই সে আর কাহাকেও জানাইবার অবসর পায় নাই, একমাত্র সরোজিনীকে জানাইয়া তৎক্ষণাৎ সে বিজনপুর চলিয়া গেছে। কিম্বা সরোজিনী তাহার কোনও গোপন প্রয়োজনে অন্য কোথাও পাঠাইয়াছে। কিম্বা এমনও ত' হইতে পারে, তাহাদের পলায়ন করিবার ষড়যন্ত্র হয়ত' ধরা পড়িয়া গেছে এবং সেইজন্যই চূড়ান্ত অপমান এবং তিরস্কার করিয়া সুনন্দাকে জোর করিয়া এ-বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আবার হঠাৎ একবার তাহার মনে হইল—ব্যাপারটার আগাগোড়া ফাঁকি নয় ত'? তাহাকে এই প্রাণান্তকর দুঃখ দিবার জন্য সরোজিনী সুনন্দাকে দিয়া কৌশলে তাহার এই সর্ব্বনাশ করিল ···কিন্তু সুনন্দার মুখখানি মনে পড়িতেই মন তাহার কিছুতেই সেকথা গ্রহণ করিতে পারিল না। মনে হইল, চতুরা সরোজিনী নিশ্চয় সবই জানে। সে-ই তাহাকে জোর করিয়া মারিয়া কাঁদাইয়া তাহার সঙ্গে একটিবারের জন্য দেখা পর্য্যন্ত করিতে না দিয়া লুকাইয়া এ-বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে—ইহাই সত্য। সে যাহাই হোক্, সুনন্দাকে ছাড়া একটি দণ্ডের জন্যও সে আর এখানে থাকিতে পারিবে না। সুনন্দার সন্ধানে কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে বিজনপুর চলিয়া যাইবে।

১১

ওদিকে সুনন্দা যে আবার বিজনপুরে ফিরিয়া আসিয়াছে, কথাটা গ্রামের মধ্যে রাষ্ট্র হইতে বিশেষ বিলম্ব হইল না।

ঘোড়ার গাড়ী পল্লীগ্রামে খুব কমই আসে। তাহার উপর ঝড়্ ঝড় শব্দ করিয়া রাত্রির অন্ধকারে ক্ষীরো বোষ্টমীর দরজায় ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইতেই পাড়ার দু'চারজন লোক সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, গাড়ী হইতে সুনন্দা নামিতেছে। আর-কিছু দেখিবার প্রয়োজন ছিল না। উহাই যথেষ্ট।

পরদিন প্রভাত হইতে ক্ষীরোর বাড়ী লোকজন আসিয়া জড়ো হইতে লাগিল। জমিদারের বাড়ীতে সামান্য পরিচারিকার মত ক্ষীরো যাহাকে রাখিয়া আসিয়াছিল, আজ সেই তাহাকেই বাড়ী পাঠাইবার জন্য ঘোড়ার গাড়ীর প্রয়োজন যে কিজন্য হইয়াছে, সমবেত নর নারীর শুধু তাহাই জানিবার কৌতূহল,—আর কিছু না। কারণ সুনন্দার স্বভাব-চরিত্রের সংবাদ গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা কাহারও আর জানিতে বাকি নাই। কিন্তু ক্ষীরো বোষ্টমীর কাছে বেশি চালাকি কাহারও চলে না। যাহাকে যেমন তাহাকে তেম্‌নি জবাব দিয়া তৎক্ষণাৎ সে সকলকে বিদায় করিল। দু'একজনকে সে এমন কথা শুনাইয়া দিল যে, লজ্জায় কোথায় গিয়া তাহারা মুখ লুকাইবে তাহাই ভাবিয়া পাইল না।

সন্ধ্যার কিছু পরেই জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। ক্ষীরো বোষ্টমীর ঘরে তখন আলো জ্বলিয়াছে। রান্নাঘরে ঢুকিয়া আপন মনেই

গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে ক্ষীরো রান্না করিতেছে আর সুনন্দার জন্য নির্দিষ্ট খড়ো ঘরখানির মধ্যে আলো জ্বালিয়া সুনন্দা চৌকাঠের কাছে বসিয়া বসিয়া আপনমনেই কি যেন ভাবিতেছে। মুখখানি ম্লান, দুঃখের চিন্তা নিশ্চয়ই, তবে চোখে জল আছে কি না আলোর দিকে পিছন ফিরিয়া আছে বলিয়া দেখা যায় না।

এমন সময় চোরের মত পা টিপিয়া টিপিয়া নিঃশব্দে ব্যোমকেশ তাহার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিবামাত্র সুনন্দা একটুখানি চমকিয়া উঠিয়া মুখ ভারি করিয়া ঘরে ঢুকিল। ব্যোমকেশও ছাড়িবার পাত্র নয়। সেও তাহার পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি গো, রাগ করেছ নাকি? বাবুদের বাড়ীত' অনেকদিন কাটিয়ে এলে!'

সুনন্দা ফিরিয়া দাড়াইল। দিব্য সহজকণ্ঠে কহিল, 'তুমি কিজন্যে এসেছ এখানে শুনি?'

ব্যোমকেশ যেন একটুখানি অবাক্ হইয়া গেল। বলিল, 'তাও শুনতে হবে সুনন্দা?'

সুনন্দা বলিল, 'চলে যাও তুমি এখান থেকে! আর কোনোদিন এসো না। এলে কিছু বাকি রাখব না ব'লে দিচ্ছি।'

ব্যোমকেশ হাসিতে লাগিল।—'বাবুদের বাড়ী যখন গেছ, আমরা তখনই জানি।'

'কি জানো?'

'জানি ফিরে এসে তুমি এম্‌নি কথাই বলবে।'

সুনন্দা বলিল, 'তা বেশ, এখন তুমি বেরোও আমার চোখের সুমুখ থেকে। নইলে মাকে ডাকব।'

হঠাৎ সুমুখের দিকে তাকাতেই সুনন্দা যেন নিমেষের মধ্যেই বিবর্ণ ম্লান হইয়া গেল, মুখের কথা তাহার মুখেই আটকাইয়া রহিল এবং তাহার সুমুখে কিছুই যেন সে দেখে নাই এমনি ভাণ করিয়া সহসা সেদিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া যে-কাণ্ডটা সে করিয়া বসিল, তাহা যেমন কল্পনাতীত, তেম্নি নিষ্ঠুর! উন্মাদিনীর মত সুনন্দা তৎক্ষণাৎ ব্যোমকেশকে জড়াইয়া ধরিয়া মুখে তাহার চুম্বনের উপর চুম্বন করিতে করিতে হাসিয়া হাসিয়া একেবারে যেন ঢলিয়া পড়িতে লাগিল।—'কবে আস্‌বে? আবার কবে আসবে তুমি বল ব্যোমকেশ! রোজ আসবে ত?'

একি অযাচিত সৌভাগ্য তাহার! ব্যোমকেশ ত' অবাক্! মেয়েটা তবে পাগল হইল নাকি?

কিন্তু এ দৃশ্য দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া স্বচক্ষে দেখা বোধহয় অমূল্যর পক্ষে বেশিক্ষণ সম্ভব হইল না। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, পা টলিতে লাগিল, বুকের ভিতর প্রাণান্তকর বেদনায় শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল এবং সে আর একটি কথাও না বলিয়া ধীরে-ধীরে পিছন ফিরিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

যেই চলিয়া যাওয়া আর তৎক্ষণাৎ সুনন্দা প্রচণ্ড এক ঘুসি মারিয়া লাথি মারিয়া কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া ব্যোমকেশকে চৌকাঠ পার করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া নিজেও সেইখানে টলিতে টলিতে "মাগো!' বলিয়া ঘুরিয়া পড়িল। কাল হইতেই বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতেছিল, তাহার উপর আজ এই তীব্র উত্তেজনায় মাথাটা কিছুতেই আর সে ঠিক রাখিতে পারিল না, ঘরের মেঝের উপরেই শুইয়া পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতে করিতে হঠাৎ তাহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গেল।

অস্ফুট একটা চীৎকার শুনিয়া রান্নাঘর হইতে ক্ষীরো ছুটিয়া আসিল। আসিয়াই দেখে সুনন্দা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে আর দোরের গোড়ায় নির্ব্বাক্ নিশ্চল অবস্থায় বিস্মিত ব্যোমকেশ দাঁড়াইয়া!

ক্ষীরো ভাবিল, ব্যোমকেশই ইহার জন্য দায়ী, তাই সে সর্ব্ব-প্রথম কটুবাক্যে ব্যোমকেশকে সেখান হইতে বিদায় করিয়া মেয়ের চোখেমুখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগিল।

সুনন্দার মূর্চ্ছা ভাঙ্গিতে দেরি হইল না, কিন্তু জ্ঞান হইবার সঙ্গে সঙ্গেই চোখ মেলিয়া সে উন্মাদিনীর মত বাহিরের পানে ছুটিতে চায়!

হঠাৎ এক সময় তাহার মাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া, কোনও প্রকার নিষেধ-বারণ না শুনিয়া সুনন্দা বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। উঠানের একপাশে প্রকাণ্ড একটি মাধবী গাছের নীচটা ইঁটের একটি বেদী তৈরি করিয়া বাঁধানো হইয়াছে। দক্ষিণ দিকে গ্রাম হইতে বাহির হইবার পথ। ক্ষীরোর উঠানের এই মাধবীমঞ্চের উপর উঠিয়া দাঁড়াইলে গ্রামপ্রান্তের সেই ক্ষীণ পথরেখা নজরে পড়ে। সুনন্দা ছুটিয়া গিয়া একেবারে মঞ্চের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। দিগন্ত বিস্তৃত শুভ্র সুন্দর চন্দ্রালোকে চারিদিক্ উদ্ভাসিত, কিন্তু যাহা দেখিবার জন্য সে ছুটিয়া গেল, তাহার কোনও কিছুই সে কোনোদিকে দেখিতে পাইল না।— কোথায় অমূল্য? সে কি তবে প্রাণপণে ছুটিয়া উর্দ্ধশ্বাসে গ্রামের সীমানা পার হইয়া গেছে? এই হতভাগীর জন্যই সে এতখানি পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে, কত আশা লইয়া আসিয়াছিল কে জানে, এই রাত্রে এই গ্রাম্য প্রান্তরের উপর দিয়া সম্পূর্ণ অচেনা অজানা পথে

হোঁচট খাইতে খাইতে মনের দুঃখে বেচারীকে হয়ত আবার সেই শহরে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আসিবার সময় নিশ্চয়ই সে কাহাকেও কিছু বলিয়া আসে নাই। ফিরিয়া যাইবামাত্র বাড়ীর গৃহিণীর কাছে হয়ত তাহাকে অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হইবে, হয়ত অনেক তিরস্কার সহ্য করিতে হইবে। কিম্বা হয়ত—

গতদিনের একটা কথা হঠাৎ মনে পড়িতেই সুনন্দার আপাদ-মস্তক রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। মাধবী গাছের একটা শাখা ধরিয়া কোনো রকমে আসন্ন পতন হইতে সে নিজেকে বাঁচাইয়া ধীরে-ধীরে মঞ্চের উপর বসিয়া পড়িল। ভাবিল সত্যই যদি তাহাই সে করিয়া বসে-? একদিন সে বলিয়াছিল তাহার মনে আছে,—'তোমায় যদি আমি না পাই সুনন্দা তাহ'লে কি করব জানো? ষ্টেশনে ট্রেণ যখন আসবে লাইনের ওপর মাথা পেতে দিয়ে আত্মহত্যা করব।'

যে-সুনন্দাকে সে এত ভাল বাসিয়াছে, আজ জানিয়া গেল, সেই সুনন্দা ব্যাভিচারিণী, সুনন্দা পাপিষ্ঠা। এতদিন ধরিয়া ভালবাসার নামে সে তাহাকে শুধু প্রতারণা করিয়াছে! এই মর্ম্মান্তিক বেদনা সহ্য করিবার মত শক্তি যদি তাহার না থাকে! তবে কি তাহার ভাল করিতে গিয়া হতভাগী তাহার মন্দই করিয়া বসিল?—সুনন্দা আর ভাবিতে পারিল না। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল —এখনই সে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনে, জড়াইয়া ধরিয়া বলে—আমায় ক্ষমা কর, তোমায় আমি ভালবাসিয়া অনেক কষ্ট দিলাম, তুমি আমায় দয়া করিয়া মার্জ্জনা কর।—কিন্তু না—আর না।

সুনন্দা সেইখানে বসিয়াই হাত দুইটি তাহার কপালে ঠেকাইয়া বিধাতার কাছে এই বলিয়া বারম্বার তাহার ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইতে লাগিল—হে ভাগবান, এ-আঘাত সহ্য করিবার শক্তি তুমি তাহাকে দিও! এ হতভাগীকে সে যেন ঘৃণা করিয়া ভুলিয়া যায়! যাহাকে সে বিবাহ করিবে সে যেন ঠিক তাহারই মত ভালবাসিয়া উহাকে সুখী করিতে পারে!

বলিতে বলিতে সে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

১২

দুঃখে অমূল্য সেদিন আত্মহত্যা করিত কিনা তাই বা কে জানে!

এদিকে রাত্রে খাইবার-সময় অমূল্য যখন বাড়ীর ভিতরে খাইতে আসিল না তখন তাহার খোঁজ পড়িল। পড়িবার ঘরে দেখা গেল, সে সেখানে নাই; এদিক্ ওদিক্ খোঁজ করিয়া দেখিল, কোথাও নাই। কথাটা রায়-বাহাদুরের কানে গিয়া পৌঁছিতেই তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। সরোজিনী তাঁহাকে অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিল, 'কচি খোকা ত' নয়! তবে আর অত ভাবছ কেন?'

রায়-বাহাদুর বলিলেন, 'ভাবিনি। তবে কিনা পাঁচুর মত এও যদি শেষে—'

'হুঁঃ, ক্ষেপেছ? বলিয়া কি বলিলে তিনি নিরস্ত হ'ন সরোজিনী তাহারই মতলব ফাঁদিতে বসিল।

কিন্তু অত সবুর রায়-বাহাদুরের সহিল না। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার কর্ম্মচারী ভূপেনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

সরোজিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'ভূপেনকে দিয়ে কি হবে? ওকে যে আমি একবার আজ—'

'পরে পাঠিয়ো।' বলিয়া ভূপেনের অপেক্ষায় ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে তিনি পায়চারি করিতে লাগিলেন।

বিনু আসিয়া খবর দিল, 'বাবা, ম্যানেজার বাবু এসেছেন।'

'ডাকো।'

ভূপেন কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। রায়-বাহাদুর বলিলেন,

'বিজনপুরে যাও। এক্ষুণি—এই রাত্রেই। মোটর নিয়ে চলে' যাও। জ্যোৎস্না রাত্রি। পথের দু'পাশে কোথাও কোনও মানুষ দেখলেই দাঁড়াবে। তারপর যাবে ক্ষীরো বোষ্টমীর বাড়ী। তারপর—তারপর—'

বলিয়া তিনি জানালার কাছে দাঁড়াইয়া বাহিরের চন্দ্রালোকিত ধরিত্রীর পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন।

ভূপেন জিজ্ঞাসা করিল, 'কি জন্যে যেতে হবে বলুন!'

রায়-বাহাদুর রাগিয়া উঠিলেন।—'তা হলেই হয়েছে! এতক্ষণে জিগ্যেস্ করছ কি জন্যে যেতে হবে? অমূল্য—আমাদের ওই অমূল্য ছোঁড়াটা পালিয়েছে। বুঝলে বুঝেছ ত? সেই তাকেই ধরে আন্তে হবে! যেখান থেকে পাও, যেমন করে' পার।'

'বেশ।' বলিয়া ভূপেন চলিয়া যাইতেছিল।

রায়-বাহাদুর বলিলেন, 'চলে যাচ্ছ যে? তবেই হয়েছে।'

ভূপেন ফিরিয়া দাঁড়াইল।

'সেখানে যদি না পাও? যদি শোন—যদি শোন যে সে পালিয়েছে—সেই একে সঙ্গে নিয়ে?'

ভূপেন বলিল, 'যেখানে গেছে সেইখানেই যাব।'

রায়-বাহাদুর খুশী হইয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ ঠিক। সেই খানেই যাবে! গিয়ে অমূল্যকে ধরে আন্বে।—যাও, যাও, শীগ্‌গীর যাও, আর দাঁড়িয়ো না ভূপেন।'

ভূপেন দরজা পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছিল। রায়-বাহাদুর আবার ডাকিলেন,—

'আর হ্যাঁ, শোনো। যদি বলে সুনন্দাকে ছেড়ে আমি যাব না,

তখন—কি আর করবে, বল্‌বে চল্‌ তবে চল্‌—দু'জনেই চল্‌ বাপ্‌ যা হয় সেইখানে গিয়েই হবে। বুঝলে? যাও। সঙ্গে কিছু টাকা কড়ি নিও। বেকুবের মত শুধু-হাতে যেয়ো না যেন।'

ভূপেন চলিয়া গেলে সরোজিনী হাসিতে লাগিল।

রায়-বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হাসছো যে?'

'হাসছি তোমার কাণ্ড দেখে। কী এমন হয়েছে যার জন্যে একেবারে মহামারী কাণ্ড করে' তুল্‌লে?'

রায়-বাহাদুর বলিলেন, 'তুমি বুঝবে না সরোজিনী। ছোঁড়াটা যদি পালায় দোষ হবে কার জানো?'

'কা'র?'

'তোমার।'

'আমার?' বলিয়া সরোজিনী আবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রায়-বাহাদুর চুপ করিয়া জানালার কাছে তেমনি বাহিরের দিকে তাকাইয়াই দাঁড়াইয়া রহিলেন! হাসি থামিলে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, 'পাঁচু গেছে, আবার যদি এটাও যায়—লোকে কি বলবে জানো? বলবে, তুমি ওদের ষড়যন্ত্র করে' তাড়িয়েছ। তুমি যে কত ভালো ওরা যে নিজের ইচ্ছায় গেছে, একথা কেউ বিশ্বাস করবে না। আমায় দেখলে দূর থেকে লোকে হাসাহাসি করবে, বলবে লোকটা বিষয়-সম্পত্তি করেছে বটে, কিন্তু সংসার সম্বন্ধে কিছু জানে না।'

বলিয়াই একটুখানি থামিয়া তিনি আবার বলিলেন, 'তাছাড়া আমার নাতি আমারই একটা অতি তুচ্ছ বোষ্টম প্রজার মেয়েকে

গিয়ে যদি নিরুদ্দেশ হয় ত' আমার সম্মান কোথায় থাকবে সরোজিনী ?'

আরও কি যেন তিনি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই বিনু আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

ভূপেনের সৌভাগ্য বলিতে হইবে! বিজনপুর পর্য্যন্ত তাহাকে আর যাইতে হইল না। পথের মাঝখানেই অমূল্যর সঙ্গে দেখা! জ্যোৎস্না রাত্রি। বিজনপুর হইতে ফিরিবার পথে মনে হইল, দূরে কে যেন আসিতেছে। পথে কোথাও জনমানবের সাড়াশব্দ নাই। চারিদিক্ নিস্তব্ধ। মাথার উপর এক একটা ডাহুক পাখী মাঝে মাঝে কর্কশকণ্ঠে ডাকিয়া ডাকিয়া কোথায় যে চলিয়া যাইতেছে কে জানে ? রায়-বাহাদুর বলিয়া দিয়াছেন, পথে মানুষ দেখিলেই গাড়ী থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিবে। কিন্তু দূরে যে লোকটি আসিতেছে সে যে অমূল্য ছাড়া আর কেহ নয়, ভূপেন তাহা দূর হইতে দেখিয়াও চিনিল। দ্রুতগতি গাড়ী চলিতেছিল। ভূপেন বলিল,— 'এ রোকো। এই যে মানুষটি আস্‌ছে দেখছ, ওর কাছে গিয়ে গাড়ী থামাবে।'

গাড়ী থামিতেই দুজন দুজনকে চিনিল। অমূল্য কোনরূপ প্রতিবাদ করিল না, গাড়ী কে পাঠাইয়াছে, কেন পাঠাইয়াছে কোন কথাই জিজ্ঞাসা না করিয়া সে ধীরে ধীরে ভূপেনের পাশে গিয়া বসিল।

রায় বাহাদুর কোন কথাই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন না। সরোজিনীকেও বোধ হয় তিনি নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।

মাত্র বিনু একবার জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় তুমি গিয়েছিলে অমূল্য ?'।

অমূল্য অম্লানবদনে বলিল, 'সুনন্দার কাছে।'

'তাকে আনতে গিয়েছিলে ?'

'হাঁ।'

'এলোনা বুঝি ?'

'না।'

'আর আসবে না ?'

'না।'

১৩

ব্যস্, ওই পর্য্যন্তই।

তাহার পরেই অমূল্যর বিবাহ।

চাঁপুইএর বাবুদের বাড়ীতেই বিবাহের সমস্ত কথাবার্ত্তা ঠিক হইয়া গিয়াছে। আগামী পঁচিশে তারিখে বিবাহের দিন। আর মাত্র পাঁচটি দিন বাকি।

অমূল্য এতটুকু উচ্চবাচ্য করিল না। অদৃষ্টচক্র কেমন করিয়া ঘুরাইয়া বিধাতা তাহাকে কোথায় লইয়া গিয়া ফেলে তাহাই সে দেখিবে।

সেদিন হইতে কাহারও সঙ্গে সে কথা বলে না। আপন মনেই যেখানে সেখানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। ভাব-গতিক দেখিয়া মনে হয়—শীঘ্রই যেন সে পাগল হইয়া যাইবে।

এই পাঁচটি দিনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনাই ঘটে নাই।

অমূল্যর বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে চুকিয়া গেছে।

অমূল্য যেন বাক্‌শক্তিহীন নিষ্ক্রিয় জড়পদার্থ! মুখে কথা নাই, হাসি নাই, আনন্দ নাই!······মনে হয় এ পৃথিবীতে সত্য বস্তু বলিয়া কোথাও কিছুই নাই, স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা, ভাল, মন্দ, পাপ পুণ্য—সব মিথ্যা! শুধু প্রতারণা আর প্রবঞ্চনা! মায়ামমতাহীন নিষ্ঠুর এক অন্ধ দেবতার খেলার খেয়াল—এই পৃথিবীর নর-নারী! সুখ যদি পাইতে হয় ত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া পাপ পুণ্যের ভেদাভেদ না মানিয়া চোখ বুজিয়া যাহা খুশী তাহাই করিতে হইবে।

স্ত্রীকে তাহার ভাল লাগিল না। দেখিতে কুৎসিত না হোক, সুন্দরী তাহাকে বলা চলে না। ইহাকে লইয়া জীবন কাটানো অসম্ভব।

এ কি বিধাতার বিদ্রূপ, না সরোজিনীর ষড়যন্ত্র?

যাহাই হউক তাহার এই বিবাহের সংবাদ সুনন্দার কাছে পৌঁছিবে ত? তাহাতে হয় ত সুনন্দার মনে এতটুকুও রেখাপাত করিবে না, তবু এ সংবাদটি যেমন করিয়া হোক তাহার কাছে পাঠাইতে হইবে।

অমূল্যর বৌ দেখিয়া রায়-বাহাদুর সরোজিনীকে একটুখানি আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলেন, 'দ্যাখো, বড় অন্যায় হলো। মেয়েটি আমাদের আগে একবার দেখা উচিত ছিল।'

সরোজিনী বলিল, 'কেন, নাত-বৌ তোমার পছন্দ হয় নি?'

সরোজিনী নিজে সম্বন্ধ করিয়াছে, সুতরাং বলিবার কিছুই নাই। রায়-বাহাদুর ভয়ে ভয়ে বলিলেন, 'না তা নয়। তবে কি না······ অমূল্যর উপযুক্ত মেয়ে·· পাশাপাশি দুজনকে দাঁড় করিয়ে দিলে নেহাৎ······'

কথাটা সরোজিনী আর তাঁহাকে শেষ করিতে দিল না। বলিল, 'সুন্দরী মেয়ে আমি ইচ্ছে করেই দিলাম না বাপু, তার জন্যে তুমি আমায় যা বলতে হয় বল। সুন্দরী মেয়ের দেমাগ দেখলে আমার গা জ্বালা করে।'

'সে কথা সত্যি।' বলিয়া রায়-বাহাদুর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

কথাটাকে একেবারে উড়াইয়া দিবার জন্য সরোজিনী বলিল, 'ওগো ভেবো না। দেখবে ওই মেয়ে ডাগর হ'লে কেমন হবে।'

রায়-বাহাদুরকে বাধ্য হইয়া চুপ করিতে হইল।

বিবাহের পর অষ্টমঙ্গলার জন্য জামাইকে শ্বশুরবাড়ী যাইতে হয়। অমূল্যও গেল।

স্ত্রীর সঙ্গে এখনও সে কথা কয় নাই। প্রত্যহ রাত্রে তাহার সঙ্গিনীরা বাসন্তীকে জোর করিয়া অমূল্যর ঘরে দিয়া আসে। প্রথম দিন ত সে ভয়ে লজ্জায় ঘরের মেঝের উপরেই শুইয়া রাত্রি কাটাইয়াছে। দ্বিতীয় দিন পাড়ার সমবয়সী মেয়েরা সন্ধ্যার পরেই চলিয়া গিয়াছিল। রাত্রে বাসন্তী হয় ত নীচেই শুইয়া থাকিত, কিন্তু সকালে তাহাকে নীচে শুইয়া থাকিতে দেখিলে নানাজনে নানা প্রশ্ন করিবে, তাহারই ভয়ে সে লজ্জা-সরমের মাথা খাইয়া ধীরে ধীরে ঠিক চোরের মত অমূল্যর ঘরে গিয়া ঢুকিল। অমূল্য তখনও ঘুমায় নাই। সেদিনও সে মেঝের উপরেই শুইবার উদ্যোগ করিতেছিল, অমূল্যর কেমন যেন দয়া হইল, ডাকিল, 'বাসন্তী!'

স্বামীর প্রথম সম্বোধন! আনন্দে তাহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ধীরে-ধীরে সলজ্জ কুণ্ঠিতভাবে বাসন্তী তাহার বিছানার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

অমূল্য বলিল, 'খাটের ওপর উঠে শোও, ওখানে কেন? ছি!'

বাসন্তী খাটের উপর উঠিয়া নিতান্ত সঙ্কুচিতভাবে তাহারই শয্যার এক পার্শ্বে চুপ করিয়া হেঁটমুখে বসিয়া রহিল।

অমূল্যর কি মনে হইল কে জানে, হাত বাড়াইয়া বাসন্তীর এক-খানি হাত নিজের হাতের মধ্যে নাড়াচাড়া করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, 'বাসন্তী, আমাকে তোমায় ভাল লাগে?'

'হুঁ' বলিয়া বাসন্তী ঘাড় নাড়িল।

অমূল্য মনে-মনে একটুখানি হাসিয়া আব কি-কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় সহসা বাসন্তীর মুখের দিকে তাহাব নজর পড়িতেই দেখিল, চোখ দুইটি তাহার জলে ভরিয়া আসিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কাঁদছ বাসন্তী ?'

বাসন্তী তাড়াতাড়ি তাহার আঁচল দিয়া চোখ দুইটি মুছিয়া ফেলিল, বড সকরুণ দৃষ্টিতে অমূল্যব মুখের পানে একবার তাকাইল, তাহাব পর ধীর নম্রকণ্ঠে কহিল, 'আমাকে কিন্তু আপনার ভাল লাগেনি আমি শুনেছি।'

অমূল্য আবার তাহাব হাতখানা চাপিয়া ধবিয়া জিজ্ঞাসা কবিল, 'কে বললে ? কাব কাছে শুনেছ ?'

বাসন্তী আবাব তেমনি সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে বলিল, 'আমি জানি। আমাকে যে কাব'ও ভাল লাগে না।'

অকুণ্ঠিত আত্মপ্রকাশ !

অমূল্য আব সেদিক্ হইতে বিমুখ হইযা থাকিতে পাবিল না। মানুষ মানুষেব কাছ হইতে যতই দূবে সবিয়া থাক্ না, একই বেদনায দুইটি হৃদয় যখন পীড়িত হইতে থাকে, তখন এই বেদনার ক্ষেত্রে কোন্ অদৃশ্য বিধাতা যে তাহাদের সে দুইটি ব্যথিত অন্তরাত্মাকে কোন্ অলক্ষ্য বন্ধন-সূত্রে একত্রে গ্রথিত করিয়া দেয়, কিছুই বুঝিবার জো নাই !

মাতৃহীনা বাসন্তীও ঠিক তাহারই মত বাল্যাবধি নির্য্যাতিতা হইয়াছে, তাহাবও অন্তরাত্মা এতদিন ধরিয়া শুধু একটুখানি স্নেহ, এতটুকু মমতা এবং নিরাপদ নির্ভরতাব জন্য যৎসামান্য আশ্রয় খুঁজিয়াই মরিয়াছে ; ভাবিয়াছিল, বিবাহের পব অন্তত স্বামী তাহাকে করুণা করিয়াও একটুখানি ভালবাসিবে, অথচ বিবাহের পর স্বামীর অপরিসীম

ঔদাসীন্য লক্ষ্য করিয়া এবং আরও দশজনের কথা শুনিয়া তাহার ধ্রুব ধারণা জন্মিয়াছিল যে, স্বামী তাহাকে পছন্দ করিতে পারে নাই, সুতরাং নারী-জীবনের একমাত্র ভরসাটুকুও তাহার গিয়াছে ভাবিয়া সে একেবারে ভাঙ্গিয়াই পড়িয়াছিল, সহসা অমূল্যর কথায় যেন পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া বাসন্তী তাহার চোখের সুমুখেই ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।—বলিল, 'সবাই বলেছে, বর তোকে নেবে না, তোর চেহারা খারাপ।'

আর কিছু সে বলিতে পারিল না। ঠোঁট দুইটি তাহার শুধু থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

অমূল্য হাত দিয়া তাহার চোখের জল মুছিয়া দিল কিন্তু সান্ত্বনার কোনও কথাই সে বলিল না। শুধু বলিল, 'এইখানে শোও।'

বাসন্তী জড়োসড়ো হইয়া তাহারই শয্যাপার্শ্বে শুইয়া পড়িল।

অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার সৎ-মা আছেন, না?'

বাসন্তী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ।'

'তোমার নিজের মাকে তোমার মনে পড়ে?'

মা'র কথায় বাসন্তীর চোখদুটি আবার জলে ভরিয়া আসিল। বলিল, 'হ্যাঁ।'

'তোমার একটি ভাই আছে না?'

'হ্যাঁ, ভাই নয়, দাদা।'

'কি করে সে? পড়ে?'

বাসন্তী এইবার সজলচক্ষেই ম্লান একটুখানি বড় বেদনার হাসি হাসিল। বলিল, 'না। ওই ত' ক্ষ্যাপার মতন ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। বুদ্ধিসুদ্ধি কিছুই নেই।'

এই বলিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাসন্তী নিজেই তাহার আঁচল দিয়া চোখ মুছিল।

তাহার পর কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া দু'জনেই চুপ! কাহারও মুখে কোনও কথা নাই!

বাসন্তীই প্রথমে কথা বলিল। বলিল, 'বিন্থ বলছিল, তোমাদের বাড়ীতে সুনন্দা না কে ছিল নাকি খুব সুন্দরী মেয়ে, সে নাকি তোমাকে খুব ভালবাসতো?'

অমূল্য ভাবিল, বিন্থটা ত' আচ্ছা বজ্জাত। ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'হু. কেন?'

বাসন্তী বলিল. 'বিন্থ বলছিল।'

'কি বলছিল?'

'বলছিল, তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'লে বেশ হ'তো। বেশ মানা'তো।'

অমূল্য বলিল, 'বেশ ত'। তা ত' হয়নি। তাতে কি হয়েছে কি?'

বাসন্তী লজ্জারক্ত মুখে অমূল্যর গায়ের গেঞ্জিটা হাত দিয়া টানিতে টানিতে বলিল, 'আপনিও তাকে ভালবাসতেন বুঝি?'

কি জবাব দিবে বুঝিতে না পারিয়া হঠাৎ সে সত্য কথাটাই বলিয়া ফেলিল। বলিল, হাঁ বাসতাম।'

বাসন্তীর চোখদুইটা ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। কিয়ৎক্ষণ সে নীরব থাকিয়া, নিতান্ত লজ্জায় মুখখানা তাহার রাঙা করিয়া, নবীনা হইয়া, একবার ঢোক গিলিয়া, বালিসের ফাঁকে মুখ লুকাইয়া কি যেন বলিতে গিয়াও বলিতে পারিল না। চুপ করিয়া ঝালর-দেওয়া বালিসের বোতামটাকে দুইটি আঙুলের নখ দিয়া খুঁটিতে লাগিল।

অমূল্যর মনে হইল সে যেন বলিতে চায়—সুনন্দার মত সেও তাহাকে ভালবাসিবে।

কিন্তু হায়রে অভাগা নারী, মানুষের ভালবাসায় বিশ্বাস তাহার আর নাই।

অমূল্য বোধ করি আহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই বলিল, 'কি? তুমিও বুঝি আমাকে ঠিক তেমনি ভালবাসতে চাও?'

মুখে কোনও কথা না বলিয়া চোখ বুজিয়া ঘাড় নাড়িয়া ঠোঁটের ফাঁকে ঈষৎ হাসিয়া বাসন্তী লজ্জায় যেন একেবারে মরিয়া গিয়া নরম বালিসের উপর মুখ ডুবাইয়া পড়িয়া রহিল।

দু'জনের মধ্যে আর কোনও কথাই হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা গেল, বাসন্তী ও অমূল্য দু'জনেই কখন্ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

অতি প্রত্যূষে সহসা ঘুম ভাঙিতেই অমূল্য দেখিল, রাত্রে শুইবার সময় যে-বাসন্তী তাহাদের শয্যার মাঝখানে অনেকখানি ব্যবধান রাখিয়া তাহার কাছ হইতে একটুখানি দূরে শুইয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, সে-ই আবার কোন্ সময়ে ঘুমের ঘোরে তাহার নিতান্ত সন্নিকটে সরিয়া আসিয়া হাত দিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে এবং তাহার কণ্ঠলগ্না হইয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। অমূল্য অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার সেই নিদ্রিত মুখের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

তাহারই দিন-দুই পরে, রাত্রে সেদিন বাসন্তী শুইয়া আছে, অমূল্যর হঠাৎ নজর পড়িল তাহার গলার দিকে। সোনার একছড়া নূতন হার রহিয়াছে তাহার গলায়। এ-হারটি ইহার পূর্ব্বে সে দেখে নাই।

কথা কহিতে কহিতে বলিবার মত কোনও কথা খুঁজিয়া না পাইয়াই বোধকরি অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল, 'এ-হার ত' তোমার গলায় আগে দেখিনি বাসন্তী ?'

এই বলিয়া হারটি সে হাত দিয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে সহসা কেমন যেন বিস্মিত হইয়া দেখিল, লকেটের উপর যে-নামটি লেখা রহিয়াছে তাহা তাহার মা'র নাম। ভাবিল, হারটি বোধহয় তাহার মায়েরই হইবে, বিবাহের পর রায়-বাহাদুর কিম্বা সরোজিনী বাসন্তীকে দান করিয়াছে। বলিল, 'কে দিয়েছে ? দাদামশাই ? কই দেখি !'

বলিযা হাত দিয়া হারটি অমূল্য খুলিতে যাইতেছিল, বাসন্তী একটু-খানি সরিয়া গিয়া হাঁ হাঁ করিয়া নিষেধ করিল। বলিল, 'না, খোলবার জো নেই। যে আমায় ও-হার দিয়েছে সে তার মাথার দিব্যি দিযে বলেছে, খুব বেশি দরকার না হ'লে এ-হাব তুমি গলা থেকে খুলো না।

'কে সে ?'

বাসন্তী বলিল, 'বা-রে ! তাকে তুমি চিনবে কেমন করে' ? তার সঙ্গে আমি 'সই' পাতিয়েছি।'

অমূল্য বলিল, 'সোনাব হাব দিয়ে সই পাতালো ? তুমি তাকে কি দিলে ?'

বাসন্তী একটা ঢোঁক গিলিয়া বলিল, 'আমি ? আমি আবার কি দেবো ?'

বলিয়া সে তাহার বাঁ-হাতের আঙুলগুলা দেখাইয়া বলিল, 'তুমি কিছু বলবে না বল ? তোমার সেই যে-আংটিটা আমি পরেছিলাম না, সেইটি সই আমার হাত থেকে জোর করে' খুলে নিলে। নিয়ে নিজের আঙুলে পরে' বললে, এ আর আমি দেবো না।'

এই বলিয়া সে কিয়ৎক্ষণ থামিল। থামিয়া ঈষৎ হাসিয়া সে আবার বলিল, 'এত বড় হারটা দিয়ে এতটুকু সেই আংটিটা নিলে!'

অমূল্য বলিল, 'আমায় একবার দেখাবে তোমার সইকে?'

বাসন্তী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'সে ভা-রি সুন্দরী কিনা, আমার দেখাতে ভয় করে।'

'এত সুন্দরী যে দেখাতে ভয় করে?'

'হ্যাঁ, এত সুন্দরী! বোরেগীর মেয়ে কিনা! মুখে তিলকফোঁটা কেটে রঙিন শাড়ীটি পরে যেদিন সে আমাদের দরজায় এসে দাঁড়ালো, সেদিন ওকে যে দেখেছে সে-ই অবাক্ হয়ে গেছে।'

বোরেগীর মেয়ে! সুন্দরী! তবে কি সুনন্দা?—অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল, 'কি নাম বল ত?'

বাসন্তী বলিল, 'নাম—পাগ্‌লী।'

'দূর! পাগ্‌লী আবার নাম হয় নাকি কারও?'

'নাম জিগ্যেস্ করলাম ত' তাই ত' বললে! বিয়ের কথা বললাম ত' বললে,—'ও-সব কথা আমায় বোলো না ভাই, জবাব পাবে না।' ব'লেই হাসতে গিয়ে—দিলে কেঁদে। মেয়েটা এত কাঁদতেও পারে! কথায়-কথায় কান্না!'

অমূল্য জিজ্ঞাসা করিল, 'আবার কবে আসবে সে?'

বাসন্তী বলিল, 'তা কি আর বলে ছাই! বলে, অনেক দূরে বাড়ী ভাই, সব সময় ত' আসতে পারি না। নইলে ইচ্ছে করে—তোমার কাছে সব সময়েই থাকি। ব'লেই সেদিন কি বললে জানো? বললে, তোমরা দু'জনে যদি কোনোদিন আলাদা কোথাও গিয়ে থাকো ত'

তোমার কাছে আমি ঝিএর কাজ করব। রাখবে ত? বললাম, কেন রাখব না?'

অমূল্য অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

বাসন্তী বলিল, 'এবার যেদিন আসবে সেদিন দেখাব।'

'দেখিয়ো।'

বাসন্তী বলিল, কিন্তু তুমি থাকতে থাকতে আসে তবে ত। সেদিন যেই শুনেছে তুমি রয়েছ এখানে আর অমনি সে উঠে দাঁড়'লো। বললে—'আজ যাই তাই আবার একদিন আসব।'

'হুঁ' বলিয়া অমূল্য উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ঘরের মধ্যে নিতান্ত অন্যমনস্কের মত অস্থিরভাবে পায়চারি করিতে লাগিল।

রাত্রি বোধহয় অনেক হইয়াছে। সুখসুপ্ত শান্ত সমাহিত পল্লীগ্রাম। মাথার উপর আকাশে একটিও তারা দেখা যায় না। মনে হয় যেন একটা জমাট কালো মেঘ উঠিয়া সমস্ত আকাশটাকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। এখনই হয়ত ঝড় উঠিতেও পারে। তিথিটাও বোধকরি অমাবস্যা। বাহিরে নিবন্ধ গভীর অন্ধকারের মধ্যে কোথাও এতটুকু আলোকের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই।

—শেষ—